ভূমিকা

শ্রী লতিকা বসু

বর্তমান গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিশ্রুত মানুষের কয়েকটি প্রেমপত্রের সংকলন। তাঁদের কেউ বা উচ্চ স্থলাভিষিক্ত রাজপুরুষ, কেউ সৈন্যাধ্যক্ষ, কেউ বা রাজনীতিবিদ, কেউ কবি, কেউ দার্শনিক, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ বিপ্লবী, আবার কেউ বা চিত্রকর বা সুরকার। কিন্তু পেশায় বা নেশায়, আদর্শে ও চিন্তায় তাঁরা স্বতন্ত্র হলেও, এবং গণ-মানসে তাঁরা অসাধারণত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও, অন্যান্য মানুষের মত তাঁদের চিত্তও হৃদয়ানুভূতির প্রলেপে দ্রবীভূত হয়, যন্ত্রণায় কাঁদে, আশায় উদ্দীপ্ত হয়। প্রেমের অভিষেকে তাঁরা কেউ বা পেয়েছেন অপরূপ প্রশান্তি, কেউ বা স্থিত হয়েছেন সুউচ্চ আদর্শে, আবার কেউ বা পেয়েছেন শুধুই ব্যর্থতার যন্ত্রণা ও ক্রন্দন। তাঁদের আন্তর জীবনের সেই অমূল্য চিত্র এইসব পত্রে বিধৃত হয়েছে।

প্রেমপত্র শব্দটি অনেকের মনে সাধারণত যে অসুস্থ প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে, এসব পত্রে তা চরিতার্থ হবে না; অথবা সেই প্রত্যাশা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তা রচিতও হয়নি। আর সেজন্য প্রেমপত্র শব্দটিতে অকস্মাৎ আতঙ্কিত হওয়ারও কোনো হেতু নেই। এখানে নেই কামনা লালসা ও রিরংসার উত্তপ্ত আবেদন, নেই স্থূল কোনোরূপ যৌন আবেদনের ইংগিত। হৃদয়াবেগের চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি এবং প্রেমের শক্তিতে জাগ্রত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এখানে রয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই আকঙ্ক্ষা এমন সূক্ষ্ম ভাব-ব্যঞ্জনায়, অনুভবের এমন শুচিতায়, এবং আত্মবিশ্লেষণের এমন বিচিত্রতায় প্রকাশিত হয়েছে যে সে সব পাঠে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। নিজেকে এমন সুন্দর পরিমার্জিত রূপে জানা এবং জেনে অন্যের নিকট প্রকাশ করা কি সম্ভব! আত্মনিবেদনের এ কি অপরূপ

মহিমা! এ কি সূক্ষ্ম আত্মজিজ্ঞাসা! সেই জিজ্ঞাসায় দেহের আবেদন যেন কত ক্ষুদ্র হয়ে যায় আপনিতে, কত অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয়। বহু মনীষীর ক্ষেত্রেই সেই জিজ্ঞসা নিজেদের এবং প্রেমাস্পদকে ত্যাগ করে চলে গেছে জীবনের বৃহত্তর সমস্যায়, যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিগত প্রতিভা ও খ্যাতি, স্বীয় কীর্তি ও সৃষ্টি ইত্যাদি প্রশ্ন জড়িত। ব্যক্তি-মানসের আকাঙ্ক্ষা সেখানে ক্ষুদ্র হয়ে বৃহত্তর আদর্শকে আমাদের জীবনে সত্য করে তুলতে চেয়েছে।

সেই জন্য, এইসব প্রেমপত্রগুলোকে এক একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলে সমগ্র পৃথিবী গ্রহণ করেছে। সেই ব্যক্তিত্ব বিশেষ অনুভব, আকৃতি ও অন্তর সম্পর্কের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে,—আপন রহস্যের গভীরে সে ডুব দিয়েছে পুনরায় হীরকখণ্ডেব মত জ্বলেওঠার জন্য। তাই, জগৎবাসীর নিকট এদেব আকর্ষণ এত বেশী; এদের আবেদন এত ব্যাপক। মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত জীবনের এই পরিচয়ের সার্থকতা কি,—এ প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করতে পাবেন। সার্থকতা আছে; অন্তর্লোক ও বহির্লোক, এই দুয়ের সামাজিক পরিচয়েব মধ্যেই এক একটি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ইতিহাস লুক্কায়িত। অন্তরকে অন্তরাল রেখে শুধু বাহিরকে দেখলে কোনো মানুষেরই সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া, তদানীন্তন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেব ওপর এই সব পত্র যে বিস্ময়কর আলোকপাত করে তার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়! বিশেষ করে সেই সব ব্যক্তির মানস-জীবনের ইতিহাস, যা সমকালীন পৃথিবীকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে, রূপান্তরিত করেছে, এবং নতুন বন্দরের পথে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছে।

সর্বোপরি, এইসব প্রেমপত্রের সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য। প্রেমের বা হৃদয়ানুভূতির আশ্চর্য অভিব্যক্তি ছাড়াও এইসব পত্রগুলো আমরা শুধু সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য পাঠ করতে পারি, কারণ এরা এমন সব লোকের লেখা যাঁরা পৃথিবীতে অক্ষয় সাহিত্যের

স্রষ্টারূপে প্রতিষ্ঠিত। রুশোর হৃদয়ের উত্তাপ প্রকাশের ভাষা যেমন আমাদের মনকে জাগ্রত করে, তেমনি মিরাবো'র কাব্যময় গদ্যের তন্ময়তায় আমরা বিমোহিত হই; আবার তেমনি বিস্ময়ে অভিভূত হই ব্রাউনিং-এর গদ্যরীতির অপরূপ মুন্সীয়ানায় ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের সুচারু দক্ষতায়। আর, ব্যর্থ আহত ঔপন্যাসিক ফ্লবেয়া আপন যন্ত্রণাকে একটা মহত্তর আদর্শের পবিত্রতায় পরিশুদ্ধ করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন, তাও কম উপভোগ্য নয়। তেমনি উপভোগ্য কীট্‌স, শেলীর যন্ত্রণা ও উত্তাপ, বাল্‌জাকের হৃদয়ের প্রসন্নতা। অর্থাৎ, যে দিক থেকেই আমরা বিচার করিনা কেন,—সাহিত্য বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বা আন্তর জীবনের ইতিহাস—এইসব পত্রের সরস মাধুর্যে আমরা অভিভূত হবই; এবং মহতের স্পর্শে আমাদের অমার্জিত মনোভঙ্গি মার্জিত হয়ে বৃহতের পানে ধাবিত হতে শিখবে!

পত্রগুলোর সবই ইংরাজী থেকে অনূদিত; তবে স্থানে স্থানে—যেমন সম্ভাষণ, অভিবাদন বা প্রবচন ইত্যাদির ব্যাপারে আমরা আক্ষরিক অনুবাদের রীতি গ্রহণ করিনি। বাংলা রচনা শৈলি ও ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, লেখকের মূল মনোভঙ্গির কিছুমাত্র রূপান্তর না করে।

—--

সূচীপত্র

চিত্র-তালিকা

"THAT MAN THAT HATH A PEN
I SAY, IS NO PEN
IF WITH HIS PEN HE CANNOT
WIN A WOMAN"

LORD BYRON

"LOVE IS THE MORROW OF FRIENDSHIP
AND THE LETTERS ARE THE ELIXER OF LOVE"

HOWELL

1)

(2)

(1) Madame Du Barry　　(2) Josephine

১ মাদাম দ্যু ব্যারি　　২। যোসেফাইন

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Horace Walpole　(2) H. R. H. George, Prince of Wales
১। হোরেস ওয়ালপোল　২। চতুর্থ জর্জ, প্রিন্স অব ওয়েলস্‌
(3) George Brummell　(4) Maupassant
৩। জর্জ ব্রুমেল　৪। মোপাসাঁ

ভলতেয়ার

VOLTAIRE (1694—1778)

ভলতেয়ার ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত অসামান্য প্রতিভাশালী লেখক। তাঁর বিরামহীন লেখনী থেকে নিসৃত হয়েছে অসংখ্য গদ্য রচনা, নাটক, কাব্য, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও বুদ্ধি অলংকৃত উক্তি। তাকে সত্যিকারের প্রতিভাধর সংবাদিক বলে আখ্যাত করা যেতে পারে; অননুকরণীয় ভাষায় তিনি তৎকালীন সমাজের সমস্ত গ্লানির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত হেনেছিলেন। হেগে অলিম্পি ড্যুনোয়ে নামী একটি মহিলাকে তিনি একটু বেশি রকমের ভালবেসেছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মকেন্দ্রিক সমস্যাগুলো বা আদর্শগুলোর প্রতি কোনো নারী বা নারীর প্রতি প্রেমকে সংযুক্ত হতে দেননি।

ড্যুনোয়েকে লিখিত তাঁর পত্র—

হেগ, ১৭১৩

রাজার নামে এখানে আমি বন্দী। তারা আমার জীবন নিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কদাচ নয়। হ্যাঁ, প্রিয় বান্ধবী আমার, আজ রাত্রিতে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব যদি তার জন্যে আমাকে ফাঁসি যেতে হয় তথাপি। ঈশ্বরের দোহাই, যে নিরাশার ভাষায় তুমি পত্র লেখ সে ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলো না; তোমাকে বাঁচতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে। তোমার সর্বাধিক প্রবল শত্রু ভেবে তোমার মাতৃদেবী সম্পর্কে সতক থাকবে। কি বলছি শোন! প্রত্যেকের সম্পর্কে সতক থাকবে; কাউকে

বিশ্বাস করো না; প্রস্তুত হয়ে থেকো, চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আমি ছদ্মবেশে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ব, গাড়ি ভাড়া নেব, এবং আমরা বায়ুর গতিতে শেভেনিঙ্গেনে পৌছাব। আমি সঙ্গে কাগজপত্র আর কালি নেব, আমরা আমাদের প্রেমপত্র লিখব সেখানে। যদি সত্যই আমাকে ভালবাস তো নিজেকে আশ্বস্ত করো, আর তোমার সমুদয় শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধিকে কাজে লাগাও। তোমার মা যেন কিছুই টের না পান; তুমি তোমার একটি ছবি আনতে চেষ্টা করো; আর বিশ্বাস রেখো, পৃথিবীর জঘন্যতম অত্যাচারও আমাকে তোমার সেবা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। না, তোমার থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই; সততার উপর আমাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত, আমরা যতদিন বাঁচব ততদিন আমাদের প্রেমও বাঁচবে। বিদায়, এমন কিছু নেই পৃথিবীতে যা আমি তোমার জন্যে দুঃসাহসিকতায় বরণ করব না। অবশ্য, তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু তুমি পাবার যোগ্য। আমার আপন হৃদয়, বিদায়!

ভলতেয়ার

রুশো

JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712—78)

ফরাসী দার্শনিক জাঁ জ্যাকোয়া রুশোর চরিত্রে আবেগের স্থান ছিল মুখ্য, তাঁর আন্তরিকতা ছিল প্রবল, কিন্তু প্রচলিত নীতিধর্মের মূল্য তাঁর নিকট বিশেষ কিছু ছিল না; সৌন্দর্য-দর্শন এবং রচনার সাহিত্যিক রমণীয়তা ছিল উচ্চাঙ্গের। মাদাম দ্য ওয়ারেন্স-এর সহিত কিছুকাল অন্তরঙ্গ জীবনযাপনের পর তিনি অরলিআন্স থেকে আগত থেরেসা নাম্নী একটি বালিকার প্রেমাসক্ত হন, এবং তাঁদের পাঁচটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে তিনি কাউন্টেস্ দ্য মুদেতভ্ নাম্নী একজন অভিজাত মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হন, যদিচ তিনি জানতেন কাউন্টেস্ তার প্রতি নয় মারকুইস্ দ্য সঁ্য ল্যাম্বেয়া'র প্রেমাসক্ত।

কাউন্টেস্‌কে লিখিত তাঁর পত্র—

জুন, ১৭৫৭

সাফি, তুমি এস, তোমার নির্দয় হৃদয়কে আমি যন্ত্রণাদগ্ধ করতে চাই, যাতে আমার দিক থেকে আমিও তোমার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করব কেন, যখন তুমি আমার যুক্তি, মানসম্মান জীবন পর্যন্ত অপহরণ করে বসেছ? কেন আমি তোমার দিনগুলো শান্তিতে অতিবাহিত হতে দেব যখন তুমি আমার দিনরাত্রিকে করেছ দুঃসহ? হাঁ, এই নির্দয় অবহেলার বদলে তুমি যদি আমার বুকে একটি ছুরি বসিয়ে দিতে তাহ'লে সত্যই তুমি খুব কম নিষ্ঠুর হতে। দেখ, দেখ, আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি এখন; দেখ,

অধঃপাতের কী এক স্তরে তুমি আমায় নিয়ে গেছ। যখন তুমি একান্তই আমার বলে অভিনয় করেছিলে তখন আমি ছিলাম সকলের সেরা, আর, এখন তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে আমি হয়েছি সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব মানুষ। আমি আজ রিক্ত, সৃক্তিতে, উপলব্ধিতে, শক্তি সামর্থ্যে সমস্ত দিক থেকে রিক্ত, এক কথায়, তুমি আমার সর্বস্ব হরণ করেছ! কি করে তোমার আপন সৃষ্টিকে তুমি এভাবে বিনষ্ট করলে? যাকে একদা তোমার মাধুর্য দিয়ে ভরে দিয়েছিলে, তাকে আজ তুমি সমাদরের অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিরূপে?—হ্যাঁ, সোফি, যার জন্যে একদা ছিলে গর্বিত, তার জন্যে আজ লজ্জিত হয়ো না। তোমার নিজের সম্মানের জন্যই তোমার নিকট আমার দাবি, আমার সম্পর্কে তোমাব মনোভাব ব্যক্ত করো। আমি কি তোমার প্রেমাস্পদ নই? তুমি কি আমার ভার গ্রহণ করোনি? তুমি কি তা অস্বীকার করিতে পার? আব যেহেতু তুমি-আমি চাই বা না চাই, আমি তোমারই তখন আমাকে সুযোগ্য হতে দাও। সেই পলাতক সুখের ক্ষণগুলোর কথা স্মরণ করো, যা, হা হতোস্মি, আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। সেই অদৃশ্য জ্যোতি যা থেকে আমি আমার দ্বিতায় এবং অধিকতর মূল্যবান জীবন লাভ করেছিলাম, তা আমার হৃদয়ে আমার অঙ্গের অণুপরমাণুতে এনেছিল যৌবনের দৃপ্ত শক্তি। আমার অনুভবেব সুতীব্র আলোক আমাকে তোমার কাছে তুলে ধরেছিল। যদিও তোমার হৃদয় ছিল অন্য তারে বাঁধা, তথাপি তা কি আমার আবেগের তীব্রতায় প্রদীপ্ত হয় নি! সেই সঠিক ধারণার পাশে কুঞ্জবনে তুমি কি প্রায়শ বলতে না, "আমি অনুভব করতে পারি, তুমি সর্বাধিক হৃদয়বান প্রেমিক: না, তোমার মত করে কোনো পুরুষ কখনও ভালবাসে নি।" তোমার ওষ্ঠের এই স্বীকৃতি আমার কত বড় বিজয় ঘোষণা করত! হাঁ, তা সত্য; আমার আবেগে তোমাকে আমি জ্বালাতে চেয়েছিলাম।

ও সোফি আমার, এই মধুক্ষরা মুহূর্তগুলো জানবার পর চির-বিচ্ছেদের চিন্তা তার পক্ষে ভয়ঙ্কর যে তোমাতে বিলীন না হতে পারার চেতনায় ম্রিয়মান। সত্যি কি তোমার কোমল আঁখি যুগল আর কখনও আমার দৃষ্টির সম্মুখে সেই সুমিষ্ট লজ্জায় অবনত হবে না যা আমাকে করত কামনায় বাসনায় প্রমত্ত? আর কি আমি সেই স্বর্গীয় রোমাঞ্চে কখনও পুলকিত হব না, সেই পাগল করা সর্বগ্রাসী, বিদ্যুতের চেয়েও ত্বরিৎগতি আগুনে পুড়ব না? কী দুর্লভ প্রকাশের অতীত সেই মুহূর্ত! কোন্ হৃদয় কোন্ ঈশ্বর তোমাকে পাবার পর অবিচল থাকতে পারত!

দিদেরো

DENIS DEDEROT (1713—84)

মনন ও প্রজ্ঞায় দিদেরো ছিলেন ভল্‌তেয়ার অথবা রুশো অপেক্ষা অধিকতর উজ্জল ; কিন্তু তাঁদের লিপিকুশলতা ওঁর ছিল না। তথাপি তাঁর স্বাধীন সংশয়বাদী চিন্তা ও ভাবধারার প্রকাশে তিনিও ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম অগ্রচারী-নায়ক। মধ্য অষ্টাদশ শতকের গণজীবনের গ্লানি সম্পর্কে তিনি তাঁর প্রণয়িনী সোফি ভোলাদকে চিঠিপত্র লিখতেন। সোফি ছিলেন চিন্তায় ও আদর্শে দিদেরোর সহমর্মী। নিরন্তর অভাব ও দুঃখে তাঁর জীবন ছিল বিষাদক্লিষ্ট, অবশেষে রুশ সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিণের মহানুভবতায় তাঁর শেষজীবন সুখে অতিবাহিত হয়। ক্যাথরিণ ওঁর জন্য একটি আজীবন পেন্সনের ব্যবস্থা করেন।

সোফিকে একটি পত্রে তিনি লিখছেন—

১লা নভেম্বর, ১৭৫৯

আজ সকাল থেকে আমি আমার জালানার নীচে কর্মরত শ্রমিদের কলরব শুনছি। সূর্য তখনও উঠেনি, কিন্তু ওদের কাজ সুরু হয়ে গেছে। কোদাল দিয়ে ওরা মাটি কাটছে, ছোট ঠেলাগাড়ি ঠেলছে। খাদ্য ওদের এক টুক্‌রো বাসি রুটি ; নদীর জলে ওদের তৃষ্ণা নিবারিত হয় ; মধ্য রাত্রিতে ঘণ্টা খানেকের জন্য ওরা মাটিতে শুয়ে ঘুমায় ; আবার একটু বাদেই ওদের দিনের কাজ সুরু হয়। ওরা বেশ দিলখোস মেজাজের, ওরা গান গায়, পরস্পরকে নিয়ে স্থুল রসিকতায় ওদের চিত্ত রসিয়ে ওঠে, ওরা হাসে। রাত্রিতে ধোঁয়াটে এক চুল্লির ধারে নিরাভরণ শিশুসন্তানদের সাথে মিলিত হয় ওরা ;

সঙ্গিনী ওদের এক একজন কদাকার নোংরা কৃষক রমণী ; শুকনো খড় দিয়ে তৈরী হয় ওদের রাত্রির বাসর ; কিন্তু ওরা আমার চাইতে খারাপও নয় ভালও নয়। বলো তুমি, তুমি আঘাত পেয়েছ অনেক, তোমার কাছে কি অতীতের চেয়ে বর্তমান অধিকতর কঠোর ক্লান্তিকর বোধ হয় ? সারা সকাল আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি, একটা পলতকা চিন্তাকে কিছুতেই আমি ধরতে পারছি না। হৃদয় আমার যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন, তাতে আবার জীবনের সর্বজনীন দুঃখে অভিভূত। আমার বন্ধু ছিল একজনা, তাঁর কাছ থেকে কোন সংবাদই পাচ্ছি না। আমার প্রিয় বান্ধবীর কাছ থেকে আমি বহুদূরে, অথচ তাঁর জন্যে আমার হৃদয় প্রমত্ত। গ্রামে দুশ্চিন্তা উদ্বেগ, শহরেও তাই, সর্বত্রই দুশ্চিন্তা উদ্বেগ। একান্ত ভাবনাহীন মানুষ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব কিছুই যেন তিরোহিত ; মন্দ ভালকে করেছে বিতাড়িত, ভাল মন্দকে ; আর জীবন শুধুই প্রবঞ্চনা।

সম্ভবত আগামী কাল অথবা সোমবারে আমরা এক দিনের জন্য শহরে যাব। আমার প্রিয় বান্ধবীকে আমি দেখব যাঁর জন্য আমি ব্যাকুল ; আর দেখব আমার মিতভাষ বন্ধুকে যাঁর কোনো সংবাদই আমি পাই না। কিন্তু পরের দিন আবার দুজনকেই হারাব ; তাঁদের সান্নিধ্যে লব্ধ আনন্দের স্বাদে যতই আমার চিত্ত ভরবে, ততই বিদায়ের লগ্নে ব্যথায় হৃদয় ভাঙ্গবে।

এমনি হয়, সব সময়। যতই তুমি না কেন বিস্মৃত হতে চাও, ততই তোমার চোখে পড়বে একটি দলিত গোলাপকুঁড়ি, যাতে তোমার হৃদয় ঝরবে। আমার সোফিকে আমি ভালবাসি, তাঁর ভালবাসায় সমাচ্ছন্ন আমার হৃদয় অন্য কোনো দিকেই তাকাতে পারে না।

এই জীবনের প্রাঙ্গণে আমি শুধু দুর্দশা আর দুর্ভাগ্য দেখতে পাচ্ছি। এই দুর্ভাগ্য বিচিত্ররূপী, এবং শত রূপ ধরে তা আমাকে অভিভূত করে। মাঝে মাঝে এক আধটা দিন পার হয়ে যায়, ওর

কোনো চিঠি আমি পাই না; অমনি মন ব্যাকুল হয়ে শুধোয়, 'কি হলো তাঁর? অসুখ বিসুখ নয় তো?' এমনি করে দুশ্চিন্তার ছায়ারা আমার মাথার চারিদিকে ঘুরে আর আমি কাতর হই যন্ত্রণায়।

সে কি লিখেছে আমাকে? হয়তো একটিমাত্র শব্দকে আমি ভুল বুঝি আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মতিভ্রম হয়। মানুষের পক্ষে তার ভবিতব্যকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করা সম্ভব নয়। অনুভব ও ভালবাসার ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয় ততই ব্যক্তিবিশেষের জন্য তা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। একটিমাত্র যদি ভালবাসাব বস্তু, তবে হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ তাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ওযে কৃপণের ধন।

যাক, আমার মনে হচ্ছে খুব বদহজম হয়েছে আমার, তাই না এই অসুস্থ জীবনদর্শন যা পৈটিক গোলযোগেরই ফসল। ভরা পেটেই হউক আর শূন্যই হউক, প্রফুল্লই হই আর বিষণ্ণই হই, সোফি, আমার হৃদয়ের ধন, আমি তোমাকে ভালবাসি; সব সময় একই তীব্রতায়, শুধু কখনও কখনও অনুভূতির বিভিন্নতা ওতে বিভিন্ন ধরণের রঙ লাগায়।

দিদেরো

মিরাবো

COUNT GABRIEL HONORE DE MIRABEAU

(1748—91)

এই তরুণ ও সুন্দর কাউন্ট তার নিজস্ব এবং স্ত্রীর সমুদয় সম্পদ উড়িয়ে দেবার পর তাঁর পিতার অনুরোধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। সেখানে জনৈক বৃদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেটের মাদাম 'সোফি দ্য মুনিয়ে নামী' এক তরুণী ভার্যাকে তিনি বিমোহিত করেন এবং তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যান। ফলে, পুনরায় গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। ফরাসী বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত হয়ে তিনি মানুষের উপর তাঁর যাদু-প্রভাবের পরিচয় দেন। তাঁর অসামান্য বাগ্মীতা সত্ত্বেও বিপ্লবের গতি নিরূপণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সোফি দ্য মুনিয়ের নিকট লেখা তাঁর পত্রকে ফ্রান্সে প্রেমপত্র রচনার ক্লাসিক নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়।

সোফির কাছে লেখা তাঁর পত্র—

লা ক্রুয়ার বলেছেন, যাদের ভালবাসি তাদের কাছে থাকাই যথেষ্ট—স্বপ্ন দেখা যে তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলছ. না কথা বলা নয়, তাদের কথা চিন্তা করছ, চিন্তা করছ যত রাজ্যের বিসদৃশ বিষয়, কিন্তু তাদের পাশে থেকে—এই যথেষ্ট, অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। হা ভাগ্য, কি সত্য এই কথা, আর এও সত্য, যখন এ একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, যেন তা অস্তিত্বের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে পড়ে। হায়, আমি জানি আমার খুব ভাল করে জানাই উচিত—গত তিন মাস ধরে তোমার কাছ থেকে বহু দূরে থেকে আমি যে দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারি করে তুলেছি এই চেতনায় যে, তুমি আর আমার নও,

আমার সুখ গিয়েছে ভেসে। যা হোক, তথাপি প্রতিটি সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে তখন আমি তোমাকে খুঁজি; মনে হয়, যেন আমার অর্ধাংশকে আমি হারিয়েছি; এ অতি সত্য কথা। দিনে অন্তত কুড়ি বার নিজেকে শুধাই আমি তুমি কোথায়। ভেবে দেখ, কত প্রবল এই স্বপ্ন, আর তার বিলীন হওয়া কত হৃদয়বিদারক, কত নিষ্ঠুর। আর রাত্রিতে যখন শয্যায় এলিয়ে পড়ি, তখন তোমার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে ভুলি না আমি; আমি দেওয়ালের কোল ঘেঁষে ঘুমাই, আর ছোট্ট বিছানাটির বাকি জায়গা তোমার জন্য রেখে দিই। যান্ত্রিক নিয়মে যেন আমি এসব করি; এসব চিন্তাও অনায়াসলব্ধ। এমনি করেই আমরা সুখে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। হায়, হারানোর পরেই শুধু আমরা এসব উপলব্ধি করি; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর আমরাও উপলব্ধি করেছি, আমরা পরস্পরের নিকট কত প্রয়োজনীয়, কত দরকারী। সোফি, প্রিয়ে, আমাদের অশ্রুর উৎস আজও শুকিয়ে যায় নি; আমাদের হৃদয়ের ক্ষত শুকাবার নয়। আমাদের হৃদয়ে অফুরন্ত অনুরাগ যা দিয়ে আমরা চিরদিন ভালবাসতে পারি, আর, সেজন্যই কাঁদতেও পারি চিরদিন। যারা বলে যে নীতিবোধের জোরে অথবা মনের জোরে তারা গভীর শোক বিস্মৃত হয়, তাঁরা যত খুশি বকবক করুন; তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করেন, কারণ তাদের হৃদয় দুর্বল প্রেমও দুর্বল। জীবনে এমন ক্ষয় ক্ষতি শোক আছে যা কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না; আর যাকে ভালবাসি তার সুখবিধানের ব্যবস্থা যখন করা যায় না, তখনই আমরা নিয়ে আসি দুর্ভাগ্য। এস, যা সত্য তা অঙ্গীকার করি, করতেই হবে; আর, যে যাই বলুক, এই কোমল মনোবৃত্তিরই অপর নাম স্নিগ্ধ-প্রেম। তার গ্যাব্রিয়েল বিস্মরণে সান্ত্বনা লাভ করেছে, একথা শুনে সোফি কি ব্যাথায় বিদীর্ণ হতো না?

মিরাবো

শেতোব্রিয়াঁ

VICOMTE RENE DE CHATEAUBRIAND

(1768—1848)

রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শেতোব্রিয়াঁ ফ্রান্সের রাজদূত রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ফ্রান্সে তিনি প্রথম সার্থক কাব্যিক গদ্যের অমর লেখক রূপে পরিচিত। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের অভিজাত মহিলাদের নিকট তাঁর খুব সমাদর ছিল; আর তাঁর সীমাহীন অহমিকা ছিল তাঁর বহুবিধ দুর্ভাগ্যের দরুণ দায়ী।

মাদাম দ্য কুস্তিন-এর নিকট লেখা তাঁর পত্রাংশ—

শনিবার সকাল

—

গতকাল থেকে কী যন্ত্রণায় আমি সময় গুণছি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না; ওরা চেয়েছিলেন যে, আজই আমি চলে যাই। যাক্, বিশেষ সৌভাগ্যবশত আমি আগামী বুধবার পর্যন্ত সময় পেয়েছি। তোমাকে সত্যই বলছি, আমি অর্ধ উন্মত্ত-প্রায়; আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ-পত্র পেশ করে আমি ক্ষান্ত হব। তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, এই চিন্তাই মৃত্যুবৎ। আর আমার দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা, বিকেল দু'টোর আগে আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারছি না।

ঈশ্বরের দোহাই, তুমি চলে যেও না। অন্তত একবারের জন্য তোমাকে আমায় দেখতে দাও। তুমি কি অসুস্থ?

রবিবার সকাল

যদি তুমি জানতে গতকাল থেকে আমি যুগপৎ কী পরিমাণ সুখী এবং দুঃখী, তাহলে তুমি করুণায় বিগলিত হতে। এখন ভোর পাঁচটা, আমার সেলে আমি একা। বাইরের আশ্চর্য সজীব সুন্দর বাগানের উপর আমার উন্মুক্ত জানালা, আর তার মধ্য দিয়ে আমি তোমার কুটিরের উপরে ভেসে-উঠা সুন্দর সূর্যোদয়ের সোনা দেখতে পাচ্ছি। মনে হয়, আজ আর আমি তোমাকে দেখতে পাব না. আমার হৃদয় বিষণ্ণ। এ সমস্তই যেন একটা রোমান্সের মত, কিন্তু রোমান্সগুলোর কি কোন স্বাদ কোনো আকর্ষণ নেই? আমাদের জীবনটাই কি এক দুঃখভরা রোমান্স নয়? আমার নিকট পত্র লিখো; তোমার কাছ থেকে কিছু একটা এসেছে তা আমাকে দেখতে দাও! বিদায়, বিদায়, আগামী কাল পর্যন্ত বিদায়!

ভিক্টর হুগো

VICTOR HUGO (I802—1885)

ফ্রান্সের রোমান্টিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি নাট্যকার ও উপন্যাসিক ভিক্টোর হুগোর নামের সঙ্গে শিক্ষিত মাত্রই পরিচিত। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। তাঁর লা-মিজারেবল, নাটর ডাম' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ - কিন্তু এই অসাধারণ মনীষির প্রাণে যে প্রেম ছিল তার সন্ধান আমরা পাই 'এডেল ফুচারকে" (Edele Foucher) লেখা প্রেমপত্র থেকে।

ভিক্টর হুগোর বয়স যখন সতের, তখন তিনি তাঁর শৈশব-সঙ্গিনী ষোড়শী এডেলের প্রতি আসক্ত হয়ে পরেন। দেহে তাঁদের যৌবন—মন রঙীন নেশায় মত্ত - নূতন প্রেমের আস্বাদে একে অন্যের জন্য পাগল। এই প্রেমের কথা প্রসঙ্গে কবি এক স্থানে বলেছেন—"বেশী দিনের কথা নয়—এক বছর আগেও আমরা এক সঙ্গে খেলা করেছি—ছুটে বেড়িয়েছি, ঝগড়া করেছি। একদিন একটা ভাল আপেল পেয়ে তাকে দিইনি বলে কি ঝগড়া! সে কথা মনে করলে আজ হাসি পায়। পাখীর বাসা নিয়ে সে কি কাড়াকাড়ি! তার মাথায় একটা টোকা মেরেছিলাম—সে কেঁদে উঠেছিল; আমি বলেছিলাম 'বেশ হয়েছে'—সে নিয়ে কত রাগারাগি, তারপর দুজনেই ছুটেছিলাম মায়ের কাছে নালিশ করতে। মায়েরা মুখে বললেন আমাদের এ রকম ঝগড়া করা উচিত নয় কিন্তু আমাদের কৈশোর-প্রেমের সে অভিব্যক্তিতে তাঁরা অন্তরে সুখীই হয়েছিলেন। আজ তাকে বাহুবেষ্টনে রেখে সে সব কথা মনে পড়েছে—বুকখানা আনন্দে ফুলে ফুলে উঠছে। আজও কিন্তু সে-দুষ্টামি তার যায় নি—পথে যেতে আজও মাঝে মাঝে সে ইচ্ছা করেই হাত থেকে রুমাল ফেলে দেয়—আমাকে কুড়িয়ে আনতে হয়। হাতে হাতে ঠেকে—আবার যেন নূতন শিহরণ অনুভব করি। বনের পাখী—আকাশের নক্ষত্র—পশ্চিম আকাশের কালো গাছের আড়ালে সূর্য্যাস্ত—এই সব দেখে

এখনও সে বালিকার মত আহ্লাদে নেচে ওঠে—তার বাল্যসখীদের কথা অনর্গল বলে যায়—এখনও বালসুলভ চাপল্যে আমাকে মাতিয়ে তোলে—মাঝে মাঝে অনুরাগের আবেগে দুধের মত তার সাদা দুটি গাল আপেলের রাঙিমায় রঙীন্ হয়ে ওঠে। সেদিনের ছোট মেয়ে আজ ভরা যৌবন নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে—আজ সে বালিকা নয়—যোড়শী যুবতী।"

১৮২২ খ্রীঃ তাঁদের বিবাহ হয়। তাঁদের এ ভালবাসা অভিভাবকদের কাছে গোপন ছিল না—তাই তাঁরা অবাধে খোলাখুলি ভাবে মিলতে পেরেছিলেন। বিবাহের কিছু দিন আগে হুগো পিতার অনুমতি চেয়েছিলেন, পিতার অভিমত জানার পর ১৯শে মার্চ ১৮২২খ্রীঃ তিনি এডেলকে লিখেছিলেন—

ভিক্টর হুগো

প্রিয়ে,

গতকাল আর পরশুর সন্ধ্যা বড় আনন্দেই কেটেছে (কারণ অজ্ঞাত), আজ আর বাড়ী থেকে বাইরে যাব না—আজ তোমায় চিঠি লিখতে বসলাম। এডেল, প্রিয়তমে—তোমাকে না বলার আমার কি আছে? এই দুদিন ধরে কেবলই ভেবেছি—এ প্রেম কি স্বপ্ন না সত্য? আমার মনে হচ্ছে প্রাণের এ সজীবতা, হৃদয়ের এ আনন্দ শিহরণ—এই যে পুলকের অনুভূতি স্বর্গের না মর্তের! মাটির ধরণীতে একি সম্ভব? এ যদি পার্থিব হয় তবে স্বর্গীয় আনন্দ কি এর চেয়েও মধুর—স্বর্গের সৌন্দর্য কি এর চেয়েও মনোমুগ্ধকর! তোমার ভিক্টর কি পাগল হয়ে গেল!

[এডেল এক সময় ভিক্টরকে বলেছিলেন—"তুমি ঠিক জেনো, যদি আমাদের বাপ মা আমাদের এ বিয়েতে অমত করেন তবে নিশ্চয় এদেশ ছেড়ে চলে যাব; তোমায় যেতে হবে কিন্তু"—হুগো সেই কথার উত্তরে বলছেন—]

বাবার চিঠি আসবার আগে তোমার প্রস্তাব মতই কাজ করব ঠিক করে ছিলাম কিন্তু তা আর করতে হবে না। ভেবেছিলাম মা বাবা যদি আপত্তি করেন তবে আমায় প্রথম যোগাড় করতে হবে কিছু টাকা—তারপর তোমায় নিয়ে চলে যাব—(তুমি আমার সর্ব্বস্ব—আমার সঙ্গিনা সহধর্মিনী)। এমন জায়গায় যাব যেখানে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না—আর কেউ আমাদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না—আত্মীয় স্বজন—কেউ থাকবে না—কাকেও চাই না। ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাব। মনে করতাম—আজ আমি শুধু অন্তরে তোমার স্বামী—কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রকাশ্যে স্বামীত্ব অর্জন করব।

কি করে যেতাম জান? দিনের বেলায় হয়ত আমরা একই কামরায় একসঙ্গে যেতাম—রাত্রেও হয়ত এক ঘরেই থাকতাম—কিন্তু তাই বলে কি সুখের সবটুকু সুযোগই নিতাম! না, 'এডেল্' —তোমার ভিক্টরকে সে রকম ভেব না! তোমার ভিক্টরের চোখে তুমি আরও মহীয়সী আরও শ্রদ্ধেয়া হ'য়ে উঠবে। একই ঘরে তুমি থাকতে নির্ভয়ে—সামান্য স্পর্শ—এমন কি আমার একটুখানি সকাম দৃষ্টিও তোমায় কলুষিত করবে না। তুমি ঘুমোবে আর আমি তোমারই শয্যা পাশে জেগে থাকব সারারাত তোমার প্রহরী হয়ে—তোমার বিশ্রামের সময় যাতে কেউ কোন বিঘ্ন উৎপাদন না করে। বিবাহের বাহ্য অনুষ্ঠান না হলে—পুরোহিতের অনুমোদন না হ'লে ত আর স্বামীত্বের সকল অধিকার পুরুষের করায়ত্ত হয় না—শুধু রক্ষক হওয়ারই অধিকার থাকে; তাই যতদিন না ধর্মত স্বামীর সব কর্ত্তব্যের অধিকারী হই ততদিন একাগ্রচিত্তে তোমার প্রহরায় নিযুক্ত থাকব—এই ছিল আমার উদ্দেশ্য;—শুধু এই কথাই ভাবতাম বাবার চিঠি আসার আগে।

ওগো, আমার হৃদয় বড় দুর্বল—তখন মন আমার একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল—তোমার মত মনকে দৃঢ় করতে পারিনি, তা'র

জন্য তুমি আমায় ঘৃণা করোনা, নিন্দা করো না, লজ্জা দিও না প্রিয়া আমায়!

বাবার কাছ থেকে কি উত্তর আসে—এই ভেবে যখন আমার দিন কাটছিল, একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমার তখনকার মনের অবস্থা একবার ভেবে দেখ দেখি প্রিয়ে! আটদিন ধরে প্রতি মূহূর্তে মনে হয়েছে—এই বুঝি তোমায় হারালাম! আশা নিরাশায় কী সে দ্বন্দ্ব! একবার মনে করে দেখ দেখি! এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই—এই ত স্বাভাবিক!

তুমি তন্বী, সুন্দরী, মহীয়সী, তোমার রূপের প্রভায় স্বর্গের অপ্সরীও ম্লান হয়ে যায়। প্রকৃতি তোমাকে গড়েছেন নিখুঁত করে—তুমি, তুমি আমার শক্তির উৎস—তুমি আমার আনন্দ—তুমি হাসি, আবার তুমিই আমার অশ্রু!

মনে করো না যা বলছি এ শুধু উচ্ছ্বাস—অন্ধ মোহ! এই মোহ-ই আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে—দিনে দিনে আমায় পরিব্যাপ্ত করছে। তুমি যে আমার প্রাণ—আমার সর্বস্ব! আমার অস্তিত্ব যে তোমাতেই বিলীন হয়ে আছে—আমার হৃদয়ের তন্ত্রী তোমার সুরে সুর মিলিয়ে চলেছে। তুমি আর আমি ত পৃথক নই—তা যদি হো'ত তবে আমার জীবনের অবসান হো'ত।

বাবার চিঠি পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হ'য়েছিল তা আর কি বলব! মানুষের অভিধানে এমন কোন ভাষা নেই যা দিয়ে সে আনন্দ প্রকাশ করা যায়। সে কি আনন্দ না সুখ, তৃপ্তি না শান্তি—সে-ই আমার স্বর্গ।

চিন্তার অবসানে নিশ্চিন্ততার মধ্যে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠছে। এখন যেন মনে করতে পারছি না সত্যই কি সে পত্র আমি পেয়েছি, সে কি স্বপ্ন না সত্য? যদি স্বপ্নই হয় তবে পাছে সে সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে যেন এখনও শিউরে উঠছি।

(1) John, Duke of Marlborough (2) William Congreve

১। জন, ডিউক অব মাল বরো ২। উইলিয়ম কনগ্রীভ

(3) Sara Jennings, Duches of Marlborough

৩। সারা জেনি'স —ডাচেস্ অব মাল'বরো

(4) Queen Luise of Prusia

৪। প্রাশিয়ার রাণী লুইসা

(1) Elizabeth Brrett Browning
১। এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং

(2) Robert Browning
২। রবার্ট ব্রংউনিং

(3) Thoms Carlyle
৩। টমাস্ কারলাইল

ওগো—এমনি করেই তুমি আমার হ'তে চলেছ। আঃ, কি আনন্দ, কি তৃপ্তি, তুমি আমার—আমার!

আর দু'দিন পরেই এই দেবী হবে আমার—একান্ত নিজস্ব। তার ভয় ভাবনা চিন্তা সবই হবে আমার। আমার বাহু হবে তার সমস্ত সত্তা—তার আশা আকাঙ্ক্ষা পুলক শিহরণ দুঃখ সুখ, তার নৈশ উপাধান—এই বক্ষ অবলম্বন করেই তার চোখে নেমে আসবে ঘুম—জেগে উঠবে নিদ্রার অবসানে। চোখে চোখে মিলন হবে—তারই সৌন্দর্য আকাশে বাতাসে প্রতিফলিত হয়ে মর্তে স্বর্গ নেমে আসবে। আজ তুমি আমার প্রেমিকা—কাল হবে আমার পত্নী সহধর্মিণী, তারপর একদিন হবে আমার পুত্রের জননী, তোমার সেই মাতৃমূর্তিকে ঘিরে একটি মহীয়সী নারী—তার অন্তরালে নববধূর প্রেম—চিরশুভ্র পবিত্র নির্মল! ভাব দেখি সে আনন্দের ভবিষ্যৎ—সেই শাশ্বত মিলন আর অক্ষয় অনাবিল প্রেম!

*　　*　　*

আজ তবে আসি প্রিয়ে! আজত তুমি কাছে নেই—কল্পনায় তোমায় করি আলিঙ্গন—স্বপ্নে দিই তোমার ওষ্ঠে অধরে অজস্র চুমো।

কত কি যে লিখলাম—পাগলের প্রলাপ মনে করে আমায় ক্ষমা করো! আমি কিছুই চাই না—শুধু তোমার ভালবাসার অধিকার—ইহকালে তোমায় ভালবাসি পরজন্মে যেন তোমায় পাই—ইতি

তোমারই ভিক্টর হুগো

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও যোসেফাইন

১৭৬৯—১৮২৪

বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন নাটকীয় ঘটনায় পূর্ণ ; তাঁর জীবনের ইতিহাস আমরা আলোচনা করব না। তাঁর এই বীর-হৃদয়ের অন্তরালে যে একটি প্রেমিক পুরুষ ছিল তার সন্ধান আমরা পাই যোসেফাইনের প্রতি লিখিত প্রেমপত্রগুলি পাঠে। যোসেফাইনের প্রতি যৌবনের যে আকর্ষণ তাকে আত্মহারা করেছিল—তার করুণ পরিণতি হয় পরস্পরের বিচ্ছেদ। যুবক বীর স্বামীর প্রেমে যোসেফাইন ছিলেন বিভোর কিন্তু হায়, কোন সন্তান না হওয়ায় বন্ধ্যা অপবাদে সম্রাট তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার আর্কডাচেস মেরিয়াকে পুনরায় বিবাহ করেন। যোসেফাইন তখন St. Germaine-এর কাছে নিজন পল্লীভবনে জীবনের বাকী দিনগুলি সামান্য বিধবার মতই অতিবাহিত করেন।

প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সম্রাট নেপোলিয়ন এক সময়ে লিখছেন যোসেফাইন্‌কে—

আমি আর তোমায় ভালবাসি না! তুমি আজকাল ভাবী দুষ্ট হয়েছ—তুমি খারাপ—তুমি যেন—কি! তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস না—তুমি তাকে চিঠি লেখ না!

ওগো, তুমি ত জান তোমার চিঠি পেলে আমার কত আনন্দ হয়। তোমার সুন্দর হাতের একটু লেখা পাবার জন্য আমি কত আকুল আগ্রহে পথের দিকে চেয়ে থাকি তা'ত তুমি জান! তবে কেন আমায় চিঠি দিতে এত দেরী কর! সামান্য একটু হিজিবিজি

কথাও ত এক কলম লিখতে পার! পার না প্রিয়ে? সারাদিন কি এমন কাজে ব্যস্ত থাক যে আমায় তোমার সংবাদটুকু জানাবারও সময় পাও না! কি এমন বাধা। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় তুমি প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলে আমায়—রোজই তোমার হাতের লেখা পাঠাবে, তুমি কি সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেছ?

বল বল প্রিয়ে কে সে,—যে তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে? কোন্ ভাগ্যবান আজ তোমার কৃপা লাভ করেছে? সে কি মর্তের মানব না কোনো অশরীরী! হায় হতভাগ্য আমি! কিন্তু আমি বলে রাখছি—আমি তা হ'তে দেব না! একদিন দেখবে গভীর নিশীথে তোমরা যখন প্রেমালাপে মত্ত থাকবে তখন হঠাৎ তোমার প্রমোদ কক্ষের দরজা ভেঙ্গে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াব। কি, রাগ করলে?

তোমার চিঠি না পেয়ে আমার মাথা ঠিক নেই—কি লিখতে কি লিখে ফেলেছি—আমায় ক্ষমা কর!

আমার মনের অবস্থা তুমি ত বুঝতে পারছ! পত্রপাঠ চিঠি দিও প্রিয়ে—এক—দুই—তিন—চার পাতা চিঠি চাই। একটুখানি ছোট্ট চিঠিতে এতদিনের ক্ষুধা মিটবে না। তোমার প্রেমের কথা—তোমার মধুমাখা প্রিয়তম সম্ভাষণ শোনার জন্য তৃষিত চাতকের মত হ'য়ে আছি—আর যে পারি না প্রাণেশ্বরী!

কবে আবার তোমায় দু'বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে বুকের মাঝে নিয়ে অজস্র চুমায় তোমার মুখখানি রাঙিয়ে তুলব! আশায় রইলাম. নিরাশ করোনা দেবী! ইতি

বোনাপার্ট

আর একদিন ২৭শে নভেম্বর ১৭৯৬, কোন পর্ব উপলক্ষে জেনোয়ায় গিয়েছিলেন যোসেফাইন্ তখন সম্রাট এসেছিলেন মিলানে (Milan) তাঁর বাড়িতে—কিন্তু প্রেমিকার দেখা না পেয়ে ব্যথিত হৃদয়ে লিখলেন—

ওগো, মিলানে পৌঁছেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম কিন্তু হায় চির অভাগা আমি—দেবীর দর্শন পাওয়া আমার ভাগ্যে হ'ল না। আকুল কম্পিত আগ্রহে দুহাতে তোমায় জড়িয়ে ধরতে চাই—পাই না! বেচারা নোপোলিয়নের কথা যদি একবারও ভাবতে তা' হ'লে এমন করে কখনই তার আসবার আগে তুমি চলে যেতে না! বল কেন তুমি এমন হলে?

আমায় কি বল! বিপদ নিয়ে আমাদের খেলা। মরণ ত আমাদের বন্ধু—জীবনের দুঃখ শোকের অবসান কেমন করে করতে হয় তা'ত আমি জানি।

রাত্রি ৯টা পর্যন্ত তোমার আশায় থাক্‌ব। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তবে হয়ত দেখা পাব।

দেবী, তুমি সুখী হও—তোমার জন্য সুখের সৃষ্টি! সারা বিশ্ব তোমাকে আনন্দ দান করবার জন্য তোমার আদেশের অপেক্ষা করছে কিন্তু হায় চির অভাগা আমি একা, এ বিশ্বে নিতান্ত একা।

তোমার হতভাগ্য স্বামী

সম্রাট নেপোলিয়ন আর এক পত্রে লিখছেন সাম্রাজ্ঞী যোসেফাইনকে

মহারাণী! সম্রাজ্ঞী,

স্ট্রাস্‌বুর্গ থেকে চলে যাবার পর আর তোমার কোন পত্র পাইনি। তুমি বাডেন, ষ্টাটগার্ট, মিউনিক সফর করে চলে গেছ—তুমি আমাকে

এক খানাও চিঠি দাওনি। সেটা কি তোমার ঠিক হয়েছে? আমার প্রতি এই কি তোমার সুবিচার? আমি এখনও বনে (baunn) আছি। রাশিয়ানরা চলে গেছে—তাদের সঙ্গে সন্ধি হ'য়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই ঠিক করব—আমার ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা কি!

আমার অভিবাদন গ্রহণ কর—

নেপোলিয়ন

নেপোলিয়নের আর একখানি পত্র—

পোর্ট মরিস্
৩. ৪. ১৭৯৬

তোমার সব চিঠিই পেয়েছি—কিন্তু তোমার শেষ চিঠিখানি পড়ে যে ব্যাথা পেয়েছি তা আর এ সামান্য পত্রে কি জানাব? ওগো প্রিয়তমে, লেখবার সময় কি একটুও ভাব না যে কি লিখ্‌ছ? আমার মনের অবস্থা কি তোমার অজানা? তুমি আমাকে এমন দুঃখের পর দুঃখ দিচ্ছ? ব্যাথার উপর ব্যাথা জমে উঠছে, আমার আত্মাকে একেবারে চেপে পেষে মেরে ফেল্‌তে কি তোমার কিছু মাত্র কষ্ট হয় না!—তোমার ভাব ও ভাষা এত জ্বালাময়ী যে তাতে মনে হয় আমার এই শুষ্ক হৃদয় নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

আমার একমাত্র প্রিয়তমা যোসেফাইনের বিরহে আমার আনন্দ চিরতরে বিদায় নিয়েছে—জগৎ আমার কাছে মরুভূমি—মনে হচ্ছে আমি সেই মরুভূমিতে একা—ধূ ধূ কচ্ছে বালুকণা, একবিন্দু জল নেই—একটা কীট পতঙ্গ পর্যন্ত নেই! তুমি হরণ করে নিয়েছ আমার হৃদয়—শুধু কি তাই,—আমার মনের সমস্ত চিন্তা আজ তোমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের ওপর ধিক্কার

আসে—মনে হয় এ জন্মই বৃথা! কেন এমন হয় জান? শুধু বিরহ—প্রিয়বিচ্ছেদ আমায় পাগল করে দিয়েছে। আমার হৃদয় জয় করবার এ কৌশল তুমি কোথা থেকে শিখেছ—কোথায় পেয়েছ এ বশীকরণ শক্তি যাতে আমার সমস্ত সত্তাকে লুপ্ত করে দিয়েছ? আমায় এমন করেছ যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের ওপর আর কিছু লেখা থাকবে না—লোকে শুধু লিখে রাখবে—

"যোসেফাইনের জন্যই এ বেঁচে ছিল"

তোমার সঙ্গ পাবার জন্য একি দুর্ব্বার আকাঙ্খা! তোমার সান্নিধ্য পাবার আমার চেষ্টার অন্ত নেই! প্রাণ যায় তবু তোমায় পাই না! আমি কি উন্মাদ হয়েছি? কিছু বুঝতে পারছি না! তোমার কাছ থেকে কত দূরে—বহুদূরে আছি একথা ভাবতেও যেন শরীর শিউরে উঠছে! তোমার আমার মধ্যে আজও কত দেশ—কত নদ-নদী গিরির ব্যবধান! জানিনা এ পত্র তোমার হাতে যখন পড়বে তখন আর আমার দেহে প্রাণ থাকবে কি না! এ পাগলের প্রলাপ যখন শুনবে (পড়বে) তখন হয়ত বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে আমার অস্তিত্ব পৃথিবী হ'তে লুপ্ত হ'য়ে যাবে!

একদিন ছিল যেদিন নেপোলিয়ন মৃত্যুকে ভয় করত না, সে দম্ভ আজ তার চূর্ণ হ'য়ে গেছে। একদিন যে নেপোলিয়ন বিপদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ত সম্পদ আহরণ করবার জন্য, আজ সে নেপোলিয়ান দুর্ভাগ্যের কল্পনায় ভীত সন্ত্রস্ত। হায় প্রিয়ে, তুমিই যে একমাত্র কারণ! অসুখ কাকে বলে জানতাম না—কা'রো রোগ হতে পারে আমার ধারণার অতীত ছিল কিন্তু আজ প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হয়—'আমার যোসেফাইন বুঝি অসুস্থ হয়েছে'—এচিন্তা আমার সকল সুখ হরণ করেছে।

তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু ভেবো না! তুমি শুধু আমায় ভালবেসো—তোমায় আর কিছু করতে হবে না! তুমি তোমার নিজেকে যেমন ভালবাস আমাকেও তেমনি ভালবেসো প্রিয়ে!

কত কি লিখ্‌লাম! যদি মনে ব্যথা দিয়ে থাকি আমায় ক্ষমা করো! পাগলের প্রলাপ শুনে তোমার কি রাগ করা উচিত!

রাত্রি গভীর! একলাই আমার রাত কাটবে! কত রাত এই ভাবে কেটে যাবে কে জানে? কল্পনায় তোমায় বাহু-বন্ধনে রেখে কত নিশা এই ভাবে চলে যাবে! হায়—আমার মত অভাগা কে আর আছে!

আবার কত রাত্রে স্বপ্নে তোমার সঙ্গ লাভ করব—আহা সে সুখস্বপ্ন কি মধুর—সে চিন্তাও স্বর্গ! তুমি আমার সেই স্বর্গের দেবী! বিদায়।

নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন কর্তৃক পরিত্যক্তা হইবার পর সাম্রাজ্ঞী যোসেফাইন লিখেছিলেন—

নাভারা, এপ্রিল, ১৮১০

আমাকে যে ভোলোনি তার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ। এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম—অনেক ক্ষণ ধরে পড়লাম—এক একটি কথা পড়ি আর কাঁদি—চোখের জলে ভিজিয়ে দিই সব চিঠিখানা। তবু—তবু এ-পত্র কত মধুর! আবেগেই মানুষের জীবন—এক একটি অনুভব আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

আমার ১৯ তারিখের চিঠি যে তুমি পাওনি তার জন্য আমি দুঃখিত। তাতে যে কি লিখেছিলাম তা আমার আজ মনে নেই—মনের সে আকুলতা, সে ব্যগ্রতা আজও যেন আমাকে তোলপাড় করে তুলছে। হায়—ওগো, তোমার সংবাদ না পেলে আমার যে কি অবস্থা হয় তা আর কি বলব!

ম্যাল্‌মেসন্‌ থেকে চলে আসবার পরই তোমায় পত্র দিয়েছিলাম—তার পরথেকে কতবার মনে হয়েছে তোমায় পত্র দিই—তোমার খবর নি' কিন্তু পারিনি পাছে তোমার মনে কষ্ট দি'। তোমার নীরবতার কারণ আমি জানি—আর জানি বলেই ত তোমায় লিখি নি' কোন চিঠি ভয়ে, পাছে আমার ধৃষ্টতায় তুমি মনে ব্যথা পাও! আমার যে কি বেদনা! তোমার চিঠিই আমার সে বেদনার প্রলেপ!

তুমি সুখী হও! কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি মানুষ যতখানি সুখী হতে পারে ততখানি সুখী হও। আমার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু সুখই ত তুমি আমায় দিয়েছ;—তোমার চিঠি পেয়েছি—এই আমার যথেষ্ট! তোমার মনের কোণে আমাকে যে একটু ঠাঁই দিয়েছ—আজও যে আমায় ভোলিনি—তাতেই আমার তৃপ্তি। বিদায়—আজ বিদায় বন্ধু—তুমি আমার বড় আদরের, চিরদিন যেন তোমায় ভালবাসতে পারি।

যোসেফাইন

——

নেপোলিয়ন ও ওয়ালেঅস্কা

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পোলাণ্ডবাসী কোন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের রূপবতী ও তরুণী ভার্যা ওয়ালেঅস্কার সঙ্গে সম্রাট নেপোলিয়নের প্রথম দর্শনেই প্রেম—সম্রাট হলেন প্রেমের পূজারী—সে পূজার প্রথম মন্ত্র—

"বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে দেখলাম শুধু তোমাকে—সুন্দর! অতি সুন্দরী! আর কিছু চাই না—চাই তোমাকে। শীঘ্র উত্তর দাও—নেপোলিয়নের তৃষিত হৃদয় শান্ত কর!"

সে পত্রের কোন উত্তর না পেয়ে অধৈর্য্য সম্রাট আবার লিখলেন—

সুপ্রিয়াসু—আমার উপর রাগ করলে? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত—রাগ তুমি মোটেই করনি। কি জানি, তবে কি আমারই ভুল! আমাকে তুমি চাও না—কিন্তু তোমার চাওয়া যতই কমছে আমার চাওয়া ততই বেড়ে চলেছে। আমার শান্তি তুমি কেড়ে নিয়েছ—নিয়েছ আমার আনন্দ! ওগো দাও, এককণা অনন্দ আমায় দাও। তোমাকে ভাল বাসতে দাও—দাও সুখ,—দাও তোমার সৌন্দর্যের জয়গান করবার একটু সুযোগ! এতই হতভাগ্য আমি! ছোট্ট একটু উত্তর পাবার আশাও কি দুরাশা? দুখানা চিঠির একখানারও কি উত্তর দেবে না সুন্দরী!"

কিন্তু উত্তরে আসে না—সম্রাট আবার লেখেন—

সুন্দরী! না-পাওয়ার বেদনায় জর্জরিত আমার মন। প্রতিটি মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বলে মনে হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয় আর যে বহিতে

পারি না। ওগো দেবী, তোমার চরণে আজ আমি নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। মরুভূমির তৃষ্ণা আজ আমার বুকে, এ তৃষ্ণা নিবারণ করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। কিসের বাধা? কেন, কেন এ ব্যবধান? তুমি কি এ ব্যবধান দূর করতে পার না? হাঁ পার—একমাত্র তুমিই পার; এস রাণী, আমার কাছে এস! তোমার বাসনা পূর্ণ করতে সম্রাট নেপোলিয়ন কি না করতে পারে? রাজ্য—ঐশ্বর্য যশ মান সব নাও—দাও শুধু তোমার এক কণা করুণা
—তোমার প্রেমই আমার সাধনা।

ওয়ালেঅসকার প্রতি নেপোলিয়নের শেষ পত্র—

রাণী, আমার বুকের রাণী। তুমি জাগ্রতে চিন্তা নিদ্রায় স্বপ্ন—আমার সব আশা সকল সাধনা। আর কি আসবে না? আবার এসো প্রিয়তমে!

তুমি ত কথা দিয়েছ যে আবার আসবে। যদি না আস আমি যাব—দেখবে নিশ্চয় যাব। এই চিঠিই তোমার কাছে দূত পাঠালাম, একেই কেন্দ্র ক'রে আমাদের প্রেম অটুট হোক্। এ স্বপ্ন যেন না ভাঙ্গে। ভালবাসার কাঙ্গাল আমি সুন্দরী! শুধু এইটুকু করো যেন তোমার প্রেম হ'তে বঞ্চিত না হই।

নেপোলিয়ন

বালজাক

Honore De Balzac (1799—1850)

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্যারিতে কয়েক বৎসর নিদারুণ দুঃখদুর্দশায় অতিবাহিত করার পর মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে অমর খ্যাতি অর্জন করেন। সমকালীন জীবনের নিখুঁত ও অনবদ্য চিত্রাঙ্কণে এবং মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষনে তাঁর দোসর নেই বললেই চলে। পোলিশ মহিলা কাউণ্টেস হান্স্কার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ছিল দীর্ঘকালের। অবশেষে তিনি তাঁকে বিবাহ করেন, কিন্তু মধুযামিনী যাপনের তিনমাসে বাদেই বালজাকের মৃত্যু হয়। মনে হয় আজীবন ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত ছিল তাঁর জীবন; অসামান্য পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই ঋণ লাঘব করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

কাউণ্টেস হান্স্কাকে লিখিত তাঁর পত্র—

২১শে অক্টোবর, ১৮৪৩

আগামী কাল আমি চলে যাচ্ছি; যাওয়ার আগে এই চিঠিখানা আমাকে শেষ করতেই হবে, কারণ ওটা আমাকেই ডাকে দিতে হবে। আমার মাথাটা যেন একটা শুন্য লাউয়ের মত, মনের অবস্থা এমন অস্থির যে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না। যদি 'প্যারি'তেও এই অবস্থা হয় তো আমাকে ফিরে আসতে হবে। আমার সব অনুভব যেন মৃত; জীবনে আমার ইচ্ছা নেই, আমার বিন্দুমাত্র শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই; মনে হয়, আমার যেন আর কোন ইচ্ছা-শক্তি নেই। মেয়েন্স থেকে আমি পুনরায় তোমাকে পত্র

লিখব, অবশ্য যদি আমার অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। ইত্যবসরে ফঁতেনেলের মত আমি আমার অবস্থাটা আঁকতে পারি—সেটা হলো, অস্তিত্বের অসুবিধা। তোমাকে ছেড়ে আসার পর থেকে আমি হাসিনি।

বিদায়, আমার হৃদয়ের মণি, বিদায়। তুমি ধন্য, শত সহস্র বার তুমি ধন্য। হয়ত এমন সময় আসবে যখন আমি তোমাকে বলতে পারব, কি চিন্তা আমাকে ছিন্নভিন্ন করেছে। আজ শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, তোমাকে আমি এতো ভালবাসি যে সুস্থির থাকা আমার অসাধ্য ; এই আগষ্ট সেপ্টেম্বরের পর আমার মনে হয় আমি শুধু তোমার সান্নিধ্যেই দিনযাপন বরতে পারব। কারণ, তোমার অনুপস্থিতিই আমার মৃত্যু। আঃ, ট্রয়স্কের সেতুর কোণে অমন মনোরম করে সাজানো বাগানটিতে তোমার সঙ্গে গল্প করতে ও বেড়াতে আমার কী আনন্দ ; যদিও সেখানে এখন ঝাঁটা ছাড়া আর কিছুই নেই, তবু একদিন সেখানে শ্যামল বৃক্ষরাজি শোভা পাবে এই কল্পনায় আমরা সেখানে বেড়াতে পারি। আমার নিকট ঐটি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা মনোরম উদ্যান, মানে, অবশ্য যখন তুমি তাতে শোভা পাও। এমন সব মুহূর্ত আসে যখন তোমাকে ঘিরে-থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিষগুলোও আমি পরিস্কার দেখতে পাই; কালো লেসের ঝালরপরা কুশন বা গদীতে হেলান দিয়ে তুমি বিশ্রাম করো তা মানসচক্ষে আমি দেখতে পাই, আর তার ফুলগুলো আমি গুণতে থাকি। এভাবে সেই অতীতে ফিরে যাওয়ার কী শক্তি আর কী আনন্দ, সেই অতীত নতুন ভাবে হৃদয়ে ধরা দেয়। সেই সব মুহূর্ত যে জীবন থেকেও অধিক ; কারণ, ঐ ক্ষণে বাস্তব অস্তিত্ব থেকে ছিন্ন একটি সমগ্র জীবনকে সে লালন করেছে। অতীতের আনন্দের দিনে যে সব দ্রব্য কদাচ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, তাদের চিন্তায় ও স্মরণে কী অপার আনন্দ, কী মাধুর্য আর কী শক্তি। এই অনুভূতিতে আমার কী যে সুখ কি বলবো!

বিদায়! আমি এই চিঠিখানা ডাকে দিতে চলেছি। তোমার শিশুসন্তানটিকে আমার সহস্র আদর সোহাগ, লিয়েৎ কে আমার নমস্কার ও প্রীতি, আর তোমার জন্য আমার হৃদয়ের সর্বস্ব, আমার আত্মা আমার মস্তিষ্ক।

(চিঠি ডাকে ফেলতে যেতে যেতে) তুমি যদি জানতে ঐ বাক্সে এমনি একটি মোড়ক ফেলার সময় কী এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে!

এই পত্রগুলোর সঙ্গে আমার হৃদয় তোমার কাছে উড়ে যায়; প্রমত্তের ন্যায় আমি ওদের কানে কানে অজস্র কথা বলি; প্রমত্তের ন্যায় আমি ভাবি মনে—ওরা আমার কথাগুলো তোমার কানে কানে গিয়ে বলবে; আমি ভাবতে পারি না, কি করে মাত্র এগার দিনে আমার অস্তিত্বের বীজভরা এই পত্রগুলো তোমার হাতে পৌঁছাবে, আর কেনই বা আমি এখানেই পড়ে আছি!

আর—হ্যাঁ, কাছের-দূরের আমার হৃদয়ের মণি, নিজেকে যেমন করে ভাব তেমনি ভেবো আমাকে। তোমার প্রাণ যেমন তোমার দেহকে ছেড়ে যাবে না, তেমনি আমি বা আমার প্রেমও তোমাকে নিরাশ করবে না। আমার মরমের দোসর, আমার বয়সের কোনো লোক জীবন সম্পর্কে যখন কোনো কথা বলে, তখন তাকে বিশ্বাস করতে পারো। বিশ্বাস করো, তোমার জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন আমার নেই। আমার কথা ফুরলো। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে গ্রাস করে, আমি চলে যাব সেথায় যেথায় কোনো লোক নেই প্রাণী নেই, সেখানে অজানা অচেনায় আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দেব। বিশ্বাস করো, একথা শূন্যগর্ভ নয়। কোনো নারীর চরম সুখ যদি এই অনুভবে যে, সে কোনো এক হৃদয়ের একক অধিশ্বরী, অবিচ্ছেদ্যভাবে সে ভরে রয়েছে সেই হৃদয়, সেই পুরুষের হৃদয়ে তার প্রজ্ঞার আলোরূপে জ্বলে ওঠায় তার শোনিতে, হৃদয়-স্পন্দনে, চিন্তায় চিন্তারই বিষয়রূপে বিরাজিত থাকায়, আর এই নিশ্চিতবিশ্বাসে যে চিরকাল চিরকালই

অপরিবর্তনীয় থাকবে ; তবে, আমার হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী, তুমি নিজেকে সুখী বলে গণ্য করতে পার, হ্যাঁ, সুখী তুমি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমারই থাকব, তোমারই। যা মানবিক তাতে একদা আমরা বীতস্পৃহ হতে পারি, কিন্তু যা স্বর্গীয় তাতে আমাদের বীতরাগ নেই। তোমাতে আমার কি আনন্দ একমাত্র স্বর্গীয় শব্দটিই তা বলতে পারে। এইমাত্র আমি যে চিঠিখানা পাঠ করেছি, তাতে যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছি তদ্রুপ আনন্দ জীবনে আর কোনো চিঠি থেকেই পাইনি।........

ফ্লবেয়া

GUSTAVE FLAUBERT (1821—80)

ফ্লবেয়া ছিলেন ফ্রান্সে 'ন্যাচারালিজম্'-এর জনক, যার পরিপূর্ণ ফসল আমরা দেখতে পাই 'জোলা'র উপন্যাসে। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় গভীর অধ্যবসায় ও কঠোর নিষ্ঠার পরিচয় ; পাতায় পাতায় তার স্বাক্ষর। তাঁর জীবন-দর্শনে কিছুটা ব্যঙ্গের সুর। লুইসা কলেৎ নাম্নী একজন লেখিকার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁকে উদ্দেশ করেই তাঁর বিপুলসংখ্যক প্রেম-পত্র রচিত। কিন্তু ফ্লবেয়া স্বয়ং ছিলেন মৃগী রোগাক্রান্ত। লুইসা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন, এবং তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর যবনিকাপাত হয়।

বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা

হ্যাঁ, আমি জানি তুমি কোনোদিন আমাকে ভালবাসনি, আমাকে জানো কি কখনও ; একথা লেখায় হয়ত আমি এমন কিছু স্বীকার করছি যাতে তুমি আনন্দিত হবে। আমার মা যদি আমাকে ভাল

না বাসতেন, যদি আমি তাঁকে বা পৃথিবীর অন্য কোনো লোককে কখনও ভাল না বাসতাম তাহলে কি আনন্দের হতো ; আজ আমার মন বলে, আমার হৃদয়-নিসৃত কোনো অনুভব যদি কাউকে স্পর্শ না করত অথবা অপরের হৃদয় নিসৃত কোনো অনুভব যদি কখনও আমাকে চঞ্চল না করত ! যতই মানুষ বাঁচে, ততই তার যন্ত্রণা আর ক্রন্দন। এই অস্তিত্বের বোঝা বইবার জন্য সৃষ্টির আদি থেকেই কি মানুষ স্বপ্ন-কল্পনার জগৎ আর আফিম আর তামাক আর কড়া পানীয়ের সৃষ্টি করে নি ? যিনি ক্লরোফর্ম আবিষ্কার করেছিলেন তিনি নিশ্চয়ই ধন্য। ডাক্তাররা বলেন, মানুষ এতে মারা যেতে পারে, কিন্তু তাতে কি যায় আসে ? আসল কথা কি, জীবনের সহিত এবং জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট সব জিনিসের প্রতি তোমার ঘৃণা প্রবল নয়। তুমি যদি আমার দেহের অণুপরমাণুতে মিশে থাকতে তাহলে হয়তো তুমি আমাকে আরেকটু ভাল বুঝতে পারতে ; আর, তাহলে আমার মনে হয়, আজ যেখানে দেখতে পাচ্ছ কাঠিন্য সেখানে দেখতে পেতে কোমলতার উদারতার করুণার এক হ্রদ। আমার কথা ভেবে অথবা আমাকে ভালবেসেই কেবল তুমি বলতে পার আমি মন্দ বা আত্মম্ভরি। কিন্তু, আমার নিজের প্রশংসায় যদি ক্ষুণ্ণ না হও তো বলি, আমি অন্যের চাইতে বেশি মন্দ বা আত্মম্ভরি নই, সম্ভবত অনেক কম। অন্তত, আমার সম্পর্কে এইটুকু তুমি স্বীকার করবে যে আমি সহৃদয়। আমি যা বলি তা থেকে গভীর আমার অনুভব, কারণ আমার গদ্যরীতি থেকে সমস্ত অতিশয়তা আমি বর্জন করেছি !

কোনো মানুষের পক্ষেই আপন সীমায় ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। আমার মত যে লোক অতিরিক্ত নিঃসঙ্গতায় বুড়িয়ে গেছে, সংজ্ঞালোপ পাওয়ার মত যার বিপন্নতাবোধ, অবদমিত কামনার পীড়নে যে পীড়িত, অন্তরে বাহিরে যে সংশয়বাদী—এই লোককে তোমার ভালবাসবার কথা নয়। আমার যেমন সাধ্য তেমন আমি তোমাকে ভালবাসি, নিশ্চয়ই তা আশানুরূপ নয় বরং মন্দই

—আমি জানি, সব জানি আমি। হে ঈশ্বর, এ অপরাধ কার? অপরাধ নিয়তির—সেই প্রাচীন অনিবার্যতার, মুখে যার বিদ্রুপের হাসি, যা বস্তুনিচয়কে একত্রিত করে সর্বাধিক ঐক্যের আশায়, কিন্তু পরিণামে ঐক্যের বদলে দেখা দেয় বিরোধ, প্রীতির বদলে বৈরিতা।

জীবনকে অন্য কোনো উচ্চ মার্গ থেকে দেখ, কোনো মিনারে আরোহণ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে অন্য কিছু নয়, তোমাকে ঘিরে চতুর্দিকে বিরাজিত অনন্ত নীল আকাশ। যদি নীল না হয় তো হবে কুয়াশাচ্ছন্ন; যদি সব কিছু বিলীন হয়ে যায় এক নিস্পন্দ বাষ্পে তো এর কি যায় আসে? কোনো নারীর এসব কথা শিখতে হলে তাকে অন্তরে সম্ভ্রম করতে হয়।

আমি নিজেকে যন্ত্রণাদগ্ধ করি ছিন্নভিন্ন করি; আমার উপন্যাস আর এগুতে চায় না। আমার সাহিত্য-রীতির কিছু অতিশয়তা আছে, আর যথাসময়ে যথার্থ শব্দ না এসে আমাকে উত্যক্ত করে। এমনি করে একটি গোটা দিন আমি ব্যয় করেছি: উন্মুক্ত জানালা, নদীতে সূর্যের সোনালী বর্ণের সমারোহ, আর পৃথিবীতে প্রগাঢ় শান্তি; এক পৃষ্ঠা লিখেছি আর গোটা তিনেক পৃষ্ঠা ছকে রেখেছি। পক্ষকালের মধ্যেই আমি ভয়ঙ্করভাবে কাজে ডুবে যাব বলে আশা করছি, কিন্তু যে রঙের সমুদ্রে আমি ডুব দিতে চাই তা এমন অভিনব যে অবাক বিস্ময়ে আমি নিমগ্ন হয়ে থাকি শুধু।

আগামী মাসের মাঝামাঝি আমি প্যারিতে যাব, দু'তিন দিন সেখানে থাকব। কাজ করে যাও একটু স্মরণে নিও আমাকে, খুব গম্ভীর ভাবে অবশ্য নয়; আর যদি তোমার স্মরণে আমার মূর্তি ভেসে আসে তো তা মধুর স্মরণগুলো বহন করুক শুধু। সব দুঃখ সত্ত্বেও মানুষকে হাসতেই হবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ দীর্ঘজীবী হোক।

ফ্লবেয়া

(1) Sir Walter Scott
১। স্যার ওয়ালটার স্কট
(2) Marry Wollstonecraft Godwine
২। ম্যারি উলষ্টনক্র্যাফট্ গডুইন
(3) Keats
৩। কীটস্
(4) The Rt. Hon. Lord Byron
৪। লর্ড বাইরণ

(1)
(2)
(3)

(1) Bismarck
১। বিসমার্ক

(2) Marie Bashkirtseff
২। ম্যারি ব্যাশকারসেফ

(3) Swift
৩। সুইফ্‌ট

দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ও সোফিয়া

১৮১১—১৮৩২

সম্রাট নেপোলিয়ন ও মেরী লুইয়ের পুত্র এবং রোমের নামমাত্র সম্রাট দ্বিতীয় নেপোলিয়নের সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকাংশই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অতিবাহিত বলিলেই হয়। প্রতিপদে তাঁর জীবনের গতি ব্যাহত, তথাপি অতিক্ষুদ্র দুই একটি ঘটনায় নেপোলিয়ন-পুত্রের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী সোফিয়ার নিকট লিখিত একখানা পত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল।

প্রিয়তমে সোফিয়া

তুমি আমাকে বলেছিল "তোমার কাছে প্রেম উচ্চাশার বহিরাবরণ মাত্র"। একথা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি—আমার অন্তরের অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছি—নিজকে নিজে বিচার করেছি, বুঝছি যে—তা সম্ভব হ'তে পারে। তার ফলে হয়েছে যে আমি অগ্র-পশ্চাৎ কিছু না ভেবে তোমায় ভালবাসি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য এর পশ্চাতে নাই—এক কথায় বলতে কি—আমি তোমায় ভালবাসার জন্যই ভালবাসি।

তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাই তোমায় ভালবাসতে শিখিয়েছে। লোকে যা'ই করুক না, যা'ই বলুক না, আমার মনে হয় আমি তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। জগতের কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে—হয় আমি উঠব না হয় আমি পড়ব।

সূর্যের কিরণ যখন সব জিনিসের উপর সমানভাবে পড়ে তখন সব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাদের সমান বিকাশ হয়; কিন্তু অতসী কাচের ভিতর কেন্দ্র হ'য়ে একটির ওপর পড়লেই তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তখন আর সূর্যকিরণ থাকে না, তখন তা আগুনে পরিণত হয়।

আমার পক্ষেও তাই—আমার অন্তরের বৃত্তিগুলি যদি সবই পূর্ণ বিকাশ লাভ করত তাহলে কেবল প্রেমই এত প্রবল হত না। সবই প্রেমে কেন্দ্রগত হয়েছে বলে প্রেম আজ দুর্নিবার। কিন্তু এর মধ্যে আছে একটা পবিত্রতা। স্নেহ মমতা বন্ধুত্ব যৌবনে আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল—শিখেছিল আমার স্বদেশকে ভালবাসতে—তা সবই মিলে এক পবিত্র প্রেম গড়ে তুলেছে। একে কি তুমি দুর্বলতা বলতে পার ?

তুমিই আমায় আদর দিয়ে নষ্ট করেছে। আমি ঠিক জানি, আমি তোমায় যেমন ভালবাসি এমন আর কেউ বাসে না—কারণ কেউ তোমায় বুঝতে পারে না যেমন আমি পারি, আর এও জানি তুমি ছাড়া কেউ আমায় বুঝতে পারে না।

সকলকে ভালবাসার অধিকার তোমার আছে সে তো তোমার কর্ত্তব্য, তোমার কেন সকলেরই উচিত পরস্পরকে ভালবাসা কিন্তু অন্তরের সহিত অন্তরের মিল সেতো শুধু তোমায় আমায় সম্ভব হ'য়ে উঠেছে। আমার অন্তর তোমার অন্তরের সঙ্গে মিশে সুন্দর হ'য়ে উঠেছে--যেমন নারীর নগ্ন বক্ষে গোলাপ নিজেকে আরও সুন্দর ও ধন্য করে তোলে।

আমার বুক তোমার বুকে মিশে সুন্দর ও সার্থক হ'য়ে উঠেছে প্রিয়তমে !

ম্যাডাম্ দু বেরী

MADAME DU BARRY (1741–1793)

ম্যাডাম দু বেরীর জীবন বিচিত্রময়। ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন তাঁর জীবনেতিহাসকে বিশিষ্ট আসন দিয়েছে। তাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য বিখ্যাত ফরাসী ধনী জন দু বেরীর হৃদয় জয় করেছিল এবং তাঁকে বিয়ে করে ম্যাডাম বেরী অবশেষে পঞ্চদশ লুইএর মহিষী হইবার সোপান রচনা করেছিলেন। ফরাসী সম্রাটের উপর তাঁর প্রভাব জগদ্বিখ্যাত এবং ফরাসী বিদ্রোহের সময় সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি যে ইংলণ্ডে পলায়ন করেন ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই তা' অবিদিত নয়। অবশেষে বিদ্রোহীদের দ্বারা এই নারী যে কারারুদ্ধ ও নিহিত হন সে কথাও কা'রো অজানা নেই—ইহাই বিধিলিপি!

এই কাউন্টেস্ দু বেরী তাঁর প্রথম জীবনের এক প্রণয়ী ম'সিয়ে দুভালকে লিখেছিলেন :—

মে, ১৭৬৯

বন্ধু, আমি তোমায় পূর্ব্বেও বলেছি আবার বল্‌ছি আমি তোমায় ভালবাসি। তুমিও এই কথাই বল বটে কিন্তু তোমার পক্ষে তা ধৃষ্টতা। প্রকৃতপক্ষে প্রথম মিলনের পর তুমি আর আমার কথা ভাববে না—আমাকে চাইবে না। আমি জানি, জগতকে আমি চিনতে শিখেছি—সুতরাং যা-বলি মন দিয়ে শোন। আমি পণ্যা স্ত্রী হ'য়ে (কারও দাসী হয়ে) থাকতে চাইনা। আমি চাই গৃহকর্ত্রী হতে —সেই জন্য চাই এমন একজন পুরুষকে যে আমার ভরণ পোষণের ভার নিতে পারবে। আমি যদি তোমায় না ভালবাসি তা হ'লে তোমার কাছ থেকে আমি চাইব শুধু অর্থ, বলব—আমার জন্য আলাদা একটি ঘর ভাড়া কর, আসবাব পত্র কিনে আন, তা যদি না হয়—

যদি তুমি নেহাত বল সে-ক্ষমতা তোমার নেই, তাহলে আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চল! তাতে তোমার আলাদা ঘর ভাড়া করবার জন্য বেশী খরচ হবে না—তোমার নিজের থাকা খাওয়ার খরচের সঙ্গেই তা হ'য়ে যাবে, খালি আমার সাজ পোষাকের জন্য যা একটু বেশী লাগবে, তার জন্য না হয় আমার হাতে মাসে দশ পাউণ্ড দিলেই হবে—তাতেই আমার সব হয়ে যাবে। তাতে তুমি ও আমি দু'জনেই বেশ সুখে থাকতে পারব—তুমিও তখন আর বলতে পারবে না যে তোমার প্রেম আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। কি—ঠিক বলছি কি না? যদি আমায় ভালবাস—যদি একান্তই আমাকে চাও তবে আমার প্রস্তাব মত ব্যবস্থা কর—আর তা যদি না কর—তবে এস যে যার পথ দেখি। অচ্ছা—আসি, তবে বিদায় —আমার আন্তরিক আলিঙ্গন নিও।

মোপাসঁা

GUY-DE MAUPASSANT (1850—1893)

মোপাসাঁর পরিচয় অনাবশ্যক। উনবিংশশতকে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় বিশ্বসাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেহ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃত প্রেমপত্র তাঁর কিছু নাই। মিস হেস্‌টিংস্‌ (Miss Hastings) এই ছদ্মনামে পরিচিতা কোন ফরাসী রমণী মোপাসাঁর প্রেমমুগ্ধ হন—প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে তিনি সময়ে সময়ে মোপাসাঁকে পত্র লিখতেন—মোপাসাঁও তাঁর উত্তর দিতেন কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কোনদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। রাত্রিতে চক্রবাক দম্পতির মত তাঁহারা চির পৃথক, তাঁদের প্রেম প্রকৃতই রহস্যময় ও অদ্ভুত—প্রেমকে তাঁরা অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেননি, প্রেম তাহাদের কাছে যেন বাহিরে খেলার বস্তু ও সময়ক্ষেপের অভিনব পন্থা ছাড়া কিছুই নয়। একে অন্যের অচেনা তবু পরস্পর পরস্পরকে জানবার

জন্য একান্ত উৎসুক। তথাকথিত প্রণয়াস্পদ মোপাসাঁকে মিস্ হেস্টিংস্ লিখেছিলেন—[অদ্ভুত প্রেমের অভিনব পত্র]—

মসিয়েঁ (মহাশয়)

আপনার বই পড়ে অনাবিল আনন্দ পেলাম। আপনি প্রকৃতির বাস্তবতার পূজারী ; তবু মনে হয় প্রকৃতির যে কল্পলোক আছে তারও উর্দ্ধে আপনার বাস। আপনি আমাদের অন্তরে এমন ভাবের সৃষ্টি করেন যাতে মনে হয় আপনার মানসলোকের প্রত্যেকটি সৃষ্টি সজীব, তারা যেন একান্ত আমাদেরই। এই কারণেই আমরা আপনাকে ভালবাসি--নিজেরা নিজেদেরই ভালবাসি। আপনি ভাবছেন বুঝি সব ফাঁকা কথা ? মোটেই নয় ! আমি যা বলছি তার প্রতিটি অক্ষর সত্য।

কাব্যের ভাষায় বেশ অলঙ্কার দিয়ে যদি আমার মনের কথা প্রকাশ করতে পারতাম তাহলে আমার আরও আনন্দ হত—কারণ আপনার প্রশংসা করেই আমার তৃপ্তি, আমার পরম সন্তোষ। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা ত নেই, সহজ সরল ভাবে বললাম—আমায় বিশ্বাস করুন !

আপনি খুব সুন্দর, তাই দুঃখ হয় যখন ভাবি যে আপনার ওই সুন্দর মুখের কথা শুনবার মত একজনের দরকার। আপনার সুন্দর চেহারার অন্তরালে যে মন আছে সেটিও বোধহয় বেশ চমৎকার। আমার ধারণা নিশ্চই ভুল নয়, কি বলেন ? কিম্বা—হয়ত এই দীর্ঘ এক বৎসর ধরে অপনার সঙ্গে পত্রের আদান প্রদান করে আপনার প্রতি যেন আমার ভালবাসা জন্মে গেছে আর সেইজন্যই বোধ হয় আপনার সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা হয়েছে। হয়ত এতটা হওয়া উচিত হয়নি !

দিনকতক আগে হঠাৎ একদিন শুনলাম যে আপনার একজন গুণগ্রাহি (গুণমুগ্ধা ?) জুটেছেন, আর আপনিও নাকি তাঁর ঠিকানা

জানাতে চেয়েছেন। শুনে আমার হিংসা হল—সঙ্গে সঙ্গে আপনার সাহিত্যিক প্রতিভা ও গুণের কথা আমার মনকে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করল। কিন্তু হায়! আমিই বা কোথায় আর আপনিই বা কোথায়!

তবু শুনে রাখুন—আমি যে কে ত' কোনদিনই জানতে পারবেন না, আর আমিও আপনাকে পা'বার জন্য মোটেই লালায়িত নই। আপনাকে শুধু একবার চোখের দেখা—তাও আমি পছন্দ করিনা! আমি শুধু জানি যে আপনি যুবক এবং এখনও অবিবাহিত—এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; যতদিন বাঁচব এর বেশী আর জিজ্ঞাসা আমার নেই। কল্পনা করুন আপনিও—আমি যুবতী ও সুন্দরী, তাতেই আপনার কাজ হবে—আমায় চিঠি লেখবার সময় উৎসাহ পাবেন। আমার যৌবন ও সৌন্দর্যের কল্পনাই আপনাকে শক্তি জোগাবে—পত্রের উত্তর দেবার আগ্রহ হবে!

মোপাসা তার উত্তর দিলেন—

ভদ্রে,

আপনি আমার প্রতি যে অনুকম্পা দেখিয়েছেন—যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার জন্য প্রথমেই আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, কিন্তু আপনি যা' আশা করেছেন আমার পত্রে বোধহয় তা' পাবেন না। আপনি আমার বিশ্বাসের পাত্রী হতে চান? কিন্তু কোন অধিকারে? আমিত আপনাকে চিনি না—মোটেই না। আপনি যখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা 'আপনার নাম, আপনার স্বভাব, প্রকৃতি যখন আমার ধরাছোঁওয়ার বাহিরে তখন কেমন করে আপনাকে সব কথা বলব! যাঁরা আমার বান্ধবী তাঁদের বলব—আপনাকে নয়। আপনাকে যদি বলি তবে কি আমার বোকামি হবে না?

মিলন যদি না হয় তবে এজাতীয় পত্রের কি মূল্য আছে? পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি যে প্রেম (অবশ্য পবিত্র প্রেমের কথাই আমি বলছি) আলাপ-গুঞ্জনের মধ্যেইত তার মাধুর্য। প্রিয়জনকে যখন কাছে না পাওয়া যায় তখনই চলে পত্রের বিনিময়। সে পত্র ত রহস্যাবৃতথাকে না। প্রিয়ের অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবি সে ওঠে লেখকের মানসচক্ষুর সামনে, তাই চলে লেখার মধ্য দিয়ে মধুর আলাপন, চলে মনের ভাব বিনিময়! কিন্তু যেখানে অদেখার ব্যবধান সেখানে কি এসব সম্ভব? যার সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় নেই, যার শারীরিক গঠন, আকৃতি, যার নাক মুখ চোখ গায়ের বর্ণ যার হাসি কান্না, যার কণ্ঠস্বর চিরদিন অচেনা অজানা তার সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া চলে কি ভদ্রে: আমার সম্বন্ধে আপনি যা হোক একটা কল্পনা করে নিয়েছেন, ভাল মন্দ তা আপনিই জানেন। যথার্থই আমি যে কি, - আপনার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কতখানি সাদৃশ্য তা জানবার আগ্রহ আপনার নেই। তা যদি থাকত তাহলে আমাদের পরস্পর দেখা না হলেও আপনি অন্ততঃ আমার কোন না কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে আমার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় শুধু আমার রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। সুতরাং আপনার এ কাল্পনিক প্রেমের অভিনয় নিছক সময় কাটাবার জন্য।

আমার দিক থেকেও একই কথা। আমিইবা আপনার সম্বন্ধে কি জানি! হতে পারেন আপনি তরুণী সুন্দরী—যাঁর কোমল হাতের স্পর্শ পেলে হয়ত আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। কিম্বা আপনি সম্পূর্ণ বিপরীত, তরুণী না হয়ে একজন প্রাচীনা বৃদ্ধা। আচ্ছা, আপনি কি তন্বী? কিম্বা মাঝামাঝি দোহারা চেহারা আপনার? এ শুধু অন্ধকারে ঢিল মারা—সবই আন্দাজ বা কল্পনার ওপর নির্ভর করা।

আমি এরকম অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে একবার বড় ঠকেছিলাম—লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হ'তে হয়েছিল। ব্যাপারটা খুলেই বলি।

—স্কুল-বোর্ডিংএর একটি তরুণীর উদ্দেশে চিঠি লেখা-লেখি চালিয়েছিলাম—আমি লিখতাম সেও তার জবাব দিত। আমার চিঠি মেয়েরা বেশ উপভোগ করত। তারপর একদিন সব বেফাঁস হয়ে গেল—জানতে পারলাম আমার মানসী প্রিয়া, যার সঙ্গে এতদিন পত্র বিনিময় হয়েছে সে মেয়েটি নিছক কল্পনা, স্কুলের কোন প্রাচীনা শিক্ষয়িত্রী, ছদ্মনামে আমাকে এতদিন নাচিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি নিজেই একদিন সে কথা আমায় বলে ফেল্লেন। বলুন দেখি কি মুস্কিলের ও হাসির ব্যাপার! সে দিন থেকে স্থির করেছি আন্দাজে আর কোন কিছু করব না অন্তত চিঠি লেখা বিষয়ে। আপনাকে চিঠি লিখতে বসলে মনে হয় আমি যেন অন্ধকারে উঁচু-নীচু পথে হেঁটে চলেছি—প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার ভয়—কি জানি কখন কোন্ গর্তে পা দিয়ে ফেল্ব! তাই সাবধানে হাতের লাঠিটা মাটিতে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে যাচ্ছি। সামনের মাটি পরীক্ষা করে নিয়ে একটি একটি করে পা বাড়াচ্ছি।

আপনি নিশ্চয় "এসেন্স" মাখেন! কি এসেন্স, কেমন গন্ধ? অচ্ছা, আপনি কি বাস্তববাদী না ভাববিলাসিনী?—রোমান্টিক? আপনার কানের গড়ন কি রকম? চোখ নীল না কালো? আচ্ছা, আপনি গান গাইতে পারেন? আপনি কি খেতে ভালবাসেন? আপনার মুখখানি কেমন? গান ভালবাসেন?

আপনি বিবাহিতা কি না আমি জানতে চাই না। যদি বিবাহিতা হন তবে বলুন "না", আর যদি আপনার সত্যই বিয়ে না হয়ে থাকে তবে বলুন "হ্যাঁ"।

আপনার হাতখানি একবার দেখি,—একটি চুমা—

মোপাসাঁ

পাব না! যদি কিছু না লিখতাম, যদি এ সব কিছু না বলতাম, তাহলে হয়ত তোমার সঙ্গে ইটালী যাবার সৌভাগ্য আমার হ'ত, আর তারই ফলে সেখানে গিয়ে তোমার সঙ্গে কত মধুযামিনী যাপন করতাম।

সত্যই আমি দুঃখী—দুঃখ ভোগ আমায় করতেই হবে—কিন্তু হায় আমার শক্তি কোথায়—?

মুসে—

বিসমার্ক ও জোহানা

PRINCE BISMARCK TO HIS BRIDE JOHANA VON PUTTKAMER 1815—98)

উনবিংশ শতকের জার্মাণীর দুর্দ্ধষ রাষ্ট্রনায়ক অটো ফন্ বিসমার্ক "আয়রণ চ্যান্সেলার" (Iron Chancellor) নামেই পরিচিত। তাঁর আকৃতি ছিল যেমন বিশাল তেমনি ছিল তাঁর জীবন কর্মময়। তাঁর মত অন্তরঙ্গ বন্ধু যেমন ছিল না তেমনি শত্রুতায়ও তিনি ছিলেন ভীষণ। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জোহানাকে তিনি বিবাহ করেন। জোহনার মত সাধ্বী স্ত্রী বিরল। স্বামীর প্রত্যেক কর্মে তিনি সহায়তা করতেন—উৎসাহ দিতেন—স্বামীর সেবা করতেন। বিসমার্কও পত্নীপ্রেমে অধীর—তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল বড় সুখের। দৃষ্টির আড়াল হলেও মনের আড়াল কেহ কোনদিনই হন নাই। স্ত্রীকে যখন চিঠি লিখতেন তখন বিসমার্ক তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি কথাটিও লিখতে ভুলতেন না। বাহিরে তিনি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, অমিত বিক্রমশালী কূটনৈতিক কঠোর-হৃদয় রাষ্ট্রপতি কিন্তু অন্তরে তিনি শিশুর মত সরল, ধর্মপ্রাণ ও একনিষ্ঠ প্রেমিক। দূরে থাকলে প্রতি সপ্তাহেই প্রিয়তমাকে পত্র না লিখে থাকতে পারতেন না, জোহানাকে তিনি একসময় লিখছেন—

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৭

জীবন-সঙ্গিনী আমার! সমস্তদিন নানা কাজের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে একত্র গল্প করবার ইচ্ছা হল, তাই কালিকলম নিয়ে বসলাম। প্রিয়তমে, মনে কর আমরা পাশাপাশি একখানি সোফায় বসে আছি, তোমার একখানি কোমল হাত তুমি আমার কাঁধে রেখেছ,—আমরা বসে বসে গল্প করছি। তোমার চিঠি কালকে আসবার কথা ছিল কিন্তু তা না এসে এলো এই সন্ধ্যা বেলায়! ভালই হল, তোমার কথা শুনবার (পড়বার) এই ত উপযুক্ত সময়! নয়কি?

ষ্টেটিনে (Stettin) বেশ দিন কাটত—কেবল খাও দাও আর বন্ধু বান্ধব নিয়ে তাস খেল। কিন্তু আমার সব সময় তা' ভাল লাগত না বলে আমি মাঝে মাঝে 'বাইবেল' পড়তাম—তাই দেখে বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় ঠাট্টা করত। দিদি প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি আমাকে ও তোমাকে যে কী ভালবাসেন তা' লিখে প্রকাশ করা যায় না। তুমি এতদিনে বোধ হয় তাঁর চিঠি পেয়েছ!

হ্যাঁ বাইবেল পড়ার কথা—! আমি একটু নির্জন পেলেই বাইবেল পড়তাম (বা এখনও পড়ি) তাই দেখে আমার আর এক বন্ধুর তো ভয় হয়ে গেল—তার ভাবনা আমি বুঝি সব ছেড়ে একেবারে ধার্মিক হয়ে যাব! তাই সে পারতপক্ষে আমায় একলা থাকতে দিত না, সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকত। তার ভাবটা যেন আমার অসুখ করেছে, আর সে দিন রাত আমাকে ব্যাধি মুক্ত করবার আশায় বসে বসে আমার সেবা করছে, সে যেন আমায় হারিয়েছে তাই ফিরে পাবার জন্য তার চেষ্টা ও যত্নের যেন অন্ত নেই।

আজ সারাদিন অবিশ্রাম তুষারপাত হয়েছে—সমস্ত দেশ সাদা হয়ে গেছে. কিন্তু "ব্রানডেনবার্গ" এ এসে দেখি কিছুই নেই। বাতাসে

কন্‌কনে ভাব নেই—মাঠে চাষীরা সব লাঙ্গল দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বসন্ত এসে গেল, আজ বুঝি আমার বিরহের হবে অবসান! আজ আর আমি একা নই! তোমার প্রেমের চিন্তায় আমি বিভোর। আমার অন্তরে বাহিরে আজ তুমি।

গ্রামের পথে যেতে যেতে আমার কি মনে হয় তা জান? মনে হত গ্রাম্যজীবন কি মধুর—বিশেষত সেই গ্রাম যেখানে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি। এর সঙ্গে আমার শুধু ইহকালের সম্বন্ধ নয়? কত জন্ম জন্মান্তর ধরে এই গ্রামের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা। কত প্রেম কত মধুর স্মৃতি বিজড়িত এই পল্লী-মায়ের মাটিতে। সূর্যের সোনালী রৌদ্রে গ্রামের পথ ঘাট মাঠ রঙিন—গ্রামের প্রত্যেকটি অধিবাসীর মুখে সাচ্ছন্দ্যের আনন্দ! মেয়েরা বেরিয়ে এসে আমায় অভিবাদন করতে লাগল, তাদের সে অকুণ্ঠ ব্যবহার—অতিথির সম্মান রক্ষার আগ্রহ আমার চোখে যেন নতুন দৃশ্য তুলে ধর'ল। প্রত্যেকের মুখে আমায় অভিনন্দের ভাষা। তাদের দেখে মনে পড়ে গেল তোমাকে, মনে হল তুমিও তো এদেরই মত রমণী, তাই তোমার প্রাণে এত কোমলতা, তোমার বুকেও তো আছে এদেরই মত আমায় আপন-জন ভাববার ব্যাকুলতা!

সেদিন ঘরে ফিরে এসে আমায় এত একা ঠেকেছিল—তোমার অনুপস্থিতি আমায় এমন অভিভূত করেছিল যে তেমন আর কোনদিন অনুভব করিনি। আমার মনের সে উদাস ভাব—সে নিঃসঙ্গতা কি আর বলে বোঝান যায়! দরজা খুলতেই মনে হল দুরন্ত রাক্ষস আমায় হাঁ করে গিলতে আসছে—আর ঘরের জিনিসপত্র গুলো যেন ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আছে! একখানা বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম—পারলাম না, নীরস শুষ্ক মনে হ'ল! কাজ নিয়ে বসলাম—নিদারুণ বিরহ বেদনায় কোন কাজই করতে পারলাম না। সেইদিন থেকে অনেকখানি রাত না হলে আর ঘরে ঢুকতাম না এই জন্য যাতে শয্যা ও নিদ্রা একসঙ্গে মুহূর্তে আমায় আলিঙ্গন করে! কথা বলে শেষ করতে পারব না। তোমাকে কাছে পেলেই আমার

মনের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, কথার ঝরণা ছুটে আসে; আজ কোন রকমে তা আটকে রাখলাম। কাল আবার এস এমনি সময়ে!

তোমারই চিরানুগত বিস্‌মার্ক

প্রিন্স্ মেটারনিক্ ও কাউণ্টেস্ লিভেন্

PRINCE METTERNICH TO THE COUNTESS LIEVEN
(1773—1859)

মেটারনিক্ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত রাজনৈতিক (Statesman)। অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ কায়েমী করতে আর্কডাচেস মেরী লুই এর সঙ্গে নেপোলিয়নের বিবাহ সংঘটন ব্যাপারই তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। নেপোলিয়নের বিপক্ষে চতুঃশক্তির মিত্রতা ও শেষ পর্যন্ত ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ও যে এই বিবাহের গৌণফল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত। সেণ্টজেমসের দরবারে রাশিয়ার যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন তাঁরই পত্নী কাউণ্টেস্ লিভেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে একদিন কংগ্রেস অধিবেসনে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়—যেমন সাক্ষাৎ অমনি প্রেমের মোহ।
ব্রাসেলস্ থেকে একবার মেটারনিক্ কাউণ্টেস্ লিভেন্‌কে একখানা পত্র লিখেছিলেন এবং সেই বোধহয় তাঁর প্রথম পত্র। মেটারনিক লিখেছিলেন—

তুমি লণ্ডনে, তোমাকে এই প্রথম পত্র লিখছি। এই যে আমার একমাত্র চিঠি তা' ভেবো না! তুমি প্যারীতে গেলে সেখানেও তোমায় চিঠি দোব! তবে এই পত্রই হবে আমাদের মিলনের সোপান

—যেখানেই তুমি যাওনা কেন এই চিঠির কথা তোমায় ভাবতেই হবে !

মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন তার মনে কতইনা ভাবের উদয় হয় ! তাই আমার মনে হচ্ছে যেহেতু লণ্ডনে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা সেইজন্যই প্যারীর চেয়ে লণ্ডনে থাকলেই যেন তোমায় বেশী করে ভাল লাগে।

তোমার চিঠি বার বার পড়েছি—আকুল হ'য়ে কেঁদেছি, কেন তা' জানিনা। তুমি আমায় প্রেম দিয়েছ, সেই প্রেমই তোমায় আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা বলত—এ তোমার কী শক্তি যার দ্বারা তুমি আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছ ? এ শক্তিই বা এত শীঘ্র তোমার কেমন করে হ'ল !

সেদিন তোমায় প্রথম দেখলাম উৎসববের মাঝে—তোমার কাছে বসে যেটুকু সময় কাটালাম তার মধ্যেই মনে হ'ল—বাঃ এত বেশ জায়গা ! তারপর বাড়ী ফেরবার পথে আমার মনে হ'তে লাগল —তোমার সঙ্গে যেন আমার কত দিনের পরিচয় ! অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাকে জেনে ফেললাম, মনে হল আমার জীবনের চেয়ে তোমাকেই যেন বেশী ভালবাসি। যে সমস্ত নারী অভিনব ও অসাধারণ মহীয়সী তাদের চরিত্রের যে-সব সদ্‌গুণের সামাবেশ সম্ভব সেই সমস্তই যেন তোমার মধ্যে নিহিত বলে মনে হ'ল।

তোমার গৃহ যেন শূন্য বলে বোধ হ'চ্ছে, না ? সেই শূন্যতা যেন পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। তোমার স্বামী ভাল লোক, তোমার অনুগত, তবু স্বামীর যা হওয়া উচিত তিনি যেন তা' ন'ন—পত্নীর সুখ সাচ্ছান্দ্য তিনি যেন লক্ষ্য করেন না। না ?

তুমি সম্পূর্ণ একান্ত ভাবে আমার। আমার মনে আজ পরম পরিতৃপ্তি। মনের যে অবস্থা মানুষকে সুখী প্রতিপন্ন করায়, আমার মনের আজ সেই ভাবাবেশ। প্রিয়তমে প্রাণেশ্বরি, আমাকে যে কেউ ভালবাসবে—এ কথা আমি কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু আজ তোমাকে একেবারে নিজেদের মত পেয়েছি

ভেবে, আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে। আমার মনের এই ভবাবেগকে আজ কোন দুঃশ্চিন্তাই রোধ করতে পারছে না,—রোধ করাত দূরের কথা কোন চিন্তাই আজ আর মথায় প্রবেশ করতে সাহস করেছে না। এমন মোহিনী শক্তি ত কারো দেখিনি! আমি যে ভালবাসা পেয়েছি প্রতিদানে তোমাকে তেমনি ভালবাসতে পারব বলে কি তোমার মনে হয় প্রিয়তমে! লোকের বোধহয় সেই ধারণা, না: লোকে যে যাই বলুক, কিছু যায় আসেনা, আমি জানি তুমি আমার—তোমারই আমি—

মেটারনিক্

গ্যয়টে

GOETHE—1749-1832

জার্মাণীর শ্রেষ্ঠ কবি গ্যয়টে; —জন্ম তাঁর অভিজাত বংশে, ধনীর সন্তান—তিনি সুখের ক্রোড়েই লালিত পালিত। প্রেম ছিল তাঁর জীবনের ব্রত! বহুভাবে বহু নারীর সঙ্গে ছিল তাঁর বৈধ অবৈধ প্রণয়। ফ্রাউন ফন (Fraun Von Stein) নাম্নী কোন এক সুন্দরীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। এই মহিলাটি ছিলেন কোন এক রাজসভাসদের পত্নী আর কবি গ্যয়টে অপেক্ষা সাত আট বৎসরের বড়। কবি কি ভাবে যে এর প্রেমে পড়েন তা জানা যায় না। অসামান্য রূপ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এই নারী বহুদিন পর্যন্ত গ্যয়টের হৃদয় অধিকার করেছিলেন—কিন্তু ভৃঙ্গস্বভাবে কবি শেষে যখন অন্য কোন ফুলের মধু আহরণে মত্ত হলেন তখন ফ্রাউনের সঙ্গে তাঁর সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হ'লো।
তাঁদের মধ্যে যে সব পত্রের আদান প্রদান হয় তারই কয়েক খানি বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল।

ফ্রাউন লিখছেন গ্যয়টেকে—

ফেব্রুয়ারী, ১৭৭৩

এই পৃথিবী আবার আমার কাছে সুন্দর বলে প্রতীয়মান হ'চ্ছে—একে আবার আমার ভালবাসতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি এতদিন ছিলাম এই সুন্দরা সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু তোমার মধ্য দিয়ে একে আবার ভালবাসতে শিখ্‌ছি। আমার মন আজ আমায় তিরস্কার করছে এতদিন কেন এমন হয়েছিলাম—নিজেরই অজ্ঞাতে নিজের জন্য কণ্টক-শয্যা রচনা করেছিলাম কেন! ছয় মাস আগে আমার মৃত্যুই ছিল একমাত্র পণ—অবিরত মৃত্যুর কামনা করতাম কিন্তু আজ আর তা নয়, আজ আমার বেশী করে বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে প্রিয়তম—আজ যে তোমায় পেয়েছি! কি ভুলই করতাম যদি তখন মরতাম—তাহলে তো তোমায় পেতাম না প্রাণাধিক!

(চিঠিখানি পড়লে মনে হয় Fraun Von এর সাংসারিক জীবন যখন তিক্ত হয়ে ওঠে তখন গ্যয়টের প্রেমেই তাকে আবার নূতন উৎসাহ ও নবীন জীবন দান করে। কবি গ্যয়টের পত্রগুলির অধিকাংশই বর্ণনাবহুল ঐতিহাসিক ঘটনারই পুনরুল্লেখ। তিনি ফ্রাউনের উপরি উক্ত পত্রের কোন উত্তর দিয়েছিলেন কি না জানা নেই, তবে বহুদিন উভয়ের মধ্যে যে পত্রের আদান প্রদান হয়নি তা সুনিশ্চত। গ্যয়টে যখন সুদীর্ঘকাল ইটালীতে প্রবাসী ছিলেন তখন হঠাৎ ফ্রাউনের একখানা চিঠি পেয়ে তাঁর যেন সম্বিৎ ফিরে আসে—তখন সেই দিনেই তাকে উত্তর দিলেন—

তোমার চিঠির জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ! প্রিয়ে—প্রিয়তমে, আমায় ক্ষমা কর—তোমায় যে এত ব্যথা দিয়েছি তারজন্য নতজানু হ'য়ে তোমার প্রেমের রুদ্ধদ্বারে ক্ষমা চাইছি। তুমি কি

আমায় ক্ষমা করতে পারনা প্রেয়সী ? মনে রেখোনা কোনো সঙ্কোচ ! তোমার কাছে আবার যেন সহজ ভাবে আগের মতই প্রেমপূর্ণ-আনন্দ-চঞ্চল সরল হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারি। আজ মনে হয় এই পৃথিবীতে আমি একা—নির্বাসিত, এ নির্বাসন দণ্ড হ'তে তুমি আমায় নিষ্কৃতি দাও।

আমি পাপী—তোমার প্রতি অন্যায় করেচি—তুমি আমায় পাপ হ'তে উদ্ধার কর—আমায় হাত ধরে তুলে নাও। বল, তুমি কেমন আছ—বল, আজও তুমি আমায় ভালবাস! তোমার কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে আমাকে তুমি ত্যাগ করো না—আমাকে পৃথক ভেবো না। তোমাকে হারালে ইহজগতে আর কি আছে যে তা দিয়ে তোমার অভাব পূর্ণ হবে !

তোমার অসুখ—ওঃ কি মহাপাপী আমি ! আজ আমার জন্যই তুমি অসুখে পা'ড়েছ। যখনই মনে হয় যে আমার দোষেই তুমি রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করছ তখন যে কি এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করি তা তো লিখে প্রকাশ করা যায় না। ওঃ আমি কি করেছি ! কি করেছি ! কোন্ মুখে আজ তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াব ! কেমন করে বলব, ওগো আমায় ক্ষমা কর !

আমার অন্তরে আজ মরণ-বাঁচনের দ্বন্দ্ব। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে আজ আমি দাঁড়িয়ে। তুমি যদি ক্ষমা কর তবেই আমি বাঁচব, নইলে আমার পরিণাম মৃত্যু, প্রাণাধিক ! আমার এই অধঃপতনে আমার বিবেক ফিরে এসেছে প্রিয়ে—প্রিয়তমে—আমায় ক্ষমা কর !

—গ্যয়টে

কিন্তু মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয় না কখনও। এত ক্ষমা প্রার্থনা, এত কাতর অনুনয় বিনয়ের পরও গ্যয়টের প্রকৃত চৈতন্যোদয় হয় নাই। রমণীর প্রেম লুণ্ঠনে তিনি সিদ্ধহস্ত—প্রেম করা তার স্বভাব ; তাই ইটালী থেকে ফিরে আসার পরই তিনি আবার অন্য শিকারের

সন্ধানে ছুটলেন—পেলেন যুবতী তরুণী ক্রিস্টিয়ানা ভালপিয়াকে—কথার মোহিনীমায়ায় তাকে ঘিরে ফেললেন—প্রেম চলল উদ্দাম গতিতে।

তাঁকে লিখলেন পত্র—

প্রিয়তমে,

আমি তোমায় পর পর অনেক চিঠিই লিখেছি। তোমাকে আবার জানাচ্ছি—আমি ভাল আছি। কিছু ভেবো না—তোমায় আমি ভালবাসি—তুমি ভিন্ন আর আমার কেউ নেই। তুমিই আমার সব। তোমার জন্য পেতেছি বাসর-শয্যা—তুমি যদি আমার কাছে থাকতে! দুজনে একসঙ্গে থাকার চেয়ে আর কি মধুর আছে বলত? সেইতো হ'ল প্রেমিক প্রেমিকার পরম সুখ! এস তুমি আমার কাছে—এস আমার ঘরের লক্ষ্মী! আমার কুটীরখানি তোমার স্পর্শে পবিত্র হোক—এস, গড়ে তোল এখানে স্বর্গের নন্দন কানন। এস, অনাথ হতভাগ্যের ভার নাও! আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান? মনে হয় আমার চেয়ে কত সুন্দর পুরুষ হয়ত তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে—তারা তোমায় কত ভালবাসবে। আমি জানি তুমি ত সে রকমের মেয়ে নও! তুমি এসব কথা মনে ঠাঁই দিও না—তুমি আমাকে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে কর—(কারণ) —আমি যে তোমায় ভালবাসি—প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, একমাত্র তুমি ছাড়া জগতে আমার প্রিয় বলতে আর কিছুই নেই। তোমায় নিয়ে কত আজে-বাজেই না স্বপ্ন দেখি—! সে সব স্বপ্ন মাত্র—কিছু না—শুধু তুমি আর আমি, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। এ ভালবাসা যেন চিরস্থায়ী হয়—এ-আকাশে যেন কোন মেঘ না ওঠে!

মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি কত সুন্দর সুন্দর সব সাজান জিনিষ, যা দিয়ে আমাদের ঘরখানি ছবির মত করে তুলব কিছুই অভাব

তোমায় রাখব না প্রিয়ে! শুধু তুমি আমার থাক—আমায় ভালবাস—দেখবে সব হবে! তোমার সুখের কোন ত্রুটিই হবে না। তুমি যদি আমার না হও তবে এসব দিয়ে আমার কি হবে? ওগো তুমি যে আমার জীবনের ধ্রুবতারা—তোমাকে কেন্দ্র করেই যে আমার ঘোরা ফেরা!

তোমার প্রেম হতে যেন বঞ্চিত না হই—চুমো নিও, ভুলো না আমায়—।

তোমারই গ্যয়টে

বীঠোফেন

LUDWIG V. BEETHOVEN (1770—1827)

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-প্রতিভা বীঠোফেনের জীবন ছিল দুঃখতাপ-ভরা। তার জন্য অবশ্য তাঁর আপন অনিয়ন্ত্রিত হৃদয়াবেগ ও রুক্ষ মেজাজ বহুলাংশে দায়ী। তার উপর মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে তিনি শ্রবণশক্তি হারান, এবং পরবর্তীকালে অন্যবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বীয় আন্তর-জীবনের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হয় তাঁর অপরিসীম নিঃসঙ্গতা ভরে দেওয়ার জন্য। সাতান্ন বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুথিপত্রের মধ্যে তিনটি প্রেমপত্র পাওয়া যায়—সম্ভবত যে "অমর প্রণয়িণীর" উদ্দেশে সেগুলো রচিত হয়েছিল, তাঁকে পাঠান হয়নি। কিন্তু কে সে নারী যে তাঁর হৃদয় অভিষিক্ত করেছিল প্রেমে, বলা দুষ্কর। তিনি কখনও বিবাহ করেননি। তিনি ছিলেন একান্তই সাথীহীন, একা, আপন প্রতিভার সৌরভের মধ্যেই সমাহিত।

'অমর প্রণয়িণী'কে লিখিত একখানি পত্র –

৬ই জুলাই সকাল

দেবী আমার, সর্বস্ব আমার, আমার আপন সত্তা—আজ মাত্র ক'টি কথা, আর তাও তোমার একটি পেন্সিল দিয়ে লেখা—আগামী কাল আমার থাকাখাওয়ার ব্যবস্থাদি পাকা না হওয়া পর্যন্ত শুধু এইটুকুই। এইসব বাজে কাজে কী ঘৃণ্য কালক্ষেপ, প্রয়োজন যেখানে মুখর সেখানে কেন বৃথা এই গভীর বেদনা? ত্যাগ ছাড়া বা সর্বস্ব দাবি না করা ছাড়া কি আমাদের এই প্রেম বাঁচতে পারে? তুমি আমার জীবনসর্বস্ব নও, আমি তোমার জীবনসর্বস্ব নই—এ কি তুমি ইচ্ছা করলেই ফেরাতে পার? হা ঈশ্বর, ঐ সুন্দর প্রকৃতির দিকে তাকাও, আর যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য তোমার হৃদয়কে প্রস্তুত করো, শান্ত করো। প্রেমের দাবি—সর্বস্বই দিতে হবে, এবং যথার্থ তাই; আমার জন্য তুমি তাই, তোমার জন্য আমি তাই—শুধু তুমি সহজেই বিস্মৃত হও যে তোমার জন্যে এবং আমার নিজের জন্যে আমাকে বাঁচতে হবে। যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে মিলিত হতে পারতাম, তাহলে এই বেদনা-হত অনুভব আমি যত কম লক্ষ্য করি তুমিও তাই করতে।

আমার এবারকার যাত্রাটি হয়েছে ভয়ঙ্কর। ঘোড়া কম থাকায় আমাদের গাড়িটাকে অন্য এক পথ ঘুরে যেতে হয়েছে, কিন্তু কী ভয়ানক সে পথ। শেষের স্টেশনের আগের স্টেশনে ওরা আমাকে রাত্রিতে একটা বিশেষ ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তাতে আমার আগ্রহ বরং বাড়লই। আমি ভুলই করলাম, কারণ ঐ দুর্গম ভয়ঙ্কর পথের মাঝখানে অন্ধকার রাত্রিতে আমাদের গাড়ি ভেঙ্গে চৌচির। বরাত ভাল যে রাস্তায় ছিটকে পড়িনি।

যাক, কপাল জোরে যে বেঁচে গিয়েছি তাতে আমি বেশ খুশী,

যেমন চিরকাল হয়ে থাকি। এবার বাহির ছেড়ে ভেতরের কথায় আসা যাক; হয়তো শীগ্‌গীরই আমাদের দেখা হবে; এক দিন আমার জীবন সম্পর্কে যেসব কথা আমি ভেবেছি তা আজও আমি তোমাকে জানাতে পারছি না। যদি আমাদের হৃদয় আরও কাছাকাছি বাঁধা থাকত তো হয়ত এ সঙ্কোচ আমি অনুভব করতাম না। আমার হৃদয় ভরে উঠেছে তোমাকে সব বলার জন্য; আঃ আবার কখনও কখনও আমার মনে হয় আমাদের কথার কী-ই বা মূল্য! প্রফুল্ল হও, আর আমি যেমন তোমার একান্ত ও সর্বস্ব, হৃদয়ের মণি, তেমনি তুমি আমার তাই হয়ে ওঠ। বাকী সব ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দাও—যা হবেই আমাদের আর যা হব তা হতে দাও।

অনন্তকালের তোমার

লুডউইগ

ভাগ্‌নার

RICHARD WAGNER (1813—83)

ভাগনার ছিলেন নাট্যকার এবং পৃথিবীর অন্যতম সঙ্গীত-প্রতিভা। তিনি ১৮৩৭ সালে মীনা প্লেনার নাম্নী জনৈক অভিনেত্রীকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহ সুখের হয়নি; দীর্ঘকাল তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন—অবশেষে ১৮৬৬ সালে মীনার মৃত্যুর পর তিনি কোসিমা ফন্ বিউলোকে বিবাহ করেন। ভাগনার ছিলেন অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক, এবং স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন। কিন্তু মাথাইলডি ভেসেন্‌ডঙ্ক্-এর সহিত প্রেমের ব্যাপারে তাঁকে আন্তরিক সহৃদয় এবং সৎ বলে মনে হয়।

থেকে আপন অস্তিত্ব মুছে ফেলা আর বিনষ্ট হওয়ার একই অর্থ। হৃদয়ে এই সব ক্ষত আর ঘা নিয়ে আমি নতুন সংসার পাতবার চেষ্টাও করতে পারি না।

প্রিয়তমে, আমি এখন একটি মাত্র মোক্ষ বা সমাধানের কথাই ভাবতে পারছি· আর তা বাইরের বস্তু-সম্পর্ক থেকে নয়, অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীর অনুভব থেকেই উৎসারিত হ'তে পারে। অর্থাৎ, নিবৃত্তি, সব রকমের কামনা থেকে নিবৃত্তি, মহৎ, স্বর্গীয় নিবৃত্তি। আপন অস্তিত্বের সম্ভাবনা ও সার্থকতার জন্য অপরের কল্যাণের জন্য প্রাণধারণ। এবারও তুমি আমার হৃদয়ের সমস্ত রূপান্তরধর্মী আবেগের কথা জানতে পেরেছ। এ-ই আমার জীবন-দর্শন, যা ভবিষ্যৎকে, আমার সহিত সম্পর্কিত সমস্ত জিনিসকে—এমন কি তোমাকেও, যাকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি নতুন আলোকে আলোকিত করবে। কামনাবাসনার এই ভস্মরাশির মধ্যে থেকে তোমাকে আমায় সুখী করতে দাও।

মনে করো জীবনের কখনও কোনো পরিস্থিতিতেই, ভাবাতিশয্যে আন্দোলিত না হয়ে আমি কোনো কাজে অগ্রসর হইনি। এখন, জীবনে এই প্রথম, আমি তোমার কাছে যেতে চাই, তোমাকে 'এই অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য যে, পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে তুমি আমার পানে তাকাও! মাঝে মাঝে আমি তোমাকে দেখতে যাব, কিন্তু জেনে রেখো, কেবল তখনই যখন উজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্তিতে আমি তোমার নিকট আবির্ভূত হতে পারব! একদা যন্ত্রনায় কামনায় বিদীর্ণ হয়ে আমি তোমার গৃহে যেতাম, আর কুড়িয়ে আনতাম শুধু অস্থির অতৃপ্তি, অথচ আমার হৃদয় কেবলই চাইত শান্তি, তৃপ্তি! আর তা হবে না। সুতরাং, যদি কখনও দীর্ঘকাল আমার দেখা তুমি না পাও, তখন ভেবো মনে, আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি আর, সংগোপনে, আমার জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলো, প্রার্থনা করো! কিন্তু, যখন তোমার কাছে যাব, তখন নিশ্চিন্ত থেকো যে তোমার গৃহে নিয়ে যাচ্ছি এক তাপদগ্ধ পরিশুদ্ধ উপঢৌকন — সে আমার সত্তা—

যা শুধু আমি-ই, যে এই তীব্র যন্ত্রণার নদী পার হয়েছে প্রসন্নচিত্তে, উপহার দিতে পারি।

হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয়ই, শীতের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় আমার জুরিখ পরিত্যাগের সময় আসবে—দীর্ঘকাল্ তখন এই বাটে আমার পায়ের চিহ্ন পড়বে না। জার্মানীকে হয়তো আমি নতুন করে আবিষ্কার করব। তখন দীর্ঘকাল তুমি আমার নয়ন-সন্মুখে থাকবে না। কিন্তু সমস্ত সংসারিক ঝঞ্ঝাট ও বিরক্তি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি তোমার প্রশান্ত নীড়ে ফিরে আসব, বুক ভরে এখানকার পবিত্র বায়ু গ্রহণ করব, এবং আমার পূরানো নতুন কর্মে উদ্যম ফিরে পাব—এই সুখ-ভাবনা আমার প্রবাসের দিনগুলোকে করবে সহজ, আর নিয়ত আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকবে এই নীড়ের পানে।

প্রিয় আমার, গত কয়েক মাসে আমার কানের ধারের চুলে বিশ্রীরকমের পাক ধরেছে। আপন অন্তরে আমি এক গোপন আহ্বান শুনতে পাই— শান্তিতে প্রত্যাবর্তনের আকৃতি, যে আকৃতি বৎসর কয়েক আগে আমার "ফ্লাইং ডাচম্যান" নাটকে রূপায়িত করেছিলাম। এ আকৃতি নীড়ে প্রত্যাগত হওয়ার আকৃতি, ইন্দ্রিয়-সুখকর প্রেমোপভোগের বাসনা নয়। কোনো অনুগত রূপময়ী নারীই কেবল তাকে ঐ নীড়ের আশ্রয় দিতে পারে। এস, এই রমণীয় মৃত্যুকে আমরা পবিত্র রূপে হৃদয়ে বরণ করি, যে মৃত্যু আমাদের কামনা বাসনাকে সংহত করেছে। এস, সংহত নিস্পৃহ দৃষ্টি আর মনোরম আত্মত্যাগের নির্মল হাসি দিয়ে আমরা স্বর্গীয় আনন্দে বিলীন হয়ে যাই। কাউকেই আর পরাজিত হতে হবে না—উভয়েই আমরা জিতব।

বিদায়, প্রিয়ে আমার, স্বর্গের রানি আমাব!

আর-ডব্লু

হাইনে

HEINRICH HEINE (1797—1856)

হাইনে জার্ম্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ; তাঁর গীতি-কবিতার সমতুল কবিতা একমাত্র গ্যয়টে ছাড়া আর কেউ রচনা করতে পারে নি। কিন্তু, ফ্রান্সের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত থাকায় স্বদেশ জার্ম্মাণীতে তিনি কখনও জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতার উৎস ছিলেন তাঁর খুড়তুতো বোন আমেলি হাইনে ও থেরেসা হাইনে কিন্তু ওঁদের প্রেম সার্থক হয়ে উঠেনি। অবশেষ ১৮৪১ সালে হাইনে তাঁর বান্ধবী ইউজিনি মিরাতকে বিবাহ করেন—জাতিতে ফরাসী, কিন্তু বৈদগ্ধের ছাপ তার বিশেষ ছিলনা। হাইনের আর্থিক দুরবস্থায় দিন কাটাতে হয় সর্বক্ষণ ; তবে জীবনের শেষ ক'টি মাস ক্যামিলি সেলডেন নাম্নী এক মহীয়সী মহিলার সংস্পর্শে মধুর হয়ে উঠে। ওঁকে তিনি বলেছেন তাঁর "beautiful angel of death ."
হাইনে আদর করে তাঁর স্ত্রীকে ডাকতেন "নোনোত" (Nonotte) বলে। তাঁকে হামবুর্গ থেকে তিনি কয়েকটি চিঠি লেখেন তারই একটি—

হামবুর্গ, ৫ই নভেম্বর; ১৮৪৩

প্রিয়তমা নোনোত,

আজ অবধি তোমার কোনো সংবাদ পেলাম না: সেজন্য আমার মন খুব অস্থির হতে আরম্ভ করছে। দোহাই তোমার, পত্রপাঠ হামবুর্গে হেরেন হফ্‌ম্যান ও ক্যাম্প এর ঠিকানায় চিঠি দাও, এবং আমার অস্থির হৃদয়কে শান্ত করো। সম্ভবত আমি আরও দু'সপ্তাহ এখানে থাকব: আর স্থানত্যাগ

করার আগে তোমার অতিরিক্ত বিলম্বে আসা চিঠিগুলো যাতে আবার প্যারীতে ফেরৎ পাঠান হয় তার ব্যবস্থা করে যাব।

এখানে, সকলের আদরে আমার প্রায় বকে যাওয়ার যোগাড়! আমাকে পেয়ে মা ভারি খুশী হয়েছেন, বোনেরা তো আনন্দে একরকম আত্মহারা, আর আমার কাকাবাবু তো আমার মধ্যে সমস্ত সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য গুণ আবিষ্কার করে বসে আছেন। আর আমিও সকলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু কী দুরূহ কাজ বলো তো! যারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অনাকর্ষণীয় প্রাণী তাদের নিয়ে মন রসিয়ে তোলা কি দুঃসাধ্য! এখানকার অতিরিক্ত আমুদেপণার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পারীতে ফিরে গিয়ে আমাকে অনেকদিন গুমড়ো-মুখে বসে থাকতে হবে।

নিরন্তর তোমার কথা ভাবি, আর কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারি না। আর অজেবাজে ও বিবশ চিন্তার রাশি রাত্রি দিন আমাকে যন্ত্রণায় দগ্ধ করছে। তুমি আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ —আমাকে তুমি অসুখী করো না!

তোমাকে আমার সঙ্গে হামবুর্গ নিয়ে না আসার দরুণ আমার আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই আমাকে ভীষণ গালমন্দ করছেন। আমার কিন্তু মনেহয় তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার আগে পরিস্থিতিটা একটু যাচাই করে নেওয়াই ভাল। সম্ভবত আগামী বসন্ত আর গ্রীষ্ম ঋতু গুলো আমরা এখানে কাটাব। আমার আশা, দৈনন্দিন জীবনের একঘেঁয়েমির বদলে এখানে খুব আনন্দেই কাটবে। তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি যথাসাধ্য সব করব। এবার বিদায়, দেবী আমার, প্রিয়তমা আমার, আমার ছোট্ট খুকী, আমার আদরের বউ!

মাদাম দার্তেকে আমার অজস্র প্রীতিসোহাগ জানাতে ভুলো না। আশা করি, সুবান্ধবী অরেশিয়ার সঙ্গেও তোমার প্রীতির সম্পর্ক অটুট!

আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার সঙ্গে যে সব লোকের অস-

স্তাব তুমি তাদের কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবে না; একটু বাদবিসংবাদ হলেই যে কোনো দিন তুমি ওদের দ্বারা প্রতারিত হবে। আগামী কাল বা পরশু আমি সমস্ত কাগজপত্র তোমার নিকট পাঠাচ্ছি যাতে তুমি সহজেই আমার পেন্সন আদায় করতে পার।

হায় ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর! গত চৌদ্দ দিন ধরে আমি তোমার কলকাকলী শুনতে পাইনি। তোমার কাছথেকে এত দূরে আমি রয়েছি, এযেন সত্য সত্যই এক নির্বাসন! তোমার ডান গালের ছোট্ট টোলটিতে আমার চুমো রাখলাম।

হেনরী হাইনে

শিলার

FRIEDRICH VON SCHILLER (17[illegible]—1805)

শিলার জার্ম্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার; এব বিশ্বসাহিত্যের একজন সর্বোত্তম দরদী শিল্পী। চরিত্র ছিল পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ উপাদানে গড়া, এবং তাঁর লক্ষ্যও ছিল আদর্শের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া। দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি জীবনে ও শিল্পে সেই আদর্শের রূপায়নের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ, কয়েকটি প্রেমাভিজ্ঞতার পর তিনি ফ্রাউ ফন কাল্বের প্রভাব থেকে অবশেষে আপনাকে মুক্ত করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রাউ ফন লেঙ্গেফেল্ড-এর দুটি প্রতিভাময়ী কন্যার রূপে বিমোহিত হন। তাঁদেরই একজন লোত্তি'র সঙ্গে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়।

লাইপজিগ্ থেকে লোত্তিকে শিলারের পত্র—

৩রা আগষ্ট, ১৭৮৯

প্রিয়তমা লোত্তি, একি সত্য ? যে কথা স্বীকারে আমার সাহসে কুলাচ্ছিল না, ক্যারোলিন কি সেই কথাই তোমার হৃদয় খুঁড়ে আবিষ্কার করেছে আর আমার প্রত্যাশার জবাব মিলেছে ! অহো, পরস্পরেব সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে আমার হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল তা এতদিন গোপন রাখতে বাধ্য হওয়ায় কী যে কষ্ট হয়েছে আমার ! অনেক সময়, যখন আমরা এক সঙ্গে বসবাস করতাম, আমি আমার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে তোমার কাছে এসেছি তোমাকে সব বলব বলে, :কিন্তু সর্বদাই আমার সে শক্তি ও সাহস ব্যর্থ হয়েছে। অকস্মাৎ আমি যেন তাতে একটা অবুঝ স্বার্থপরতা খুঁজে পেতাম, মনে হতো, বোধ হয় আমি শুধু আমার আপন সুখের কথাই ভাবছি—আর তাতেই আমি পিছিয়ে পড়তাম। আমার নিকট তুমি যা তোমার নিকট আমি যদি তা'হতে পারতাম, তাহলে আমার হৃদয় বেদনা হয়ত তোমাকে বিব্রত করত আর আমার অকপট স্বীকারোক্তি দ্বারা আমি আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বার সম্পর্ক বিনষ্ট করে ফেলতাম। সেক্ষেত্রে আমার তখন যা ছিল অর্থাৎ তোমার অকৃত্রিম ভগিনীসুলভ বন্ধুতা তাও হারিয়ে ফেলতাম। কিন্তু, তথাপি এই মনোভঙ্গিব মধ্যেও এমন মুহূর্ত আসত যখন আমার হৃদয়ে আবার আশা জেগে উঠত নতুন করে ; মনে হত, আমাদের পারস্পরিক মিলন উভয়েকে যে সুখের অধিকারী করবে দুনিয়ার আর সব কিছুর উর্ধ্বে তার স্থান ; তখন আমার মনে হত, এর বেদিমূলে জীবনের আর সব কিছু উৎসর্গ করাও মহৎ ও সার্থক ! আমাকে ছাড়া তুমি সুখী হতে পার, কিন্তু আমার মধ্যমে তুমি কদাচ অসুখী হতে না। এই চেতনা আমাতে জাগ্রত ছিল আর তার উপরই গড়ে উঠেছে আমার সমগ্র আশার বনিয়াদ।

তুমি হয়ত আর কারও নিকট নিজেকে নিবেদিত করতে পারতে, কিন্তু আর কেউ আমার থেকে অধিক অনাবিল ও পরিপূর্ণভাবে

তোমাকে কখনও ভালবাসতে পারত না! আমার নিকট তোমার সুখ যতটা পবিত্র অন্য কারও নিকট তা হতো নাত এবং কোন দিন হবেও না। অমার সমস্ত অস্তিত্ব, আমার সত্তার গভীরে যা অস্তিত্বশীল, আমার নিকট যা সর্বাধিক মূল্যবান, সমস্তই আমি তোমার উদ্দেশে নিবেদন করলাম; আর জেনে রেখো, নিজেকে পবিত্রতর মহত্তর করার আমার যে সাধনা তাও আরও বেশি করে তোমার যোগ্য হওয়ার জন্য, তোমাকে অধিকতর সুখী করার জন্য। আত্মার মহত্ব বন্ধুতা ও প্রেমের সম্পর্কের একটি অপরূপ ও অবিনশ্বর বন্ধন। যে হৃদয়বৃত্তি ও অনুভূতির উপর আমরা আমাদেব প্রেম ও বন্ধুতাকে স্থাপন করি, তাদের মত এরাও অবিনশ্বর ও অনন্ত।

তোমার হৃদয়ানুভূতিকে যা প্রতিহত করতে পারত এবার তা ভুলে যাও এবং তোমার অনুরাগগুলোকে এবার আপন কথা বলতে দাও। ক্যারোলিন যে আশায় আমার হৃদয়কে পুলকিত করেছে, তা স্বীকার করো। বলো যে তুমি আমার হবে, বলো আমার সুখে তোমার কোনো ত্যাগের দুঃখ নেই। ওঃ, আমাকে শুধু ঐ প্রতিশ্রুতি দাও, শুধু একটিমাত্র শব্দই তার জন্যে যথেষ্ট। আমাদের হৃদয় দু'টি দীর্ঘকাল কাছাকাছি রয়েছে। এর মধ্যে যদি কোনো অবাঞ্ছিত বস্তু হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকেতো তা বিদেয় করো; আত্মার স্বাধীন বন্ধনহীন অভিসারে কোনো কিছুকেই প্রতিবন্ধক স্বরূপ দাড়াতে দিয়ো না। বিদায়, প্রিয়তমা লোতি! একটি প্রশান্ত মুহূর্তের জন্য আমি লালায়িত, যখন আমি তোমার নিকট আমার হৃদয়ানুভূতির ছবি আঁকব, যা প্রতীক্ষার এই দীর্ঘ দিনগুলোতে আমাকে করেছে সুখী আবার অসুখীও। তোমাকে আমার এখনও কত বলায় বাকী! চিরকালের এবং সর্বক্ষণের জন্য আমার মনের অস্থিরতা দূর করতে তুমি বিলম্ব করো না; তোমার হাতেই আমার জীবনের সকল আনন্দ আমি সঁপে দিলাম। আহা, কত দীর্ঘ কাল ধরে আমি তোমারই রূপে তোমারই মূর্তিতে তোমার ছবি এঁকে চলেছি! বিদায়, আমার হৃদয়ের অমূল্য ধন! বিদায়!

মোজার্ট

MOZART (1756—91)

ভিয়েনার বিস্ময়কর সঙ্গীত-প্রতিভা মোজার্ট ১৭৮২ সালের তাঁর বাল্যের সঙ্গিনী এলয়শিয়া বেবারের ভগিনী কন্‌স্টান্স্‌ বেবারকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের দরুন তিনি যেমন পিতার ক্রোধের হেতু হয়ে পড়েন, তেমনি তাঁর আর্থিক দুর্গতিও চরমে ওঠে। তাঁর সঙ্গীতে যেমন সহৃদয়তা ও শিশুসুলভ সরলতার অভিব্যক্তি, তেমনি তাঁর আনন্দমথিত ও যৌবন-উচ্ছল চিঠিগুলোতেও তার সমান স্বাক্ষর।

স্ত্রীকে লেখা একটি ছোট্ট পত্র—

ড্রেসডেন, ১৩ই এপ্রিল, ১৭৮৯

সকাল ৭টা

প্রিয়তমা ছোট্ট বউ আমার, যদি তোমার কাছ থেকেও আমি একটি চিঠি পেতাম! তোমার ছবি নিয়ে আমি কী যে করি তা যদি তুমি শুনতে তাহলে নিশ্চয়ই তুমি খুব হাসতে। যেমন, ওটাকে ওর ফ্রেম থেকে তুলে নিই তখন কত যে আজেবাজে নামে তোমাকে ডাকি, আর আবার যখন ওটাকে যথাস্থান রেখে দিই, তখন ধীরে অতি ধীরে ওকে হাতছাড়া করি, আর বলি—না, না, না, না—এমন ভাবে এ শব্দগুলো উচ্চারণ করি যে নানান অর্থে তা ব্যঞ্জনা পায়: আর, অবশেষে, খুব তাড়াতাড়ি বলি, বিদায়, শুভরাত্রি, খুকু, ঘুমোও সুখে।" নিশ্চয়ই, আমার বিশ্বাস ইতিমধ্যেই বোকার মত কত কি লিখে ফেলেছি; কিন্তু, আমাদের নিকট—আমরা যারা পরস্পরকে অমন গভীর ভাবে ভালবাসি, তা মোটেই বোকামি নয়। আজ ছ

দিন হলো আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে এসেছি ; ঈশ্বরের দোহাই, বিশ্বাস করো, মনে হয় যেন কত বছর তোমাকে দেখি না ! মনে হয়, আমার চিঠি পড়ে তুমি কখনও কখনও ব্যথিত হবে, কারণ সাত তাড়াতাড়ি আমি চিঠি লিখি, আর অত ভালও লিখতে পারি না। বিদায়, প্রিয়ে আমার এক এবং অদ্বিতীয়, বিদায়। দুয়ারে সাজান গাড়ি ··· ··। বিদায়, যেমন আমি তোমাকে ভালবাসি, তেমনি চিরকাল ভালবেসো আমায়। তোমাকে আমার লক্ষ চুম্বন, তোমার চিরকালের প্রেমমুগ্ধ ভালবাসায় অধীর স্বামী—

মোজার্ট

আলেকজাণ্ডার পুশ্‌কিন্

১৭৯৯—১৮৩৭

পুশকিন্‌কে রাশিয়ার বাইরন বলা হ'ত এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁ'র স্থান টলষ্টয় বা টুরগেনিভ-এর পরেই। Oregin নামক বিখ্যাত উপন্যাসের নায়িকা টিটানিয়ার (যিনি Oregin এর প্রেমে পড়েছিলেন) চরিত্রের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের যে কোন নারী চরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে।

পুশকিন তাঁর স্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকেই তাঁর সরল রসিক হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

বল্‌ডিনো—৩০।১০।১৮৩৩

প্রাণাধিকে, কাল তোমার দু'খানা চিঠি পেলাম। আমি তোমার কথাই কেবল ভাবি।

লোকে তোমার পেছনে ঘোরে—তাতে তোমার আনন্দ হয়

—অন্তত তাই হ'ল গিয়ে তোমার আনন্দের কারণ! মধু থাকলেই মৌমাছির ঝাঁক আপনিই এসে জোটে, তোমার প্রেমের মধুপানের জন্য মধুপদের আর তোমার আহ্বান করতে হবে না!

ওগো আমার প্রেমের দেবী আমার চুমা নাও। তুমি যে মন খুলে তোমার প্রেমের কথা সবিস্তারে বলতে পেরেছ তার জন্য তোমায় শত শত ধন্যবাদ। তোমার দিন আনন্দে কেটে যাক্ কিন্তু একেবারে ডুবে যেওনা সুন্দরী! আমার কথা মনে রেখো, ভুলো না আমি আর থাকতে পারছি না, তোমায় দেখবার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। কেমন নাচ গান চল্‌ছে? ভেবনা যে আমার হিংসা হচ্ছে—কারণ আমি জানি যে তুমি একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাবে না!

যা 'ভাল্‌গার'—পঙ্কিল—তা আমি পছন্দ করি না। তোমার বন্ধুর হালচাল একটু বদলেছে—যদি আমার চোখে ঠেকে তবে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করব—মনের দুঃখে আমি যুদ্ধে চলে যাব। তুমি জিজ্ঞাসা করেছ আমি কেমন আছি, আমার দিন কেমন কাটছে!

পুরুষকে যাতে লোকে পুরুষ বলে বুঝতে পারে সেইজন্য আজকাল আমি গোঁফ দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেছি—সেই ত হ'ল পুরুষের অলঙ্কার। আমি যখন রাস্তায় বের হই—লোকে আমায় খুড়ো মশাই বলে। আমি ৭টায় উঠি—একটু কফি খাই! ৩ টা পর্যন্ত প্রায় ঘরেই থাকি। তিনটায় খানিকটা ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আসি। পাঁচটার সময় স্নান করি—তার পর খাবার আসে আলু সিদ্ধ ও রুটি। ন'টা পর্যন্ত পড়াশুনা করি। এমন করেই দিন কেটে যায় রোজ এক রকম।

টলষ্টয়

Count Leo Tolstoi (1828—1910)

মনীষী টলষ্টয়ের নাম বিশ্ববিখ্যাত। মানব সমাজ তাঁকে ঋষির ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে। কিন্তু "আনা কারনিনা" ও "রেসারেক্‌সানের" এই লোকবিশ্রুত গ্রন্থকার প্রকৃতই ঋষি ছিলেন না—তাঁর সেই আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা: জ্ঞান হতেই যে লাভ হয়েছিল তা' তাঁর আত্মজীবনী স্বরূপ "কনফেস্‌ন্" গ্রন্থ পাঠেই বোঝা যায়।

৩৪ বৎসর বয়সে তিনি সোফিয়া এন্‌ড্রিএড্‌নাকে বিবাহ করেন—কিন্তু তার পূর্ব্বে তিনি কোন এক বিলাসিনীর প্রতি আকৃষ্ট হন, তার নাম ভেলেরিয়া (Valerea), তাঁকে তিনি কয়েকখানা-প্রেমপত্র লিখেছিলেন। টলষ্টয়ের কোন নিকটতর আত্মীয়ার কাছে ভেলেরিয়া চিঠিপত্র লিখতেন; রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় অলেকজাণ্ডারের অভিষেক উৎসবের জাঁকজমক ও আনন্দকোলাহলের বর্ণনা দিয়ে এমনি একখানি চিঠি ভেলেরিয়া টলষ্টয়ের সেই আত্মীয়াকে লেখেন এবং তারই প্রসঙ্গে কোন প্রকারে টলষ্টয়ের প্রথম প্রেমপত্র ভেলেরিয়ার উদ্দেশে প্রেরিত হয়। সেদিন তারিখ ছিল ২৬শে আগষ্ট ১৮৫৬ সাল।

তোমার মধুমাখা চিঠিখানি এইমাত্র আমার হাতে এসে পড়ল। আমার প্রথম পত্র যা' সাধারণ চিঠি মাত্র ছিল—তাতে আমি বিশদ ভাবেই বলেছি কেন আমি তোমায় চিঠি লিখি আর সেই কারণেই আজ আবার তোমায় লিখছি; কিন্তু আজ আমার মনের অবস্থা অন্যরূপ। প্রথমদিনের চিঠি যে মন নিয়ে লিখেছিলাম সে মন আর আজ আমার নেই। 'সেদিন আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম তোমার

প্রতি আমার আকর্ষণকে চেপে রাখতে, আর আজ চেষ্টা করছি তোমার প্রতি আমার মনে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে তাকে দমিয়ে রাখতে। তুমি আমার আত্মীয়ার কাছে যে চিঠি লিখেছ তা পড়ে তোমার প্রতি আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে, আমি অতি কষ্টে সেই অনুভবকে জয় করতে চেষ্টা করছি। শুধু যে ঘৃণা তা নয়—তার সঙ্গে আছে হতাশা, আছে দুঃখের ভাব।

তোমার বিলাস ব্যসন, তোমার বহুমূল্য পরিচ্ছদই কি তোমায় সুখের নিদর্শন? কেন তুমি এ কথা লিখলে? এই সব কথা কি নিছক আমার আত্মীয়ার উদ্দেশেই লিখছ? বল, কেন এসব লিখলে? হয়ত তুমি আমাকে জান—জানিনা আমার অন্তরের পরিচয় তুমি পেয়েছ কিনা—তা যদি পেয়ে থাক তবে বুঝবে তোমার ওই সব কথা আমার অন্তরে কতখানি আঘাত করেছে। আত্মপ্রকাশ করবার এই কি রীতি! লোকের কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সরাসরি 'আমি কি' এই পরিচয় দিলে নিজেকে ছোট করা হয়। আত্ম-পরিচয়ের এ রীতি নয়। তার চেয়ে নিজের সম্বন্ধে তুমি যদি একেবারেই নীরব থাকতে তাহলে তোমার সম্বন্ধে লোকের ধারণা বড় হ'য়ে থাকত—কারণ, গোপনের মোহই মানুষকে মাতিয়ে তোলে তখন জানবার আগ্রহ হতো তাদের প্রবল

অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তোমার পরিচয় করিয়ে দিত, তোমাকে লোক সমাজে প্রকাশ করত, তাতে তুমি লোকের কাছে নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে—সেই নূতন গুণ হচ্ছে বিনয়। আমি যা বলছি তা কাব্যকথা নয়—বিজ্ঞান দর্শন নয়, এই হ'ল লোকরহস্য। সত্য কথা বলতে কি—আমার মনে হয় তোমার বহুমূল্য পরিচ্ছদের চেয়ে সাধারণ পোষাকেই তোমাকে বোধহয় মানায় ভাল।

মানুষকে ভাল না বেসে অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজকে ভালবাসার উদ্দেশ্য মহৎ হ'তে পারে না, সে উদ্দেশ্য অসৎ—শুধু অসৎ নয়, তা বিপজ্জনক। তুমি যখন উচ্চ সমাজের নও, তোমার পক্ষে তাদের সঙ্গে মিশতে যাওয়া নিরর্থক—তাদের সম্বন্ধ শুধু

তোমার ওই সুন্দর মুখচ্ছবি আর তোমার পোষাকের পারিপাট্য— যা কখনই তোমায় মহীয়সী ও প্রকৃত আনন্দময়ী ক'রে তুলতে পারবে না।

উৎসবের মত্ততায় তোমার দামী পোষাক যে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল তা জেনে প্রকৃতই আমার আনন্দ হ'য়েছে—আর আমি বলি সে-ধনাঢ্য ব্যারণ তোমায় বক্স ক'রেছিল তার মত নির্বোধ আর নেই। যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম তাহ'লে আমি আর সকলের মতই আনন্দে ব্যস্ত থাকতাম, তোমাদের দিকে ফিরেই তাকাতাম না। এ কথা বলছি, কারণ আমি জানি তোমার সে বিপদই নয়, ও একটা নিছক বিলাস মাত্র। যাক্, অনেক কথাই লিখলাম। ইচ্ছা ছিল মস্কোয় গিয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করি—কিন্তু এখন আর সে ইচ্ছা নেই।

তুমি আনন্দে থাক—তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তোমার হৃদয়ে আরও প্রীতি আনুক—আমি তোমার চক্ষুশূল ও দীন সেবক হ'য়েই থাকি।

টলষ্টয়

টলষ্টয়ের এই চিঠিখানা পেয়ে ভেলেরিয়া কোন জবাব দিলেন না। টলষ্টয় অবশেষে বহু অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অভিষেক উৎসবের পর ভেলেরিয়া য়াসনায়া পলিয়ানাতে চলে আসেন। টলষ্টয় তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন, হঠাৎ একদিন কাকেও কিছু না বলে মনীষী টলষ্টয় সেণ্ট পিটার্সবুর্গে চলে যান, সেখান থেকে ভেলেরিয়াকে যে সব পত্র লিখেছিলেন তারই দুই একটি নীচে দেওয়া হল।

১২ই নভেম্বর ১৮৫৬

প্রিয়তমে,

তোমার কাছ থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে মন আমার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়েছে। আর যে স্থির থাকতে পারছি না। মানুষের

যতখানি ধৈর্য থাকা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত ধৈর্য নিয়ে এতদিন অপেক্ষা করেছি কিন্তু আর পারি না। আজ আবার তোমায় লিখছি —রাত্রি এখন ১২টা—তুমি তো জান রাত্রি ১২টার সময় প্রেমিক হৃদয় যদি নিসঙ্গ থাকে তবে তার মনের কি অবস্থা হয়!

কি জন্য আমায় চিঠি দাওনি—বল। প্রথম প্রথম তোমার জন্য মন কত খারাপ হ'য়েছে—তারপর হয়েছে রাগ—তারপর থেকে আমি যেন অন্যরকম হ'য়ে গেছি—আজ যেন আমার মনে এসেছে একটা উদাস ভাব—আর এসেছে ভগবদ্ভক্তি। এখন আমার অন্তর থেকে কে যেন বলে উঠছে—হবে, এতেই হবে তোমার সুখ—তোমার আনন্দ! যখনই তোমার কথা মনে হয়—তোমার প্রেমে যখন অন্তর বিভোর হ'য়ে ওঠে তখন ইচ্ছা হয় তোমার কাছে ছুটে যাই—প্রাণখুলে তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করি—মনের কথা খুলে বলি; আবার যখন তোমার ওপর আমার রাগ হয়—তোমার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ি, তখনও ইচ্ছা হয় তোমার কাছে গিয়ে মনের সেই ভাবান্তরের কথা তোমায় বলি, আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দিই যে তুমি বা আমি কেউই কাকেও বুঝতে পারিনি—তোমার আমার পক্ষে পরস্পরকে ভালবাসা বা আমাদের মধ্যে প্রেম হতে পারে না, আর তার জন্য দায়ী আর কেউ নয়—দায়ী শুধু সব শক্তিমান পরমেশ্বর আর আমরা উভয়ে।

যাই হোক, তোমার কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে, কখনও আত্ম-প্রবঞ্চনা করোনা—বিবেককে প্রতারিত করোনা, স্রোতের মুখে ভেসে যেও না—অটুট রেখো তোমার প্রেম—একনিষ্ঠা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন—আচ্ছা আজ তবে আসি।

টলষ্টয়

আর একদিন টলষ্টয় লিখলেনঃ—

প্রিয়তমাসু,

এই মাত্র তোমার চমৎকার মনোমুগ্ধকর চিঠিখানি পেলাম। তোমাকে প্রিয় বলে সম্বোধন করলাম বলে যদি আমার কোন দোষ হ'য়ে থাকে তাহ'লে তুমি আমায় ক্ষমা করো। ছোট দুটি অক্ষর "প্রিয়ে"—কি সুন্দর!—কি মধুময়! আমার মনের সম্পূর্ণ ভাবটি এই দুটিমাত্র অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে। তোমায় 'প্রিয়ে" বলে ডাকলে মনে হয় আমার যা কিছু বলবার সবই বুঝি বলা হ'য়ে গেল! তোমার সঙ্গে যখনই কথা কই তখনই মনে হয় আর কিছু নয় শুধু তোমায় প্রিয়ে বলে ডাকি, কেবল 'প্রিয়ে' আর কোন নামে ডাকলে আমার অন্তর তৃপ্ত হয় না। খুব অল্প কথাতেই শেষ করব এ চিঠি, বেশী কিছু লিখব না, কারণ বাইরে অনেক কাজ পড়ে আছে। অনেক কাজ—কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, আর এই কাজের চাপে পড়ে আজ ক'দিন রাত্রে ঘুমাবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পাইনি।

তুমি তো জান দু'তিনজন প্রকাশকের সঙ্গে আমার চুক্তি হ'য়েছে! ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে লিখে দিতে হবে। একটা ছোট গল্প লিখেছি বটে কিন্তু ঠিক যেন মনের মত হয়নি, মনে হচ্ছে সেটাকে আর একবার দেখা দরকার, কিন্তু কি করে দেখি বলত! একে ত আমার সময় মোটেই নেই, তার উপর মনের অবস্থা ভাল নয়—তবু আমায় কাজ করতে হবে, কারণ—একদিকে যেমন আমার কথা রাখতে হবে, তাদের যা কথা দিয়েছি তা নড়চড় হবে না, আবার অন্যদিকে যাতে সাহিত্যিক-সুনাম বজায় থাকে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার লেখা পড়ে লোকে এতদিন যে সুখ্যাতি করে এসেছে তাকে ত আমি মোটেই হারাতে পারি না, তার মূল্য যে সবচেয়ে বেশী—অথচ এত মন খারাপ; নিজের মনে এমন একটা অতৃপ্তির ভাব এসেছে যাতে করে জগতের সব জিনিসেই আমার

বিতৃষ্ণা, সবেতেই যেন রাগ। কেন যে লোককে কথা দিলুম! আমার নিজেরই কতকগুলো পুরানো অচল লেখা—সেগুলিকে আর চোখ বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে না। কত নূতন ভাব মনের ভিতর কিলবিল করচে, কত চমৎকার আদর্শ! আহা!

তোমার আগের পত্রের উত্তরে তুমি আমার মনের অবস্থার আভাষ পেয়েছ। যাক্ সে সব আমি মোটেই পছন্দ করিনা। তুমি যদি আমায় ভালবাস, আমি যা চাই তুমি যদি তা-ই হতে পার তবে ওসব মনের অবস্থা ভালমন্দে কিছুই যায় আসে না। তোমার চিঠি পড়লে মনে হয় যে, তুমি প্রকৃতই আমায় ভালবাস আর সেইজন্য তুমি জগৎকে আবার নূতন করে প্রত্যক্ষ করতে শিখেছ। সৎকে ভালবাস—আধ্যাত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে মহীয়সী হও। পূর্ণতার পথে এগিয়ে চল!

এই যে পথ ঐ ত মুক্তির পথ—এপথে চলতে শিখলে এজীবনে পাওয়া যায় সুখ—আর পরকালেও চিরানন্দ, এর তো এখানেই শেষ নয়—এতো অনন্ত! জন্ম জন্মান্তরেও এ পথের শেষ হবে কিনা জানা নেই—কিন্তু তবু চলতে হয়, এ পথে আনন্দ পাওয়া যায়,—এযে সচ্চিদানন্দের পথ।

তোমার সহায় ভগবান। প্রিয়ে! এগিয়ে চল—ভালবাসতে শেখো—শুধু আমাকে নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগতকে। মানুষকে ভালবাস—প্রকৃতিকে ভালবাস—ভালবাস গান, ভালবাস কবিতা—যা' ভাল তাকে ভালবাস। মনকে এমন ভাবে তৈরী কর যাতে প্রকৃত স্নেহাস্পদকে চিনে নিতে পার। প্রেমই জগতের আদর্শ—প্রেমই সুখ!

যদিও অবান্তর কথা এসে পড়ছে, তবুও বলি নারী যে নিজেকে গ'ড়ে তুলবে তার অন্য প্রধান কারণ আছে। পুরুষের পত্নী হওয়াই হয়তো নারীর বিধিলিপি, কিন্তু তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ—তাকে হ'তে হবে গর্ভধারিণী, শুধু কামিনী নয় (আমার কথা বুঝতে পারছ?) এবং গর্ভধারিণী হতে হবে বলেই তাকে উৎকর্ষ লাভ

করতে হবে, কারণ নারী জীব-জননী, জীব ধাত্রী! রাগ করছ প্রিয়ে! আমার কথায় বিরক্ত বোধ করছ?

তুমিতো সব সময়েই বল যে তোমার প্রেম পবিত্র, মহান। আমাদের একের অন্যের প্রতি প্রেম জানান বা ভালবাসা আর কিছুই নয়—শুধু পরস্পরের দেহের প্রতি আকর্ষণ। আমাদের উভয়ের প্রেম পবিত্র কি মহান সে বিচার তো আমরা করব না, করবে তৃতীয় ব্যক্তি।

তোমার রুচির কথা বলি। তুমি যদি মনে কর তোমার সুরুচি আছে—সেই ধারণা যদি তোমার হয়ে থাকে তা হলে আমি বলব যে—তোমার ধারণা ভুল। তোমার রুচি ঠিকই আছে, কিন্তু তা সুরুচি নয়, আর সুরুচিও যদি হয় তবে তুমি ঠিক কেতাদোরস্ত নও, মানে ঠিক কায়দা-কানুন তোমার জানা নেই। তোমার পোষাক পরিচ্ছদে এত বিভিন্ন রং-এর সমাবেশ কর যে তা দেখে একেবারে পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা পর্যন্ত তোমার বেশভূষার অপ্রশংসা না করে থাকতে পারে না—তারাও বলবে, 'এ সব অচল'! যারা সহরবাসিনী নয় তারাই এ সমস্ত ভুল করে—তোমার পক্ষে তা উপহাসের বস্তু বই কি? জুতা, জামা, মোজা, দস্তানা, চুল আঁচড়ান, এমনকি নখগুলো কাটার মধ্যেও এমন একটা শালীনতা থাকবে যাতে লোকে দেখলেই মোহিত হবে। বেশ একটা ছিমছাম ভাব যা করতে বেশী সময় যায় না অথচ যারাই একটু সৌখীন তারা ত অতি অল্প সময়েই সম্পন্ন করতে পারে। যুবতীর পক্ষে অশোভন হইলেও রং-এর জৌলুসকে না হয় ক্ষমা করা গেল কিন্তু তোমার ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবির কাছে সে রং ম্লান হ'য়ে যায়। তোমার রূপের সঙ্গে প্রসাধনের বাহুল্য মোটেই খাপ খায় না—তোমার হবে সাদাসিদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—কিন্তু লক্ষ্য থাকবে সব দিকে।

আমি আর বেশী কিছু বলব না। যা বললাম তাতে রাগ ক'রোনা। আশা করি তোমার দোষত্রুটি যা আছে সব শুধরে যাবে —আর তুমি যা আছে তার চেয়ে ঢের বেশী গুণবতী হ'য়ে উঠবে।

প্রিয়ে, প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে! আমার লেখা পড়ে রাগ ক'রো না; ভগবান তোমার সহায় হ'ন! বিদায়—

টলষ্টয়

রাশিয়ার দ্বিতীয় ক্যাথরিণ

তৃতীয় পিটারের (Peter 111) মহিষী সাম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন তাঁর দুষ্ট স্বভাবের জন্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অবশেষে স্বামী হত্যা করতেও তিনি কুন্ঠিতা হন নাই। কোন অজ্ঞাতব্যক্তির উদ্দেশে লেখা তাঁর একখানি পত্রের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হ'ল। চিঠিখানা পড়লে মনে হয় যে তাঁর কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অন্য কোন প্রিয়জনকে লিখছেন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজনকে লিখছেন—

এই চিঠিখানা যখন লিখতে আরম্ভ করি তখন আমার মনে ছিল আনন্দ—অন্তরে ছিল সুখ। সে পুলক-হিল্লোল এখন আর নেই।

আজ আমার দুঃখের অবধি নেই—হৃদয়ের সে আনন্দ কোথায় মিলিয়ে গেছে! ভেবেছিলাম জীবনে যে ক্ষতি হল—সে শোক বুঝি সহ্য করতে পারব না। আজ আট দিন হ'ল আমি আমার প্রিয়তমকে হারিয়েছি। সে ত আজ আর ইহজগতে নেই।

যে ঘর ছিল আমার এত প্রিয়—সেই ঘর আজ আমার কাছে অন্ধকার কারাগার বলে বোধ হচ্ছে—শূন্য ঘর যেন হাঁ করে অমায় গিলতে আসছে। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, মনে হচ্ছে সেই যেন কাঁদছে—কথা কইতে যাই—বাক রোধ হ'য়ে আসছে। আহার নেই—

চোখে নেই নিদ্রা। লেখবার পড়বার ক্ষমতা যেন আমার লুপ্ত হ'য়ে গেছে। আমার কি হলো! সে যে আমায় ত্যাগ করে চলে গেছে —তার অভাব তো আর পূর্ণ হবে না—আমার হাসি আমার আনন্দ সবই যে সে নিয়ে গেছে—দিয়ে গেছে দুঃখ—এ দুঃখের অবসান বুঝি হবে না এজীবনে!

দেরাজ খুলে দেখলাম এই চিঠিখানা অসমাপ্ত হ'য়ে পড়ে আছে—শেষ করবার ক্ষমতা আমার নেই—

রবার্ট বার্ন্‌স্‌

Robert Burns (1759-96)

স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত গ্রাম্য-কবি রবার্ট বার্ন্‌স প্রণয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পনের বৎসর বয়সে তিনি গ্রাম-কৃষক-বালিকা নেলী ফিজ্‌প্যাট্রিকের প্রতি আকৃষ্ট হন; তাঁর প্রেমের আকাশে তারপর উদিত হন মিস আর্মার এবং তারপর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিস এলিসন বেগ্‌বি চাষার মেয়ে—রূপবতী।

বার্ন্‌স্‌ এলিসন লিখেছেন:

প্রিয়তমে এলিসন্‌,

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃত পবিত্র ও অনাবিল প্রেম জগতে বিরল। যাক্‌ সে কথা। আমার কাছে তোমার সঙ্গই একমাত্র পবিত্র ধর্ম। তোমাকে পেলেই আমায় সব পাওয়া হয়, আর যদি তোমার সুখ সঙ্গ থেকে কখনও বঞ্চিত হই—যদি কোন কারণে তুমি আমার চোখের আড়ালে চলে যাও তখন তোমায় চিঠি লেখাই হয় আমার

একমাত্র আনন্দ। তাই আমার মনে হয় পুণ্যে যদি স্বর্গ লাভ হয় তবে প্রেমেও (বা প্রকৃত প্রেমদান) মানুষ পুণ্যবান্ হতে পারে— প্রেমেও স্বর্গ ভোগ সম্ভব।

তোমার মুখখানি মনে পড়লেই হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়—সমস্ত সঙ্কীর্ণতা - নীচতা দূরে যায়, প্রাণের হয় পূর্ণ বিকাশ—হিংসা দ্বেষ কুটিলতা থাকে না—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব জীবনকে যেন সার্থক করে তোলে প্রিয়ে! দুই বাহু বিস্তার করে সকলকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা হয়—আকাশ বাতাস আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে—দুঃখীর জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে, হতভাগ্যের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে আপনার-জন করে তুলতে ব্যগ্র হয়ে উঠি।

সত্য বলছি প্রিয়ে—কতদিন কতসময়ে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে ডাকি ভগবানকে,—বলি—"প্রভু তুমি যা দিয়েছ সে ত আমার আশাতীত, তোমার করুণা সহস্রধারায় আমার মাথায় ঝরে পড়ছে—তোমাকে কোটী কোটী ধন্যবাদ। তুমি দিয়েছ আমাব প্রিয়াকে ভালবাসবার শক্তি"। কৃতজ্ঞতায় চিত্ত ভরে উঠে, আবার বলি আশীর্বাদ কর দেব যেন প্রিয়াকে সুখী করতে পারি—তার সুখের, তার তৃপ্তি ও সন্তোষের জন্য আমার সকল চেষ্টা, সকল শ্রম যেন সার্থক হয়। দূরে যাক্ কঠোরতা—হৃদয়ের কোমল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলির বিকাশ হোক! প্রেম না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। নারী সে তো স্বর্গের দেবী—প্রেম ত স্বর্গীয় জিনিষ। নারী সম্বন্ধে কখনও হীন ধারণা যেন আমার না হয়।

তোমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ, তোমাকে যেন যুগে যুগে ভালবাসতে পারি—তোমার হৃদয়ে যেন চিরশান্তি বিরাজ করে।

তোমারই বার্ন্‌স্

কিন্তু এলসিন ছিলেন অন্যের বাগদত্তা। বার্নস্ সে কথা মোটেই জানতেন না কিন্তু একদিন হঠাৎ সে কথা জানতে পেরে মনে যে আঘাত লেগেছিল তাঁর আভাষ আমরা পাই এই পত্রে; বার্নস লিখছেন—

আজ কি বলে তোমায় সম্বোধন করব ভেবে পাই না। তোমার পত্র পেলাম—বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। এতদিন তো আমায় একথা জানাওনি! আমার হৃদয় নিয়ে এভাবে খেলা করা তোমার মত কোমলাঙ্গিনীর উচিত হয়েছে কিনা কে বলবে! অন্তরের এ বেদনা ভাষায় কি প্রকাশ করা যায়! সে চেষ্টাও আমি করব না—করে লাভ? কেই বা তা বুঝবে—কার এমন দরদ! একবার—দুইবার, বারবার পড়েছি তোমার পত্র—বিশ্বাস করতে পারিনি—স্বপ্ন না সত্য! তোমার চিঠি ছিল বড় করুণ—ভাষা ছিল কোমল, যদিও আমাকে আঘাত দেবার মত একটি ছোট শব্দও তুমি ব্যবহার করনি—তবু সে পত্রের প্রতিটি অক্ষর শেলের মত আমার মর্মে আঘাত হেনেছে, প্রতি বর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত আমার হৃদয় দগ্ধ করেছে। হা অদৃষ্ট!

তুমি লিখেছ আমার জন্য তুমি দুঃখিত, আমি তোমায় যা দিচ্ছি তুমি তার প্রতিদান দিতে পারবে না। তুমি আমায় 'সুখী হও' বলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছ, সত্যই কি তাই! তুমি যদি আমার না হলে তবে আমার সুখ কোথায়—আমার সবসুখ যে তোমাতেই নিহিত। তোমায় নিয়েই আমার জীবন। আশা ছিল তোমায় নিয়ে আমার জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করব—কিন্তু তা হ'ল না। এ জীবনের আজই অবসান হলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন মনে করতাম!

তোমার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য; তোমার সুকুমার সূক্ষ্ম বৃত্তি—এ সব আমায় ততটা মুগ্ধ করে না যতটা মুগ্ধ করে তোমার সকলকে

আপন-করা স্বভাব, তোমার নারী-সুলভ কোমলতা, তোমার শান্ত মধুর ভাব। এইগুলির একত্র সমাবেশ তোমার অন্তরেব এমন একটি পরিচয় প্রকাশ করিয়ে দেয় যার তুলনা সারা পৃথিবীতে আর মিলবে না। মানুষকে সম্মোহিত করবার এই যে গুণরাশি এর একটিও অন্য কোন নারীতে নেই—অন্তত আমার চোখে পড়েনি। তুমি আমার মানসপটে যে ছবিটি নিয়ে বসে আছ জগতের আর কোন নারীই তা ম্লান করতে পারবে না।

আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আমাকে এমন প্রলোভিত করেছিল যে আমার বদ্ধ ধারণা ছিল তোমায় আমি একদিন একান্ত আপনার, একেবারে নিজস্ব ভাবেই পাব ; কিন্তু আজ আমার সব ভুল ভেঙ্গে গেছে, সকল আশার পথে কাঁটা পড়েছে, এখন বুঝতে পারছি তোমাকে চাওয়ার অধিকার আমার নেই। তোমাকে প্রাণময়ী হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী রূপে আর আমি ভাবতে পারব না জানি, কিন্তু বিপদের বন্ধু (বান্ধবী) বলে মনে করতে পারি কি ? এবং সেই ভেবে তোমাব সঙ্গে একদিন দেখা করতে চাই, জানিনা আমার সে ইচ্ছা পুর্ণ হবে কি না !

আব দু'চার দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব , মনে হয় তুমিও আর এখানে থাকবে না বেশী দিন—তাই জীবনের মত তোমায় একবাব শেষ দেখা দেখে যেতে চাই—অন্তত তোমার মুখের শেষ কথাগুলোই হবে আমার অভিশপ্ত বাকী জীবনটুকুর সম্বল। কত কথাই না লিখলাম—আমায় ক্ষমা কর প্রিয়ে. “প্রিয়ে” সম্বোধন এই জীবনের মত শেষ হ'ল। ক্ষমা—ইতি

রবার্ট বার্ন্‌স্‌

(বিরহী কবির এই পত্রের কোন উত্তর মিস এলিসন দিয়েছিলেন কি না তার কোন প্রমাণ নেই, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা পাওয়া যায় নাই)

———

সেনাপতি ব্লুচার

Field Marshal G L. Von Bluecher (1742—1819)

ব্লুচার ছিলেন বিখ্যাত প্রুসিয়ান সেনাপতি। প্রথম জীবনে সামান্য সৈনিক—পরে আপন অধ্যবসায় বলে তিনি সিপাহশালারের পদে উন্নীত হন এবং তারপর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটনকে সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষে ব্লুচারের সহযোগিতা ব্যতীত ওয়াটারলুর যুদ্ধ, যুদ্ধ জয় করা ডিউকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার প্রথম জীবনের কোন পত্রই পাওয়া যায় না। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে Brieme-এর যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার সহধর্মিণীকে যে পত্র লিখেন তারই ভাবানুবাদ আমরা প্রকাশ করলাম। বৃদ্ধ সৈনিক একদিকে যেমন সরল ছিলেন অন্যদিকে বেশ আত্মম্ভরী ছিলেন। পত্রখানি পাঠ করলে তা বুঝতে পারা যায়।

প্রিয়তমাসু—বিপুল বিক্রমে আক্রমণ চলছে। গতকাল নেপোলিয়নের প্রতি প্রথম আঘাত আমিই হেনেছিলাম—জান? যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরই বাশিয়ার অধীশ্বর এবং আমাদের সম্রাট এসে পড়লেন দুজনেই আমার হাতে সব নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আমার বীরত্ব দেখতে লাগলেন। বেলা প্রায় একটার সময় আমি শত্রু-সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম—যুদ্ধ চলল অনেক রাত্রি পর্যন্ত: রাত্রি দশটার মধ্যে নেপোলিয়নের প্রায় সব ঘাঁটিগুলোই আমি অধিকার করলাম। কম ক'রে প্রায় যাটটি কামান আমার হস্তগত হ'ল—আর যুদ্ধে বন্দী হ'ল প্রায় তিন হাজার সৈন্য—বোঝ একবার কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল! আর হতাহতের সংখ্যা—অগণ্য! ভেবে দেখ একবার ব্যাপারখানা! চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠল—রাজারা ত অবাক। আলেকজাণ্ডার ছুটে এলেন—আমার হাতে হাত দিয়ে উল্লাসে চেঁচিয়ে

উঠলেন—"ধন্য ব্লুচার, তুমি আজ রাজাকে বিজয়া করেছ, লোকে তোমার জয়গান করছে—আশীর্বাদ করছি তোমার মঙ্গল হোক।"

আমার ক্লান্তি ঘুচে গেল—পাঁচঘণ্টা ধরে নিশ্চিত হয়ে ঘুমুলাম, কথাছিল আজ সকালে আর একবার আক্রমণ করে শত্রুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে, কিন্তু তা হলো না; নেপোলিয়ন পিছনে হঠছেন—পালাচ্ছেন ফ্রান্সের দিকে। আমরা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি! দেখব একবার কেমন তিনি ফ্রান্সের সম্রাট, কেমন ক'রে আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন? তাঁর মাথার মুকুট আর স্বাধীন সম্রাটের সম্মানস্বরূপ থাকবে না—এখন থেকে তা' হবে পরাধীন সামন্ত নৃপতির প্রতি বিজয়ী রাজাধিরাজের অনুগ্রহ চিহ্ন।

আশ্চর্য আমার সৈন্যেরা—প্রায় সকলেই অক্ষত—তারা তোমাকে স্মরণ কচ্ছে—তোমায় দেখতে চাইছে। এবার শান্তি প্রতিষ্টিত হবে তুমি নিশ্চিত জেনো! কবে তোমার সঙ্গে আবার আমার মিলন হবে সেই শুভদিনের প্রতিক্ষা করছি প্রিয়তমে। আমাদের প্রিয়জন যে যেখানে আছেন সকলকে এই সংবাদ দিও—দেখ, কেউ যেন বাদ না পড়ে! এতবড় একটা ব্যাপার, এতখানি আনন্দ—এর থেকে কাউকে বঞ্চিত ক'রো না।

আনন্দে অধীর—আমার যেন হাত কাঁপছে আর লিখতে পারছি না, কিছু মনে ক'রো না। আমি তোমারই—মনে প্রাণে অন্তরে অন্তরে একান্ত তোমারই--

---

লর্ড পিটারবরো ও মিসেস্ হাওয়ার্ডস্

Lord Peterborough and Mrs. Howards (1658—1735)

ইংলণ্ডের তৎকালিন রাজা দ্বিতীয় জেমস (James II) এর বিরুদ্ধে উইলিয়মস্ অব অরেঞ্জ প্রভৃতি যারা বিদ্রোহ করেছিলেন Third Earl Peterborough তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মিসেস হাওয়ার্ডস (Mrs. Howards) ছিলেন দ্বিতীয় জর্জের (George II) গৃহকর্ত্রী ; Earl of Peterborough ছিলেন তারই প্রণয়াস্পদ।

লর্ড পিটারবরো লিখছেন ঃ

তোমার দিব্যি —সত্যি বলছি আমার সঙ্গে এমন একটি স্ত্রীলোকের পরিচয় হয়েছে যার কাছে প্রথম কথা বলতেই ভয় হ'য়েছিল—তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আমার প্রাণে আতঙ্ক এসেছিল। আমার মনে হয় সারা দুনিয়ার নারী জাতির কাছে আমি একটি মস্ত বেকুফ প্রতিপন্ন হয়েছি।

তাতে যে আমার কি লাভ হ'ল তা বলতে পারি না, তবে ক্ষতি যে হ'য়েছে তা বেশ জানি। এক কথায় বলতে গেলে—আমি হারিয়েছি মনের শান্তি—আত্মার সন্তোষ। জগতের সমস্ত সুখ ও আনন্দ আমার কাছে ম্লান হ'য়ে গেছে—আর বোধহয় মাত্র একজন ছাড়া আর সব মেয়েদের কাছে নিরাশার পাত্র হয়ে উঠেছি।

পুরুষ যে এত সহজে হৃদয় দান করতে পারে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবু যে-সব মেয়ে এই রকম পুরুষদের ভালবাসে তাদের আমি প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না।

আচ্ছা, এখন দেখা যাক্ কি কি উপাদানে পুরুষের হৃদয় তৈরী হ'য়েছে।—তাতে আছে কতকগুলো পরস্পরবিরোধী ভাবের সমষ্টি। তাতে আছে আত্মপ্রীতি—দম্ভ—অসামঞ্জস্য ও—আর এই রকম গুটি-কতক সূক্ষ্মবৃত্তি আর কি! যাদের হৃদয় এই রকম তা'রা আবার নারীকে কি উপহার দিবে ?

সত্য এবং নিষ্ঠার মুখোস মানুষ চায় না। কিন্তু প্রেমিকের হৃদয় সত্য এবং নিষ্ঠায় এতই উজ্জল যে অনেক সময় মিথ্যা ও সত্যের প্রভেদ জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলে—কারণ সময়ে সময়ে মিথ্যার চাকচিক্য চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। সুতরাং আসল হৃদয়কে সহায়তা করবার জন্য একটা নকল হৃদয় চাই, বিশেষত যারা প্রেমের বেসাতি করে—তাদের তো চাই-ই। আসলের মতই এই নকল হৃদয় দগ্ধ হয়, বেদনা পায়, আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়—দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এমন কি এই নকল হৃদয়ের ব্যথা বেদনা কাতরতা আসলের মতই লোকের চিত্ত বিমোহিত করে। তা ছাড়া এর আর একটি গুণ এই যে, যার এ রকম নকল হৃদয় আছে তাকে প্রকৃত অধীর করে তোলে না, মোটেই ভার বোধ হয় না। আমার বোধ হয় প্রভু আমার এই মুক্ত হৃদয়েরই পক্ষপাতী! কি বল?

মিসেস হাওয়ার্ডস্ উত্তর দিলেন:

তোমার চিঠি পড়ে বোধ হল তুমি যেন তোমার নিজের হৃদয়েব কথা লিখছ। কারণ এই মাত্র তুমি নারী ও পুরুষের হৃদয় নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা করছিলে। আহা, তুমি 'সারা জীবন ধরে তোমার মন দিয়ে আমার মনকে বিচার করে যাও—তোমার মনেব সঙ্গে আমার মনের সমতা রক্ষা করে যাও;—তাতে অন্যকিছু হোক না হোক—নকলের মুখোস পরলেও আমি তোমার রূপ যৌবন ও রসিকতার অধিকারী হয়ে থাকতে পারব, কি বল?

তোমার পত্রের শেষাংশ যেন খাপছাড়া বলে বোধ হ'ল। তুমি তো বল যে-দান তুমি আমায় করেছ (যে উপহার দিয়েছ) তুমি তার উপযুক্ত প্রতিদান আশা কর; এবং এই প্রতিদান প্রথমবারের গ্রহিতার ভদ্রতার ওপরই নির্ভর করে। তুমি আবার বাইরণের কবিতার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলে—

"নয়নে নয়নে তুমি চেয়েছিলে মুখে মুখে চুম্বন
হৃদয়ে হৃদয়ে চাহ প্রতিদান মন বিনিময়ে মন।"

আচ্ছা এই কি প্রেম? না দাবী—যা দিয়েছ তা কড়াক্রান্তিতে

আদায় করে নেবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যে নিঃশেষ করে সব দিয়ে দিয়েছে তার তো দেবার মত আর কিছু নেই।

মনে কর তোমার মাত্র একটিই হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় কাকেও দান করবার অধিকার তোমার আছে কি না! আচ্ছা বলত—প্যারী নগরীতে কোন সৌভাগ্যবতী তোমার সেই হৃদয়টি লাভ করতে পেরেছে বলে মনে করে কিনা? টুরিন্ সহরের আর কোন প্রণয়িনীকে তা উৎসর্গ করেছ কি না? ভেনিস, নেপলস্, সিসিলি—এই সব জায়গায় ছয় সাতটি তরুণীকে বারবার দান করেছ—ঠিক কিনা? আমি তাহলে তোমায় কি মনে করব? তুমি ত যাদুকর—ম্যাজিসিয়ান! দানে মুক্তহস্ত! ম্যাজিসিয়ানের টাকার খেলা—যখন যাকে মনে করছে তার হাতে টাকা দিচ্ছে—সে ভাবছে ঠিকই পেলাম—আর তুমিও দান করে যাচ্ছ স্বেচ্ছামত, আসলে কিন্তু ফাঁকা—কিছুই নয়—তোমার সেই একটি টাকা তোমার কাছেই রইল—চমৎকার!

এই চিঠির উত্তরে পিটারবরো লিখলেন :

তুমি ত অনেক কথাই বল্‌লে। এইবার আমার যা বলবার তা বলি—আশাকরি শোনবার মত সময় তোমার আছে। আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তুমি করেছ সে সম্বন্ধে আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে তোমার ধারণা ভুল এবং তোমার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

তুমি প্যারীতে ফরাসী রমণীর সঙ্গে আমার হৃদয় বিনিময় তথা প্রেমের কথা বলেছ। আচ্ছা, তোমার কি তা বিশ্বাস হয়? আমি ইংরেজ, ফরাসীরা আমাদের শত্রু, তাদের দেশের মেয়েকে আমি হৃদয় দান করব? সে কি সম্ভব? তাদের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে হয় না—তাদের যদি কিছু দিতেই হয় তবে তা বোতল কয়েক শ্যাম্পেন, হৃদয় নয়।

তারপর "টুরিনের" কথা—সেখানে গিয়ে ত রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, আজ এ'কে, কাল তা'কে রাজা করা—রাজ্যচ্যুত করা, এইসব করেই তো দিন কেটেছে—প্রেম করবার সময় পেলাম কই?

নারীর কথা চিন্তা করার অবকাশ কোথায়? তাদের মধ্যে কেউ যে আমাকে চেনে বা আমি তাদের কাউকে চিনি—তা বলে তো মনেই হয় না। তবে হ্যাঁ—ভেনিসের কথা বলতে পার, ভেনিস অলস বিলাসব্যসনের জায়গা বটে, কিন্তু কি জানি—ইংরেজের আর ভেনিসীয়দেব আমোদ-প্রমোদ ঢের বেশী তফাৎ—যেমন তফাৎ প্রেম ও ঘৃণার মধ্যে।

তুমি কখনও কোথাও যাওনি বা তোমার মাত্র একজন ছাড়া আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই; তোমাব সঙ্গে তুলনা হ'তে পারে এমন নারী আমি আব কোথাও দেখিনি—মাত্র একজন ছাড়া—আর সে হচ্ছে ইংরেজ-বালা আমার স্ত্রী। যাক্ মোটমাট বলতে গেলে আমার এই কুনো হৃদয়টী কখনও গ্রামের বাইরে যায়নি। আমার আসল নকল তীব্র তরল প্রথম ও শেষ যা কিছু লালসা আকাঙ্ক্ষা প্রেম সবই এই শীতের দেশে, আর সবচেয়ে গভীর ও চিরস্থায়ী ক্ষত লাভ হয়েছে আমারই নিজের লোকেব কাছ থেকে—বাড়িতে। এতেও কি প্রতিদানের কথা বলা আমার পক্ষে খুব অন্যায়? জগতের ধনদৌলতের চেয়ে ছুটো মিষ্টি মধুর প্রেমের কথা বেশী প্রিয় নয় কি!

হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় দাবী করাই ত স্বাভাবিক, হোক তা অযৌক্তিক—কিইবা ক্ষতি হবে তাতে! ওগো প্রিয়ে প্রিয়তমে! আমার হৃদয় আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রো না! তোমার হৃদয় নিয়ে তুমি যা ভাল মনে কর করতে পার—ইচ্ছাহয় বাখতে পার—আর কাউকে দিতেও পার, তবে এই অনুরোধ যদি কাউকে দিতেই হয় তবে দান করার উপযুক্ত লোকের সন্ধান যত দিন না পাও ততদিন তোমার হৃদয় তোমার কাছেই বেখো—যাকে তাকে বিলিয়ে দিও না।

স্যার ওয়ালটার স্কট ও মিস্ কারপেণ্টার

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট মিস্ কারপেণ্টার নাম্নী এক কুমারীর পাণি গ্রহণ করেন। স্কট নিজেই একদিন বলেছিলেন —আমি যে একজন তরুণীর মন হরণ করতে পেরেছি তাতেই আমি ধন্য, তারজন্য আমি গর্ব অনুভব করি। ১৭৯৭ সালে তাঁরা পরস্পর বাগদত্তা হন।

নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি থেকে বুঝতে পারা যায় যে মিস্ কার্পেণ্টার যে ফরাসী রমণী এ কথা জানার পরেই স্কট বিবাহ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নি।

মিস্ কারপেণ্টারের লেখা একটি পত্র :—

Carlisle, October, 25, 1797

মিষ্টার স্কট,, সত্য বল্‌তে কি আপনি যা লিখেছেন তাতে আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই। আমিতো বলেছি আমি এ সব পছন্দ করিনা, কিন্তু তবু আপনি আমায় পত্র লিখতে অনুবোধ করেন কেন? প্রকৃতই আপনার বিবেচনা শক্তি যেন কম বলেই বোধ হয়। আপনি বলেন আমি রহস্যময়ী,—তাই সেই সন্দেহ ভঞ্জন করবার প্রয়োজন বোধেই আপনার এ খেয়ালটুকু আমি বরদাস্ত করি। অপনাকে বলতে আমার বাধা নেই—আমার বাপ ও মা উভয়েই ফরাসী—নাম কারপেণ্টার (Carpenter), বাবা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের চাকরী করতেন। তাঁদের বাস ছিল লয়ন্স-এ (Lyons), আপনি অবশ্য খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে তাঁরা বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে বাস করতেন এবং তাঁরা নিছক সাধারণ ভাবে থাকতেন না, বৈশিষ্ঠ্য তাঁদের ছিলই। আমার দুর্ভাগ্য যে জ্ঞানোন্মেষের পূর্বেই পিতা আমার মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু লর্ড্ ডাউনসায়ার আমাদের দেখা শুনা করতেন। তার কিছু দিন পরেই স্নেহময়ী মাও আমায় ছেড়ে যান—হা অদৃষ্ট!

আশা করি এবার আপনি সন্তুষ্ট। লর্ড ডাউনসায়ার আমাদের

কথা সবই জানেন; তাঁর কাছেই সব শুনতে পারবেন, হয়ত বা ইতিমধ্যে শুনেও থাকবেন।

আপনি তো বলেন যে লর্ড ডাউনসায়ারকে আপনিও কতকটা ভালবাসেন, কিন্তু ক্ষমা করবেন, আপনার মনে শান্তি না আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু আপনাকে ভালবাসতে পারছি না।

যাক্—দুটো একটা কথা বলে পত্র শেষ করি। আপনার পত্রের প্রায় প্রতি ছত্রে "অবশ্য অবশ্য" কথা বসিয়েছেন। ও শব্দটা একটু কম ব্যবহার করুন—কম মনে করবেন—যতটা মনে করবেন আমাকে। আপনি নিশ্চয়ই সাবধান হবেন—অবশ্যই আমার কথা ভাববেন, আমায় বিশ্বাস করবেন।

মিস কারপেন্টার

স্কটের আর একখানি পত্রের উত্তরে মিস কার্পেণ্টার—

Carlisle, Nov, 2, 1797

আপনি আজ আমায় বড় ব্যথা দিয়েছেন। দোহাই আপনার,—'গরীব' বলে অনুযোগ আর করবেন না! আপনি কি আমার চেয়ে দশগুণ ধনী নন্? নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন—আত্মনির্ভরশীল হউন, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি একদিন না একদিন আপনি উন্নতি করবেন। আপনি ওসব বাজে চিন্তা করেন কেন, সত্যই আমার তাতে দুঃখ হয়! আমি চেষ্টা করলে বোধহয় আপনার এ ব্যাধি সারাতে পারব। আমার মনে হয় আপনি খুব বেশী লেখেন! তা হবে না—আমি যখন কর্ত্রী তখন এত লিখতে দোব না।

আচ্ছা, এবার কি লিখছেন বলুন ত? 'মরণ—মরণ' এ রকম চিন্তা আবার মাথার ভেতর এল কি করে? আপনার যখন এ সব চিন্তা—তখন মনে হয় বিয়ে হ'লে নিশ্চয় আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠতেন। বিয়ের আগে এ আপনার বেশ উপহার যা হোক! কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানবেন সে দৃশ্য দেখবার দুর্ভাগ্য আমার হবে না, হবে না! বাঃ—এই চিন্তাই যদি করেন তা হ'লে তো দেখছি আপনি বেশ আনন্দেই আছেন!

তবে এখন আসি প্রিয়তম। আমার মাথার দিব্যি, নিজের শরীরের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন! সে অনাগত দুর্দিনের আশঙ্কা আমার নেই —মনে রাখবেন মিস কারপেণ্টার আপনাকে সত্যই খুব ভালবাসে।

মিস কারপেণ্টার

সারা জেনিংস ও ডিউক অব্ মার্লবোরো

[JOHN CHURCHILL, 1650-1722]

জন চার্চিল—প্রথম ডিউক অব্ মার্লবোরো—ছিলেন সুন্দর সুপুরুষ। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর মত যোদ্ধা খুব কমই ছিল—ব্লেনহেমের যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব কাহিনী ইংলণ্ডের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। সম্রাজ্ঞী এ্যানের সহচরী সারা জেনিংসের (Sara Jennigs) সঙ্গে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয় এবং এই বিবাহের ফলেই তিনি ইংরাজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। সারাকে তিনি ভালবাসতেন প্রাণের অধিক—নিচের পত্রখানিই তার প্রমাণ।

হেগ—২০. ৪. ১৭০৩

প্রিয়তমে,

আজ সকালে তোমার দু'খানি চিঠি পেলাম। চিঠি প'ড়ে উচ্ছ্বাস যেন আর চেপে রাখতে পারছি না, মনে হল তুমি যেন আরও হাজারগুণ ভালবাসা তাতে ঢেলে দিচ্ছ। আমি তোমারই—একান্তই তোমার! সারা দুনিয়া একদিকে আর তুমি একদিকে। তোমার ভালবাসা হারিয়ে পৃথিবীর অতুল ঐশ্বর্যও আমায় সুখী করতে পারবে না—কারণ তুমিতো পৃথিবীর নও, তুমি যে আমার নন্দনের পারিজাত।

জন

দ্বিতীয় পত্র হেগ, ১২ই এপ্রিল, ১৭০৬

প্রাণাধিকে,

এখানে এসে অবধি তোমার কোমল হাতের একখানিও চিঠি পাইনি। আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে যে, এখানে থাকতে তোমার চিঠি পাবার সৌভাগ্য বুঝি আমার হবে না—তোমার লেখা পাবার আনন্দ উপভোগ বুঝি আমার ভাগ্যে নেই!

প্রিয়তমে, তোমার কাছে যাবার, তোমাকে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা আজ এত প্রবল, মনে হচ্ছে যে এ সমরাভিযান আজই শেষ করে দিই। ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু জানাই—প্রভু, প্রিয়ার বিরহ আর যেন সহ্য করতে না হয়! এ বয়সে তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে প্রিয়তমাই যদি কাছে না থাকে তবে কেমন করে আমি দেশের কাজ করব—সে প্রেরণাই বা পাব কোথা হ'তে! ইতি—

জন

শেলী ও মেরি গডুইন

Shelley (1792—1822)

উনবিংশ শতকের বিখ্যাত রোমান্টিক কবি শেলী। মেরি উলষ্টন গডুইনের সাহচর্যে এসে তাঁর জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথমা স্ত্রী হেরিয়েট ওয়েষ্টব্রুকের মৃত্যুর পর শেলী মেরিকে বিবাহ করেন। যুগান্তকারী বিখ্যাত গ্রন্থ Frankenstein এর রচয়িত্রী মিসেস শেলী যে অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারিণী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মেরি গডুইনকে লেখা শেলীর একটি পত্রের সারাংশ দেওয়া হল,—স্ত্রীর জন্য স্বামীর ব্যাকুলতা এর লক্ষ্য করার বিষয়!

মেরী গোড্‌উইনকে শেলীব পত্র

Bagni De Lucca,
Sunday, 23rd Aug, 1818

প্রিয়তমা মেরী,

আমরা কাল রাত্রে বারটায় এখানে এসে পৌঁছেছি। এখন বেলা ৯টাও বাজেনি, তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি। পরে কি করব না করব অবশ্য সে কথা তোমায় লিখছি না—তবে এইটুকু জানি—তোমায় চিঠি লিখছি—ডাক যাবাব আগে পর্যন্ত লিখব। যদিও জানিনা কটায় ডাক যায়—তবু লিখে চলেছি—লিখবও। লেখা হয়ত আজ শেষ হবে না—চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে—বিভিন্ন তারিখে ভিন্ন ভিন্ন লেখা।

তোমায টাকা পাঠাব বলে ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। ফ্লোবেন্স পোষ্ট-অফিস থেকে তোমায় লিখব। তুমি এখনি 'ইষ্টি'তে চলে এসো, সেখানে আমি তোমার আশা পথে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে থাকব। এই চিঠি পাবাব সঙ্গে সঙ্গেই তুমি সব উদ্যোগ করে বেরিয়ে পড়তে পার।

তোমার পরামর্শ না নিয়েই আমি এসকল ব্যবস্থা করলাম, কিছু মনে করো না প্রিয়ে !

প্রাণাধিক, তোমাব ভালর জন্যই এ সব ব্যবস্থা করলাম ; যদি কোন দোষ হ'য়ে থাকে তুমি এসে আমায় ভর্ৎসনা করতে হয করো। কিন্তু যদি আমার কাজ ঠিক বলে মনে কর তবে কিন্তু আমায় চুমো দিতে হবে। ভাল কি মন্দ করলাম বুঝতে পারছিনা—দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়।

একটা কথা বলি—আমার এখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাকে দেখতে শুনতে বেশ ভালো—সুন্দর। চোখে তার তোমারই চোখের ছায়া—তার কথাবার্তা চলা ফেরাও ঠিক তোমারই মতন। দেখো, এলেই বুঝতে পারবে।

এ চিঠি কি করে লেখা হয়েছে জান ? খাপছাড়া ভাবে,—প্রতি

মুহূর্তেই বাধা। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবার জন্য একজন লোক এখনই আসবে। এটি বেশ ছোট-খাট জায়গা। বাড়ী খুঁজতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আজ থেকে চারদিন আমি দিন গুণব। একদিন যাবে তোমার গোছগাছ করতে—আর তিনদিন লাগবে তোমার এখানে আসতে। আচ্ছা যাক্—দশদিন সময় দিলাম—এর মধ্যে যেন আমাদের দুজনের মিলন হয়।

চিঠি ফেলতে হয়ত দেরী হয়ে গেল। সেইজন্য এক্সপ্রেস ডাকেই দিলাম।

প্রিয়ে, তুমি সুখী হও—ভাল থাক—আমার কাছে এস! তোমার চির আদরের শেলীকে ভুলো না—মনে রেখো।

—শেলী

শেলীর আর একখানি চিঠি:

প্রিয়ে, তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করতে পারি। আত্মীয় বান্ধব সকলকে ছেড়ে তোমায় নিয়ে আমি সুখে থাকব।

ইচ্ছা হয় তোমাকে আর খোকাকে নিয়ে কোন নির্জন সাগরের বুকে ছোট একটি দ্বীপে গিয়ে বাস করি। একখানা ছোট নৌকা—তাতে চড়ে জগতের সব কথা ভুলে কেমন বেড়াব! চাই না কাব্য—চাই না কোন কবির সঙ্গ।

ভালবাসা—প্রেম—জগতে কিছুই থাকত না যদি তুমি না থাকতে। তোমা হতেই ভালবাসার উৎস—তাই ভালবাসা এত মধুর।—

তোমার শেলী

লর্ড নেলসন্ ও লেডি হ্যামিল্টন্

নেপলসের ইংরাজদূতের পত্নী লেডি হ্যামিলটনের সহিত বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি নেলসনের যে অবৈধ প্রণয় ছিল নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সদ্য সমর-বিজয়ী নেলসনকে লেডি হ্যামিলটন তাঁর পরিপূর্ণ যৌবন ও অনন্ত সৌন্দর্য নিয়ে প্রথম অভিবাদন করেন তাঁকে আলিঙ্গন করে—আর সেই আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই বীরবর নেলসন এই পরস্ত্রীটির হৃদয়ও জয় করেন। এ প্রণয় ক্ষণিকের মোহ নয়, নেলসনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তা'ছিল গভীর অপ্রতিহত। তা'হলেও এমা হ্যামিলটন ছিলেন নেলসনের ইহকাল; কিন্তু স্বীয় পত্নীর প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না; স্বামীর কর্তব্যে কোনদিন অবহেলা করেন নাই এবং চিরদিন একত্রেই বসবাস করতেন।

২৬শে আগষ্ট, ১৮০৩

প্রিয়তমে এমা,

তোমার চিঠিগুলিই আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয়—সব চেয়ে আনন্দদায়ক। তোমার সান্নিধ্য আমার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস আনে তোমার চিঠিগুলির স্থান ঠিক তার পরেই।

"নেলসন তোমার"—শুধু এই দুটি কথা তোমার মনে চিরজাগরূক থাকুক—এই আমার ইচ্ছা, এই আমার অকাঙ্ক্ষা।

তুমি নেলসনের ইহকাল—পরকাল। তুমি আমার ইষ্টমন্ত্র। তোমার প্রতি আমার স্নেহ আমার ভালবাসা মর্তের নয় স্বর্গের—নৈসর্গিক। একমাত্র তুমি ছাড়া এ ভালবাসা কেউ ছিন্ন করতে পারবে না—আমি তা হ'তে দোব না।

আমার বুকের ধন একমাত্র তুমি—আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা, আর আমিও বোধ হয় তোমার তা-ই। তোমার কাছে আর কেউ আসে তা আমি চাই না—কারো ছায়াও আমি যেন সহ্য করতে পারি না। আমার সে বিশ্বাস আছে—আর অবিশ্বাস করেও তোমার অমর্যাদা করতে পারি না!

তুমি যে সুখে নরফোক ঘুরে এসেছ এ সংবাদে সত্যই আমার বড় আনন্দ হ'ল। আমার অচ্ছেদ্য প্রেমের বাঁধনে বেঁধে আর একদিন তোমায় নিয়ে যাব। আজ আসি।

তোমারই নেল্‌সন

নেলসনের দ্বিতীয় পত্রখানা ভিক্টরী জাহাজ থেকে লেখা।

ভিক্টরী; ২৯শে সেপটেম্বর, ১৮০৪

এমা, আজকের দিনে আমি জন্মেছিলাম। এই দিনটি আমার বড় প্রিয়—বড় সুদিন—বছরের যে কোন দিনের চেয়ে আজকের দিনটি বেশ পয়মন্তর—আমার ভাগ্যের সূচক। যেহেতু এই দিনে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম বলেই ত আমার সকল প্রিয়ের প্রিয় তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছে। যদি না জন্মাতাম তাহলে তো তোমায় পেতাম না প্রিয়তমে! তোমারও বোধ হয় তাই মনে হয়—অন্তত আমি তা-ই মনে করি।

ছয়চল্লিশ বৎসর ধরে চলে আসছে অবিশ্রাম পরিশ্রম। সাধারণ মানুষ এর বেশী আর কি আশা করতে পারে। তাই আমি ভাবছি জীবনের আর যেটুকু সময় আছে তা শান্তি ও আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারলেই সার্থক হবে।

এর পরের চিঠিখানাও ভিক্টরী জাহাজ থেকে লেখা। এতে ইতিহাসের খোরাকও যথেষ্ট পাওয়া যায়—সন তারিখ ও বিষয়-বস্তুর অবতারণা থেকে। তাঁহার স্বীয় পত্নী হোরাসিয়াকেও যে কখন অনাদর করেন নি তারও আভাষ পাওয়া যায়। চিঠিখানা কেবল এমাকে সম্বোধন করে নয়, অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদেরও সম্বোধন করা হয়েছে এতে।

ভিক্টরী, ১৯শে অক্টোবর, ১৮০৫

প্রিয়তমে এমা ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ,

এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল যে শত্রুর সমবেত নৌশক্তি আমার বিপক্ষে নিয়োজিত হয়েছে এবং সে-বাহিনী বন্দর পরিত্যাগ করে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বাতাসের তত জোর নেই, সুতরাং আগামী কালের আগে সে বাহিনীর সম্মুখীন হবার আশা আমার কম। অদৃশ্য মহাশক্তি রণ-দেবতার আশীর্বাদে আমার শ্রম যেন সার্থক হয়—সব প্রচেষ্টা যেন সফল হয়। আমি যা কিছু করিনা কেন আমার সর্বদাই চেষ্টা আমার নাম তোমার ও হোরাসিয়ের কাছে চিরপ্রিয় হয়—কারণ তোমাদের দুজনকেই যে আমি বড় ভালবাসি। এখন যা লিখছি তা হয়ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তবু ভগবানের কাছে প্রার্থনা, যুদ্ধের পর এ চিঠি শেষ করবার সুযোগ আমায় দিও প্রভু!

ভগবান তোমাদের যেন নিরাপদে রাখেন—নেল্‌সনের আজ এই প্রার্থনা।

২০শে অক্টোবর (অর্থাৎ তার পরদিন)

আজ সকালে আমরা 'প্রণালীর' মুখের কাছে এসে পৌঁছেছি। এখনও পশ্চিমের বাতাস জোর হয়নি তাই ট্রাফালগারের কাছে এখনও বিপক্ষের নৌবাহিনী বেশ প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। তবু যতদূর সম্ভব গুণে দেখা গেল ওদের আছে চল্লিশখানা যুদ্ধজাহাজ।

তার কতকগুলো Cadiz এর আলোকস্তম্ভের সামনে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়। আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে যে রাত্রির মধ্যেই সব জাহাজগুলোই আশ্রয়ে ফিরে যাবে। (রাত্রির মধ্যেই সব আমি ধ্বংস করতে পারব!)

ভগবান! আমরা যেন জয়ী হ'তে পারি—সব শান্তি হোক!

ট্রাফালগার নৌযুদ্ধের পর দেখা গেল এই অসমাপ্ত পত্রখানি নেলসনের টেবিলের উপর পড়ে আছে। লেডি হ্যামিলটনের হাতে দেওয়া হ'ল—চিঠিখানির শেষ পৃষ্ঠায় প্রেমিকা লিখলেন তাঁর প্রেমিকের উদ্দেশে—

"হায়! এমা আজ অভাগিনী! তুমি ধন্য নেলসন, তুমি আজ প্রকৃতই সুখী"!

হ্যাজলিট ও মিস্ ওয়াকার

William Hazlitt & Miss Walker (1778-1830)

উইলিয়ম হ্যাজলিট খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচক। মহাকবি শেক্সপীয়রের যে সমালোচনা তিনি করেছেন তা আজও বিদ্বজ্জনের পরম আগ্রহের সামগ্রী হয়ে আছে। তিনি থাকতেন এক দর্জির বাড়িতে আর সেই দর্জির মেয়ে মিস্ ওয়াকারকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। এই অবৈধ প্রেমের ব্যাপার নিয়েই স্ত্রীর সঙ্গে হ্যাজলিটের চিরকালের মত বিচ্ছেদ হয়।

মিস উইণ্ডাম, মিস ঘ্যালষ্টন, মিস স্যালী প্রভৃতি প্রণয়িনী থাকা সত্ত্বেও হ্যাজলিট এই মিস ওয়াকারের জন্য উন্মত্তপ্রায় হয়েছিলেন, তাকে একসময় লিখেছিলেন—

প্রিয়ে, আমার চিঠি পেয়ে হয়ত তুমি খুব বিরক্ত হবে, হয়ত আমায় গালাগাল করবে, কারণ তোমার কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে বুঝি আমি আমার কাজে ফাঁকি দিচ্ছি অর্থাৎ সাহিত্যচর্চায় মন দিচ্ছি না। কিন্তু সত্যই বলতো প্রেমপত্র কি সাহিত্যের অঙ্গ নয়! প্রেম নইলে কি সাহিত্য হয়? আর যত কাজই করি না কেন তোমায় কি ভুলতে পারি? দেখ. কতবার কত বাধা বিঘ্ন এসেছে—কত লোক তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কই তোমার কাছ থেকে আমায় পৃথক করতে পেরেছে কি? কোন কিছুই আমাদের পৃথক করতে পারেনি—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তোমায় সুখ দিতে পারিনি, তোমার মনে আনন্দ দিতে পারিনি। কিন্তু তবু বাতাস যেন কাণে কাণে বলে যায়—আমি চিরদিন তোমারই—তুমি আমারই। মনে পড়ে কবি বাইরণের কথা—

"তব পাশে সখি র'ব চিরদিন
ইহলোকে র'ব দুজনা
পরলোক বলে যদি থাকে কিছু
সেথাও বিরহ স'ব না।"

তোমাকেও আমি এই কথাই বলি—বল প্রিয়ে, তুমিও কি তাই চাও?

আজ আমরা আছি সতেজ সুন্দর কিন্তু জরা ও বার্ধক্যে যেদিন প্রপীড়িত হব, যখন সবাই আমাদের পরিত্যাগ করে যাবে, সেদিন আমার এই শিথিল বাহু তোমায় আশ্রয় করে থাকবে—শেষে তোমার কোলেই মাথা রেখে আমি অনন্ত শূন্যে মিলিয়ে যাব।

তুমিই তো আমায় একদিন বিশ্বাস করিয়েছিলে যে তুমি আমায় ঘৃণা কর না, তুমি আমায় বড় ভালবাস—সে কথা কি আজ ভুলে গেছ? সেদিনকার সেই অনুভূতি, সেদিনের সে আনন্দ-স্পন্দন (যদিও আজ তা স্বপ্ন বলে মনে হয়) আমায় তোমার কাছে চিরঋণী করে রেখেছে। সেদিন ভেবেছিলাম জীবনে আর আমায় কাঁদতে হবে না, কিন্তু আজ আবার আমার চোখের জল গড়িয়ে আসছে। মনে হচ্ছে বুকখানা বোধহয় ফেটে যাবে—তার স্পন্দন যাবে থেমে, সে হবে হিম অসাড়!

কি লিখছি বুঝতে পারছি না- এত কথা লেখতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ওগো, একদিন তুমি আমার ছিলে, আজ আর কেউ নও—তোমাকে আর পাব না—তোমায় যে চিরদিনের জন্য হারালাম—এ আমি সহ্য করতে পারি না।

প্রিয়তমে দাও তবে শেষ একটু চুমা দাও, তুমি যদি আমার না হও—আমি যেন তোমার ক্রীতদাস—দাসানুদাস হ'য়ে থাকতে পারি এই আমার কামনা।

হ্যাজলিট

উইলিয়ম কন্‌গ্রিভ্‌ ও মিসেস্‌ আরাবেলা হান্ট্‌

William Congreve

and

Mrs. Arabella Hunt (1670—1729)

উইলিয়ম কনগ্রিভ ছিলেন নাট্যকার। ড্রাইডেনের পরই ছিল তাঁর স্থান। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে The way of the World, Love for Love এবং Old Bachelor এই তিন খানি নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি নিজে যেমন ছিলেন সাহিত্যিক তেমনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করতেন—এবং সেই সঙ্গে মিশতেন সুন্দরী সমাজে। তাঁর সঙ্গীনীদের মধ্যে সুগায়িকা ও নটি মিসেস আরাবেলা হান্ট—মিসেস হেনরিয়েটা—মার্লবরোর ডিউকের পত্নী—এঁরাই ছিলেন প্রধানা।

মিসেস আরাবেলাকে একসময়ে তিনি লিখেছিলেন :

সুপ্রিয়াসু! তোমাকে যে ভালবাসি—তা'কি তোমার বিশ্বাস হয় না? এতখানি অবিশ্বাসী হবার ভান করা তোমার উচিত নয় কিন্তু? বেশ, আমার কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তবে দেখ আমার দিকে চেয়ে—আমার চোখই আমার কথা তোমায় জানিয়ে দিবে। একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার চোখের দিকে তাকাও বুঝতে পারবে—বুঝতে পারবে তোমার চোখে কি মোহ আছে। আমি আমার অন্তর দিয়ে তা বুঝতে পারি।

কাল রাত্রির কথা মনে কর, মনে কর সেই প্রেম-চুম্বন—সে ত ঈশ্বরের দান! সে আগ্রহ—সে ভয়ব্যাকুলতা - সেই স্বর্গীয় সুধার স্বাদ- সেই হৃদয়-গলানো চুম্বন। সে আবেগে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল ;- সেই দুরু দুরু কম্পন—ও প্রেমগুঞ্জন আমার সমস্ত সত্বাকে বিচলিত করেছিল। সব যেন ঘুলিয়ে দিয়ে

আমার মাঝে যে আলোড়ন এনেছিল সেকি সব বৃথা? তোমার ওষ্ঠাধরের সেই আঘাতে আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত—আমার প্রাণশক্তি লুপ্তপ্রায়। আমি ত রোধ করতে পারিনি প্রিয়ে! কিন্তু তবু সে বড় মধুর চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু!

একদিনে কী না হ'তে পারে? কোন রাতে আমার মনে হয়েছিল—আমার মত সুখী বোধ হয় কেউ নেই—আমার কোন অভাবই নেই। মনে হয়েছিল সবাই বুঝি আমারই মত সুখী! মনে হয়েছিল দূরে, বহুদূরে—কেউ কোথাও নেই—কিছু নেই, শুধু আছি আমি আর তুমি। এই সব শক্তিমান—সে সব পাপে, এত লোকের আনাগোনা, বাহির বিশ্বের এত কোলাহল—সবই যেন নীরব মনে হয়েছিল—সকলের মাঝে আমি যেন একাকী!

সেদিন কেউ আমার মনকে ধরে রাখতে পারেনি। এমন মনেও আর কারো ঠাঁই নেই, কেবল তোমার জন্যই আমার প্রাণ—তুমি ছাড়া আর কারো কথা সে ভাবে না। মনে হয় সে কোনদেশে সুদূর জনমানবহীন রাজ্যে বুঝি আমি একটি মাত্র সঙ্গী নিয়ে নির্বাসিত, কিন্তু সেখানে কোন অভাব নেই, যা চাই তাই পাওয়া যায়। আহা, সত্যই যদি তা সম্ভব হ'ত তাহলে তোমায় নিয়ে জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতাম।

আমার জীবন নাট্যের দৃশ্য যেন হঠাৎ বদলে গেছে। করুণ দৃশ্য! আমার চারিদিকে আজ শূন্যতার বেড়াজাল—নীরস প্রেমহীন—সবই এক সঙ্গে আজ তোমারই আশা পথ চেয়ে আছে। তোমার অভাবে সব ম্লান। জগতের সৌন্দর্য যা তোমাতেই রূপ পরিগ্রহ করেছে, সব সৌন্দর্য তোমাতেই লীন হ'য়ে আছে প্রাণেশ্বরী! তবু এ বড় মধুর—বড় আনন্দময় মনের এ-অবস্থা। এর কারণ তুমিই প্রেয়সী, আমার মন আজ স্থির—চিত্ত একাগ্র, একান্ত আগ্রহে তোমাতেই নিবদ্ধ। তুমি আজ একমাত্র ধ্যান—ধারণা—উপাস্য, তোমারই গুণ কীর্ত্তনে আজ আমার আনন্দ। আমার যা কিছু ইহকাল-পরকাল সম্পদ বিপদ আশা আকাঙ্খা—সবই আজ আমার তুমি।

তুমি—তুমি যদি আজ বিরূপ হও তবে আমার ভাগ্য চির-অন্ধকার—অনন্ত দুঃখ। বেদনা ও হতাশাতেই হবে এর পরিসমাপ্তি।

—

টমাস্ কারলাইল্

Thomas Carlyle (1795-1881)

কারলাইলের জীবন যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে তাঁর বিবাহিত জীবনের কথা অজ্ঞাত নয়। তবু তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে সমস্ত প্রেমপত্র লিখেছিলেন তা সবই অনাবিল প্রেমের নিদর্শন এবং তৎকালীন সাহিত্যে সেগুলি যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে একথা স্বীকার না করে পারা যায় না।

একসময়ে মিস্ Welshকে তিনি লিখেছিলেন—(অবশ্য তাঁদের বিবাহের পূর্বে) :

প্রিয়তমাসু, তোমার চিঠি পেলাম ; এর প্রতি লাইনে তোমার অন্তরের যে আনন্দ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে আশা করি আজও তা ম্লান হয় নি এবং সেই পুলকানুরাগের আকর্ষণেই আমি হব তোমার! তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে এবং যা বলব তাতে তোমার আমার মিলনের পথ আরও সুগম হ'য়ে উঠবে। তোমাকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন বলে মনে করি, তাই যা বলব তা-হবে আমাদের প্রেমের অনুকূলে—নইলে এর পরিণাম মঙ্গল নয়।

তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? তুমি কি আমার হবে? চিরদিনের জন্য তুমি কি আমার আরাধনার ধন হবে? বল, এ আশা কি হৃদয়ে পোষণ করতে পারি? বল, একবার তোমার সম্মতি আমায় জানাও, আমি তোমার সুখের জন্য সব ব্যবস্থা করব। তোমাকে সাদরে আমার হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করবার সকল আয়োজন করি,—আমার শ্রম সার্থক হোক! যে মুহূর্তে আমার সব আয়োজন সম্পূর্ণ

হবে সেই মুহূর্ত্তেই তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার অন্তরে হবে তোমার ঠাঁই। যত ঝঞ্ঝা যত বিপদই আসুক তোমায় আমায় কখনও পৃথক হবো না।

আমার কল্পনাকে তুমি হয়ত নিছক আকাশকুসুম মনে করছ, কিন্তু তা ত নয় সুন্দরি! আমার যা কিছু চিন্তা—তোমায় নিয়ে আমার যা কিছু ভাবনা সবই ত এই কল্পনাকে আশ্রয় করেই! আমার এ কল্পনা, এ স্বপ্ন যদি কোনদিন বাস্তবে পরিণত হয় সে দিন হবে আমার সকল ব্যাধির, সকল শ্রমের পরিসমাপ্তি ও সার্থকতা। আমার স্বাস্থ্য ভাল হবে, আমার সতেজ হৃদয়ে আসবে অপার আনন্দ—আসবে আমার কর্মে উৎসাহ, বেড়ে যাবে আমার ক্ষীণ প্রাণশক্তি। আমি যে সে সবই হারিয়েছি—শুধু তোমারই জন্য।

আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, তোমাকে পেলে তোমার প্রেমের কাছে আমার এই শিক্ষা হবে যে হারাণ জিনিস ফিরে পাবার উপায় কি! আমি আজ এ-সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। আমি নিজে যা অনুভব করি আর লোকের হৃদয় দিয়ে তা যাচাই করেনি'।

তুমি সেদিন সাহিত্যের কথা বলেছিলে; সাহিত্য হ'ল জীবনের মদের মত—আনন্দ দেয় নেশা আনে মাদকতা আনে কিন্তু পেট-ভরায় না। সেত আর খাদ্য নয়—সে ত নেশার জিনিস। যারা সাহিত্যের সেবা করে তারা ঘরসংসারের কথা ভুলে যায়—কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়। তারা পারিবারিক ও সামাজিক আমোদ উপভোগ করতে পায় না। গৃহধর্মে যে নৈসর্গিক শান্তি আছে—যে শান্তি ইতর প্রাণীও অনুভব করে—হ'ক তা ক্ষণস্থায়ী - তা তারা পায় না—সে জিনিস ছন্দের ঝঙ্কারে নেই, শিল্পীর তুলিতে নেই, এমন কি গানের মূর্চ্ছনাতেও তা আছে বলে সাধারণ গৃহীর মনে হয় না। 'তাই লেখক হওয়ার চেয়ে মানুষ হওয়াই আমার মত।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি বড় অসুখী। তোমার উদ্যম আছে, কর্মশক্তি আছে কিন্তু কর্মের আধার নেই। তোমার আছে

দরদী হৃদয়—আছে বুদ্ধি—আছে বিচারের ক্ষমতা। তোমার সৎ গুণরাজি আদর্শ পত্নী হবার মতই আছে কিন্তু তুমি ত তা হবে না। তা না হ'য়ে তুমি শুধু ঘুরছ কক্ষচ্যুত গ্রহের মত। ওগো মহীয়সী নারী, ওগো ছলনাময়ী এস ফিরে এস! আমিও আজ নিরবলম্ব, আমাকেও যেন কিসে স্থির হ'তে দিচ্ছে না, এস আমরা ফিরে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাই। একে অন্যের মধ্য থেকেই জীবনের মন্ত্র লাভ করি কেমন ক'রে বাঁচতে হয়। এস আমরা দুই এ-পৃথিবীর অধিবাসী—আমাদের পরস্পরের বিপরিতমূখী বৃত্তিকে একইদিকে পরিচালিত করি, একই আকাশের তলে রৌদ্রস্নাত ধরনীর রূপ রস গন্ধ উপভোগ করে প্রকৃতির সুস্থ সবল সন্তান পরিণত হই। আমরা চাই গোলাপের মত ফুটে উঠতে—সৌরভে দশদিক আমোদিত করতে কিন্তু তার উপযুক্ত ক্ষেত্র আমরা রচনা করতে পারলাম কই। গোলাপের সৌরভ রূপ রস পাপড়ি পাতা গাছ বীজ ক্ষেত্র—এ সব নিয়েই ত তার পূর্ণতা! সংসারই ত মানুষরূপ গোলাপের ক্ষেত্র—আর এই সংসারের কর্তব্য সম্পাদনেই তার রূপ তার সৌরভ তার গোলাপত্ব।

তুমি হয়ত বলবে—"ওসব কবিত্ব। সংসারের কর্তব্য ত কবিত্ব করলে পালন হয় না। গৃহীর চাই অর্থ সে অর্থ তোমার কই যে সংসারী হ'তে চাইছ? সংসারের সর্বসুখের অন্তরায় যে অভাব সে অভাব মোচনের উপায় তোমার কই?"

বর্ত্তমানে আমার আয় যদিও অল্প তবু ন্যায়সঙ্গত প্রায় সমস্ত খরচই এতে কুলিয়ে যাবে। আমার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকত তা হলে এই আয়ে বিলাসিতাও চলত। সৌখিন প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু লাভ করা একেবারে যে অসম্ভব তা বলা যায় না, তবে লোক দেখানো বাজে খরচ করা এর দ্বারা চলবে না। এক কথায় তার নাম 'চাল'! এ 'চালের' কি মূল্য আছে? লোকের কাছে নিজের নকল ঐশ্বর্য প্রকাশ করে কি লাভ? বাহিরের জাঁক-জমক প্রকৃত মনুষ্যত্বের অন্তরায়। আমরা উভয়ে যদি উভয়কে ভাল-

বাসি, পরস্পরের কর্তব্য যদি আন্তরিকভাবে সুসম্পন্ন করি, প্রকৃত মানুষের মত নিজের শ্রমার্জিত অর্থে একে অন্যের তৃপ্তি বিধান করতে পারি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হই, তবেই আমরা যথার্থ সুখী দম্পতি হব। বিবেকই হ'ল সব। নিজে যা নই তাই প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলে বিবেককে প্রতারিত করা হয়। কি যায় আসে প্রিয়ে যদি জ্যাক্ বা টম্ আমাদের চেয়ে ধনী হয়, আমি ধনী হই বা দরিদ্র হই, কিছু ক্ষতি নেই, কারণ আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসতে জানি বা ভালবাসি।

* * *

এস প্রিয়ে, তোমাকে আর আমার বলবার কিছু নেই। এস আমার বুকে এস! এস, দুজনা দুজনাকে অবলম্বন করে জীবন কাটিয়ে দি, একসঙ্গে বাঁচবার পালা শেষ হ'লে আমরা একসঙ্গেই মৃত্যুকে বরণ ক'রে নোব।

ওগো দেবী বল, নিজমুখে বল, তুমি কি আমার হবে? তোমাকে পাওয়ার আশা কি আমার পক্ষে একান্ত দুরাশা? তোমাকে চাওয়া আমার পক্ষে কি মূর্খতার পরিচয় হবে?

তুমি কি আমাকে ভালবাস না? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয়? তোমার ভাগ্য যে আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, আমার অদৃষ্ট তোমার উপর নির্ভর করছে—এসব কথা তোমার কি একেবারেই ধারণা হয় না? তুমি 'না' বলতে পার না--আমার প্রেম তুমি অস্বীকার করতে পার না, পার কি? আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস—তোমার অন্তর যে আমার অন্তরের সঙ্গে মিলতে চাইছে। আমি যেমন তোমায় চাই, তুমিও তেমনি আমায় চাও—নয় কি?

তোমার উত্তরের আশায় বুক বেঁধে বসে আছি। আমি জানি তুমি আমায় বসিয়ে রাখবে না—আশায় রাখবে না। ভগবান

তোমার মঙ্গল করুন—তোমার মতি পরিবর্ত্তন হোক, তোমার মনের কি ইচ্ছা জানিও। বিদায় চুম্বন—

তোমার কার্লাইল

এই পত্রের উত্তরে মিস্ ওয়েল্শ কারলাইলকে লিখলেন:

মঙ্গলবার, ৩রা অক্টোবর, ১৮৮৬

তুমি আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর প্রিয়তম! তুমি আমায় দুঃখ দিতে পার, আবার তুমিই আমায় সুখের স্বর্গে তুলতে পার। আমি ত তোমারই হাতের খেলার পুতুল। তুমিই ত আমার হৃদয়কে ঘাতসহ করে তুলেছ—এখন যত দুঃখই আসুক আমি অনায়াসে তা সহ্য করব।

ওগো বন্ধু! তুমি আমার প্রতি সদয় হও, দেখবে আমি তোমার প্রেমময়ী পত্নী হবো—তোমায় সুখী করতে আমার সর্ব্বস্ব তোমায় বিলিয়ে দোব। তোমার মুখের দিকে যখন চেয়ে দেখি, তোমার প্রেমের কথা যখন শুনি তখন সে কথা আমার অন্তরকে আলোড়িত করে; তখন আমার কাছে সমস্ত জগৎ তুচ্ছ মনে হয়। মনে হয় তুমি আমার সব, কিন্তু যখন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও তখন সে সব অন্ধকার হয়ে যায় প্রিয়তম, আমার কিছু ভাল লাগে না—অন্তর বেদনায় ভরে উঠে।

মা এখনও আসেন নি। এই সপ্তাহের মধ্যেই আসবার কথা আছে। তারপর একসপ্তাহ তাঁর কাছে থাকব তারপর আমি তোমার হব প্রিয়তমে—চিরদিন তোমারই থাকব।

তোমায় আমায় যদি সুখে মনের আনন্দে বসবাস করতে না পারি তবে দোষ আমার নয়—দোষ তোমার। এই আমার শেষ চিঠি। বল স্বামী, তুমি আমায় ভালবাসবে? তুমি আমায় ভালবাসা দাও, আমায় তোমার চির আদরের ধন ক'রে তোল!

সারা বার্নার্ড ও পিটার বার্টন

SARAH BERNHARDT To PETER BERTON

সারা বার্নার্ড (Sarah Bernhardt) ছিলেন উনবিংশ শতকের বিখ্যাত অভিনেত্রী। হীন বংশে তাঁর জন্ম—কিন্তু অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য ও নৃত্যকুশলতায় তিনি সামান্য অবস্থা থেকে যশের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী পাঠে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি, শুধু জানি না তাঁর পিতৃ-পরিচয়। লোকে বলে তাঁর মা ছিলেন ইহুদী এবং পিতা একজন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসী নাবিক। তাঁর জন্ম ও বাল্যবৃত্তান্ত এত কলঙ্কময় যে তিনি তাঁর পিতৃমাতৃ পরিচয় গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন—এই হ'ল সকলের ধারণা। সারার চরিত্রে বিভিন্ন ও বিপরীত প্রকৃতির সমাবেশ একত্র পরিলক্ষিত হয়। নানা ঘাত প্রতিঘাতে কখন তিনি কোমল হৃদয়া আবার কখন নিষ্ঠুর। তাঁর দাসদাসী, নাট্যালয়ের পরিচারকেরা তাকে 'ঘূর্ণি বায়ু' বলে বলত। তাঁর মত সুন্দরী যেমন সে যুগে ছিলনা বললেই হয় তেমনই তাঁর চেয়ে বেশী প্রেমপত্র কেউ লিখেছে কিনা সন্দেহ। তাঁর সেই সব পত্রের সম্বন্ধে যদি কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করত তা হ'লে তিনি বলতেন "এইসব পত্র কোন বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু তা চির দিনের সামগ্রী নয়"। প্রকৃত পক্ষে সে-চিঠি নিছক প্রেমের অভিব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। তিনি ভালবেসেছিলেন মাত্র তিনজনকে। তাদের মধ্যে Peter একজন—বিখ্যাত "Zazza" গ্রন্থের জনক। বিবাহ সম্বন্ধে তার ধারণা অন্যরূপ—তাই ১৮৮২ অব্দে এক গ্রীক ভাস্করকে বিবাহ করার আটমাস পরেই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি বলতেন "বিবাহ আসলে পুলিশের অনুমোদিত বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।" প্রেমের গুরুত্ব কোনদিনই তিনি উপলব্ধি করেননি বা করতে চাননি। তিনি একসময়ে বলেছিলেন 'বন্ধুত্ব—যার অপর নাম প্রেম,—সেটা হচ্ছে আর কিছুই নয়, শুধু

স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পুরুষের কতকগুলি সুবিধা আদায়ের ব্যবস্থা, আর স্ত্রীকে পুরুষের বশে আনবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র বা প্রলোভন। এই প্রেম যেন বিনাখরচায় হোটেলে বসে খানা খাওয়া, এতে বিনা-পয়সায় গান শোনা, নাচ দেখা ও খাওয়া হয়। এক কথায় নারীর প্রতি পুরুষের প্রেম হ'লো পুরুষ পায় এমন কতকগুলো জিনিস যা-সব দাম দিলেও কিনতে পাওয়া যায় না আর সেইটীর পার্থিব লোকের কাছে সবচেয়ে কাম্য ও বড় জিনিস্।"

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনজন প্রেমিকের মধ্যে "The Odesa", "Fedora" প্রভৃতি লেখক ভিক্টোরিয়ান্ সাডনকে লিখেছিলেন—"জান কি তোমায় আমি কত ভালবাসি? হলুম বা আমি বিবাহিতা—কি আসে যায় তাতে? তুমি এ কথা ভেবোনা অন্য এক পুরুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে বলে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কমে গেছে—বিয়ে হ'য়েছে বলেই আগের মত তোমাকে আর ভালবাসি না! তা যদি ভেবে থাক তা হ'লে ভুল করেচ। আমি তোমার আগেও ছিলাম এখনও সম্পূর্ণ তোমারই। স্বামী এক জিনিস আর প্রেমিক অন্য জিনিস, স্বামীকে ত্যাগ করা যায় কিন্তু প্রণয়ীকে যেন চোখের আড়াল করা যায় না।" আশীবৎসর বয়সে তিনি মারা যান। চিঠি তাঁর অনেক,—বর্ত্তমান গ্রন্থে স্থানাভাব বশত পিটারকে লেখা কয়েকখানা পত্রের সারাংশ দেওয়া হল।

ওগো প্রিয়তম,

তুমি যখন চলে গেলে তখন আর থাকতে পারলাম না, বালিকার মত কেঁদে উঠলাম। তোমাকে যা বলেছি সে সব ভাবতে আমার কষ্ট হয়—সত্যই তার জন্য অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি—আমায় ক্ষমা কর। সময় সময় রূঢ় ভর্ৎসনা আপনা হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—কোন রকমে তা চেপে রাখা যায় না। নারী যে প্রণয়িনী—প্রেমকেই জীবনের সার জ্ঞান করে প্রেমাস্পদকে যে নিজের সম্পূর্ণ স্বত্বাদিয়ে উপলব্ধি করতে চায় তার কাছে সমস্ত জগৎ প্রেমময় হ'য়ে ওঠে। আর সেই প্রেমের একটু ব্যতিক্রম হ'লেই মাঝে মাঝে তার নিজের অজ্ঞাতেই প্রণয়ীর প্রতি মৃদু ভর্ৎসনা স্বভাবতই হয়ে থাকে।

তারপর অনুতাপ এসে মর্ম্মে আঘাত করে। তুমি চলে যাবার পর আমারও যে তাই হয়েছিল প্রিয়! আমি অভিমানবশে তোমার ওপর রাগ করে যে সব জিনিস বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম সে সব আবার কুড়িয়ে এনে পরম যত্নে যেখানকার যা সব তুলে রেখেছি—আদর করে কত চুমা খেয়েছি।

ওগো প্রাণেশ্বর, এস ফিরে এস! তুমি যেখানে গেছ সেখানে আর থেকো না, সে তোমার উপযুক্ত স্থান নয়—সে যে নরক। এস—আমি তোমার জন্য স্বর্গ তৈরী করে রেখেছি—তোমার সিংহাসন শূন্য, এস, এস প্রিয়তম, সে শূন্য আসন পূর্ণ কর।

তুমি যে কাজ করেছ সে কি তোমার শোভা পায়! তুমি যদি আমায় ভালবাসতে তা হ'লে কখনই এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারতে না। যে ভালবাসতে জানে সে ভাল কাজও করতে পারে। তুমি যে রাগ করে রাত চারটার সময় ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলে সে কাজ কি তোমার পক্ষে উচিত হ'য়েছে? আমি না হয় রাগের বশে তোমায় দুটো কটু কথা বলেছিলাম, তোমার দুটো একটা জিনিস বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু পুরুষ হয়ে আমায় একাকী রেখে তোমারও চলে যাওয়া কি ঠিক হ'য়েছে! আমি নারী, ক্রোধে অভিমানে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিলাম বলে তোমারও কি কাজটা ঠিক হ'য়েছে? আমি বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু আমার রাগও অভিমানের কি কোনই কারণ নেই? তোমাকে সেই মেয়েটির সঙ্গে প্রকাশ্যে দেখেইত আমার নারীত্ব গর্জে উঠেছিল। আচ্ছা তুমিই বল তার বয়স তোমার চেয়ে দ্বিগুণ কিনা? তার সঙ্গে তোমার বিহার ও বিচরণ সত্যই জগতের লোককে আশ্চর্য ক'রে দিয়েছে। এরকম সাহচর্যের কোন মূল্য আছে কি?

তোমার যদি বস্তুতই কোন লাভের আশা থাকত তাহলে তুমি তার সঙ্গে বেড়াও, কেউ তা বারণ করবে না। তোমার আর্থিক স্বার্থ যদি তার সঙ্গে জড়িত থাকত তবে না হয় লোকে ক্ষমার চক্ষে দেখত। তোমার যখন সে রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না তখন বুড়ীর সঙ্গে

বেড়ান, মেলামেশা তোমার উচিত হয় নাই। ধরে নিলাম তোমার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, যা-কিছু ছিল তা ওই বৃদ্ধার। সে বৃদ্ধা হয়ত তোমার সঙ্গে কোন বৈষয়িক পরামর্শ করছিল কিম্বা তোমাকে দিয়ে তার কোন কাজ করিয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল! কিন্তু তাও ত নয়—কারণ তাহ'লে বুড়ীর উচিত ছিল তোমার কাছে ভদ্রভাবে আসা, তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়া! তার সাজশয্যার আড়ম্বর ও তার চালচলন শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচির ভদ্র মহিলার মতই হওয়া সমীচিন ছিল। কিন্তু একি! কি বিশ্রী তার রুচি! তারমত বয়সের মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে আরও মার্জ্জিত হওয়া উচিত ছিল—শালীনতা বোধ থাকা একেবারে অসম্ভব নয়! কিন্তু সে-সব ত তার ছিলনা, অধিকন্তু রাস্তায় যেতে ওরকম ক'রে অল্প বয়সী ছেলেদের দিকে কামকলুষনেত্রে তাকান মোটেই সভ্যসমাজের নয়। আমি বেশ লক্ষ্য ক'রেছি তার চোখে ছিল লালসার দৃষ্টি! আমি শপথ ক'রে বলতে পারি—আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে মোটেই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ঘরের নয়, সে কখনই ভদ্রপল্লীর নয়—খারাপ—কুলটা—বারবিলাসিনী সে। সুতরাং তার সঙ্গে তোমার চলাফেরা করতে দেখে আমার রাগ হইতে পারে না কি? এ যে আমার নারীত্বকে অপমান করা! অবশ্য কাল তোমায় এত সব কথা বলে তোমার মনে আঘাত করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। সত্য বলছি আমার সেই উদ্দেশ্য মোটেই নয়—কিন্তু তবু হঠাৎ কোথা থেকে কি হ'তে কি হয়ে গেল! আমি নারী হ'য়েও বলছি—কে ভাল আর কে মন্দ সে বিচার তোমার কাছে করাব না। প্রকৃত কথা বলতে কি, ভাল মন্দ চেনা বড় কঠিন; তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে কি নেই সে বিচার করাও কঠিন। দুয়ের মধ্যে ফারাক এই যে সুচরিত্রা যারা, তারা তাদের অতীত জীবনের আদর্শ সামনে রেখে জীবন-পথে এগিয়ে যায়, আর কুলটারা চলে ভবিষ্যতের দিকে পেছন ফিরে। সরল ভাষায়—যারা ভাল তারা চায় যে তাদের সুনাম যেন বজায় থাকে, তাদের আছে আত্মসম্মান বোধ; আর মন্দেরা চায় বর্ত্তমানেই সব ভোগ ক'রে নিতে, ভবিষ্যতের কলঙ্ক ভয় তাদের

হৃদয়কে বিচলিত করে না—অবশ্য এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত! থাক্—সে কথা। তুমি ফিরে এস! তোমার সারা এখন চোখের জল সম্বল ক'রে বেচে আছে! এস তাকে সান্ত্বনা দাও। হৃদয়ে আছে তার অনন্ত প্রেম আর তা তোমারই জন্য প্রিয়তম।

তোমার সারা

আর একখানি পত্র

পিটার, প্রিয়তম আমার,

অনেক রাত হয়েছে। খোলা জানালার ফাঁকদিয়ে ভোরের বাতাসের আমেজ আসছে। মনে হয় সকাল হ'তে আর বেশী দেরী নেই। বিশ্ব নিদ্রিত শুধু আমি জেগে আছি—তোমায় চিঠি লিখছি! তোমাকে প্রত্যহ কিছু না লিখে আমি ত ঘুমোতে পারি না। আমার যৌবন-উপবনের তুমি যে একটিমাত্র কুসুম; তোমার সংবাদ না নিয়ে কেমন করে আমি নিশ্চিন্ত থাকব প্রাণেশ্বর! তোমার ভাল লাগুক আর না লাগুক আমার যে তোমাকে বলতেই হবে—শুনে তোমার আনন্দ বা লাভ কিছু না হ'তে পারে কিন্তু আমার যে তাতে আনন্দ হবে প্রিয়তম! নিদ্রা? সেত বিলাস, কর্ত্তব্য ফেলে রেখে বিলাসব্যসনে সময় কাটান উচিত নয়।—তাইত এত রাত্রেও তোমায় এক কলম না লিখে শয্যা গ্রহণ আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমার সুখ—আমার গৌরব, আমার যাকিছু সম্পদ সবই তোমার সঙ্গে ভাগ করতে চাই। তুমি আমার সুখের অংশীদার না হলে যে আমার তৃপ্তি হয় না! তোমায় অংশ না দিয়ে কি ভোগ করতে পারি? সবই তোমায় দিতে পারি, শুধু পারিনা আমার দুঃখের অংশ তোমায় দিতে। সে ত আমার নিজস্ব। আমার ব্যথা বেদনা দুঃখ কাতরতা আমি পূর্ণমাত্রায় পেতে চাই—তোমায় কি তা দিতে পারি—সে বিষয়ে আমি একান্ত স্বার্থপর। আমার দুঃখ ত তোমায় দেবই না, অধিকন্তু তোমার দুঃখের সবটুকুই আমি কেড়ে নিতে চাই!

তোমার সুখের পথের যত বাধা আমি দূর করে দিয়ে তোমার যাত্রাপথ সুগম করে তুলব। দুর্ভাগ্যের প্রতিটি অন্তরায়, দুঃখের যত কিছু কণ্টক আমি নিজ হাতে উপড়ে ফেলে তোমার পথ পরিষ্কার করে দোব গাণাধিকে। তোমার কোমল চরণ পথের কাঁটায় যে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যাবে! মাটিতে হাঁটবার জন্য ত তোমার পা দুটির সৃষ্টি হয়নি দেব! নারীর কোমল হৃদয় মাড়িয়ে চলাতেইত তাদের সার্থকতা। তোমার চলার পথ পরিষ্কার ক'রে আমার হৃৎপিণ্ড টেনে আনব—বিছিয়ে দোব তোমার পথে—তুমি আসবে তার উপর দিয়ে। ওগো দেবতা—এস, তেমনি করে এস আমার কাছে। আমি হব দখিন হাওয়া—তোমার ক্লান্তি ঘুচিয়ে ব'য়ে আনব ফুলের সৌরভ, ছড়িয়ে দোব তোমার গা'য়, তুমি আসবে পূর্ণ মিলনানন্দের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। প্রতি পাদক্ষেপে যদি তুমি আমার ওপর নির্ভর না কর, তা হ'লে তোমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করতে পারলাম কই? আহারে বিহারে শয়নে তন্দ্রায় জাগ্রতে তুমি যদি আমার বশ্যতা স্বীকার না করলে তবে বৃথাই আমার নারীজন্ম! নারী হ'য়ে পুরুষকে জয় করতে যদি না পারলাম তবে বৃথাই নারীত্ব।

"কেন এসব কথা লিখছি জান? আমি জানি এসব পড়ে তুমি নিশ্চয় অবাক হ'য়ে যাবে। আচ্ছা, তুমি কতবারই না বলেছ যে আমার প্রেম—বাস্তব প্রেম অর্থাৎ সম্পূর্ণ দৈহিক। তার উত্তরে আমি বলতে চাই যে প্রেমমাত্রই বস্তুতান্ত্রিক, জড় জগতে আধ্যাত্মিক প্রেম বলে কোন কিছু আছে বিশ্বাস হয় না। নৈসর্গিক প্রেম নিসর্গেই সম্ভব, এখানে সম্ভব নয়। বস্তুতান্ত্রিক জীবন মরুভূমির মত—মানুষ এখানে পশুপ্রবৃত্তি প্রধান—আদিম প্রবৃত্তি তার মজ্জাগত হ'য়ে আছে; আত্মরক্ষার যা কিছু অস্ত্র সবই ক্ষণভঙ্গুর; শারীরিক শক্তি বলে বেঁচে থাকার জন্য অহর্নিশি দ্বন্দ্ব করতে হয় মানুষকে। সারাটা জীবন যদি দেহের চাহিদা মেটাবার কাজেই ব্যয় হয়ে যায়—অর্থাৎ বস্তুর অভাব পূর্ণ করতে কেটে যায়—তবে স্বর্গীয় প্রেমের চর্চা করবার সময়

কোথায়? আত্মা ত আর আশমানে থাকতে পারে না—দেহকে যখন তার আঁকড়ে থাকতেই হবে তখন দেহের চাহিদাকে (ক্ষুধাকে) আত্মারই ক্ষুধা বলে ধরে নিতে হবে। আত্মার কোন সুযোগ এখানে নেই, আত্মার নিজস্ব কোন জিনিসেরি অস্তিত্ব নেই। তার সুযোগ সুবিধা দূরের কথা সবটুকুই তার বাধা (বন্ধন)? আত্মা এখানে আসে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও অরক্ষিত হয়ে এবং জন্মগ্রহণের পর থেকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সে একেবারে অসহায় ও ভীত হয়ে পড়ে। আমার মনে হয় প্রকৃত যে আত্মা তা বহুপূর্বেই এ দেহটা ত্যাগ করে চলে যায়—যা থাকে তা শুধু প্রতিবিম্ব এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই আবার সে তার পুরাতন আবাসে ফিরে এসে পুনর্জন্ম পর্যান্ত অপেক্ষা করে। দেহের শিরা উপশিরা রক্ত মাংস মেদ চক্ষু কর্ণ নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়—এগুলো ত আত্মা নয় প্রিয়তম।

আমার মতে এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন বা আত্মিক প্রেমের বিনাশ না করতে পারলে যদি মানুষকে শান্তি পেতে হয় তবে তা আশ্চর্য্য নয় কি? মর্ত্যের মানবের কাছে নৈসর্গিক প্রেম আশা করাও মূর্খতা। তা হতে পারে না—হয় না।

আমরা ত তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী এই আছি এই নেই। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের আমরা সামান্য কণা মাত্র আমরা কি চিরস্থায়ী কিছু করতে পেরেছি? কোথায় সে ব্যাবিলন, কোথায় সেই দামস্কস্? তাদের আসল প্রাণ ত করে চলে গেছে শুধু ধ্বংস স্তূপ। আমরা এখানে ধ্বংসের স্তূপ ও আবর্জনা সৃষ্টি করতে আসি। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল দেহের মধ্যে থেকে আত্মাই বা কি করে শাশ্বত অক্ষয় হতে পারে? সে শিক্ষা সে পাবে কোথা থেকে!

* * *

লিখতে লিখতে সকাল হয়ে গেল—সূর্য্য উঠেছে। চোখে দিনের আলো লেগে চোখ ঝলসে গেল—লেখা ছেড়ে শুতে যাচ্ছি। চিঠিতে

কি লিখেছি না লিখেছি—তা আর পড়ে দেখব না। কারণ সারারাত যে মন নিয়ে লিখেছি সে মন আর এখন নেই, সুতরাং ভাবের সামঞ্জস্য রাখা আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তাই পাছে চিঠিখানা অসমাপ্ত রয়েছে মনে হয়, সেই ভয়ে আর পড়ব না।

আমাকে দৈহিক প্রেমিকা বলে আর কোনদিন উপহাস করো না। কারণ আমিত বলেছি দৈহিক (বস্তুতান্ত্রিক) ছাড়া আর কোন "ইকে"র স্থান এখানে নেই। যিনি এখানে দৈহিক ছাড়া আর কিছুর সন্ধান করতে আসবেন তিনিই ঠক্‌বেন; 'দৌহিক' ছাড়া আর যা কিছু করতে যাওয়া মানে বৃথা সময় নষ্ট করা। আমাকে আর কিছু ব'লো না—উপদেশ দেওয়া বৃথা, আমি এইটুকু জানি বা বুঝি যে আমি তোমায় ভালবাসি। আমি চাই না যে তুমিও প্রতিদান স্বরূপ আমাকে ভালবাস—সে দাবী আমার নেই। তবে এই অনুরোধ যে তুমি যেন আমার এই ভালবাসা প্রত্যখ্যান করো না। ওগো তোমাকে ভালবাসার অধিকারটুকু যেন আমার থাকে! আর যদি একান্ত ভালবাসতেই হয় তবে "দৈহিক" ভালবাসাই আমার আকাঙ্ক্ষা। তোমাকে আমি যা দিচ্ছি তার বেশী আর তোমার কাছে চাইবার অধিকার বা আশা আমার নেই! তুমি যে দয়া করে তোমাকে ভালবাসার অনুমতি দিয়েছ তাই আমার যথেষ্ট। আমার এ প্রেম (দেহজ) তুমি যে ভাবে ইচ্ছা পরখ ক'রে নাও।

তুমি হয়ত ভাবছ এ কথা ত তোমায় মুখেই বলতে পারতাম—মিছামিছি চিঠি লেখা কেন? তার উত্তরে আমি বলব—যে সব কথা তোমার কাছে মুখ ফুটে বলতে পারি না সেই সব কথাই তোমায় পত্রে লিখে জানাচ্ছি—জানই ত মেয়েমানুষের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। যা বলতে পারি না তা-ই লিখি, আবার যা লিখতে পারি না তা-ই বলি। এতে তোমারই তো লাভ প্রিয়তম। আমার কথা ত তুমি সব সময় শুনতে পাও না, তাই যখনই ইচ্ছা হবে তুমি চিঠিখানি খুলে পড়বে, আমার গোপন মনের কথা শুনতে ও জানতে পারবে—ঠিক কি না?

আজ রাত্রে তুমি এসো, তোমার 'সারা'কে তোমার দুই বাহুর আলিঙ্গনে ধন্য করে তোল ! তার বদলে 'সারা' তোমায় দেবে তার হৃদয়—তার দেহ—দেবে তোমাকে অজস্র চুম্বনোপহায়, কেমন? তুমি ঘুমুবে, 'সারা' চুমায় চুমায় তোমার ঘুম ভাঙ্গবে। সে কি আমার পক্ষে দুরাশা প্রাণেশ্বর—তোমার এক কণা অনুগ্রহ কি আমি আশা করতে পারি না ? তোমার একটুখানি আলিঙ্গন, তোমার একটু প্রেম আমার জীবনের একমাত্র সম্বল হয়ে থাকবে।

অপর একখানা পত্র।

পিটার, প্রিয় আমার,

কেন আমরা সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকতে পাই না ! সকালে ঘুম ভেঙ্গে তোমার সুন্দর মুখখানি প্রত্যহ কেন দেখতে পাই না ! ঘুম ভাঙ্গতেই তোমায় না দেখে যেন আমার কাছে সমস্ত জগত মরুভূমি বোধ হচ্ছে,—সূর্য্য উঠেছে—তার সোনালী আলোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—নির্ম্মল আকাশ নীল—বাতাস ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে কিন্তু এ সব আমার কাছে মূল্যহীন। তোমার অভাবে সবই ম্লান—নিষ্প্রাণ। কেন এমন হয় ? তোমার বিহনে জীবন আমার নীরস, কি সার্থকতা আছে এসবের যদি তুমি আমার কাছে না থাক প্রিয়তম !

মাত্র দশটি দিন আগে তুমি আমায় চুমো দিয়ে এখান থেকে চলে গেছ কিন্তু এই দশ দিন আমার কাছে দশযুগ বলে মনে হচ্ছে। তুমি ছাড়া আমার যত প্রিয়জন আছে তাদের বিরহ আমি অনায়াসে সহ্য করতে পারি, তাদের সহজে ভুলতে পারি—আর তাদের ভুলে যাওয়াই আমার উচিত—কিন্তু প্রাণাধিক তোমার ক্ষণেকের অদর্শন যে আমার সহ্য হয় না ; কেমন করে আমি বেঁচে থাকব ?

তুমি এস ! আসবার আগে আমায় 'তার' করে সংবাদ দিও। আমি তোমার জন্য সব তৈরী করে রাখব। তোমার জন্য প্রস্তুত রাখব সুরা, আর আমার বাহুযুগল তো তোমাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিতে সর্ব্বদাই উৎসুক হয়ে আছে প্রিয়, তোমার 'সারা' জীবনে মরণে তোমারি—

*　　　*　　　*

সন্ধ্যাবেলা খোলা জানালার সামনে থেকে দিনের আলো সরে যাচ্ছে—আলো ছায়ার খেলা—আকাশে একটি একটি ক'রে লক্ষ কোটী নক্ষত্র ফুটে উঠছে। আমি নিতান্ত একা বসে বসে প্রেমের অর্ঘ রচনা করছি তোমারই জন্য প্রিয়। কি ভাবছি জান? ভাবছি মানুষ কি ক'রে একজন আর একজনের অন্তরে মিশে যেতে পারে!

রাত্রি আসছে—হাতে তার চমার বরণডালা, বাতাসে তার মিলনের মোহন মদিরা—তোমাকে অভিনন্দন করবে প্রাণাধিক! তুমি এস, তোমার আগমনে ফুলে ফুলে জাগবে শিহরণ—ধরণীর প্রতিটি অণু-পরমাণুতে জাগবে প্রাণের স্পন্দন! আমার সব আশা, সমস্ত স্বপ্ন সফল করতে তুমি আমার কাছে চলে এস! তোমার ক্লান্তি, তোমরে অবসাদ দূর করতে ওখানে কেউ নেই—তোমার 'সারা' যেখানে নেই সেখানে কে আদর ক'রে তোমার চাঁদমুখে এঁকে দেবে চুম্বনের রেখা?

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছ? বেশী কি আর লিখব প্রিয়তম, এখন শুধু তুমি এসে আমায় বাঁচাও!

তোমারই 'সারা'

পিটার লিখছেন—

তোমার চিঠি পেলাম। এ রকম পত্র দিয়ে আমার বিবশ অন্তরকে আরও ব্যথাতুর করো কেন? তুমি কি মনে কর তোমার জন্য আমার একটুও ভাবনা হয় না? হয় তোমার জন্যই আমার সব।

তোমার হোটেলের বিল কত হ'য়েছে জানিনা।····ফ্রাঙ্ক পাঠালাম, দয়া করে নিয়ে আমাকে ও আমার অর্থকে ধন্য ক'রো।

তোমার পরপত্রের আশায় রইলাম। চুমা নিও!

পিটার

অভিনেত্রী "সারা"—নিশীথে মিলন তাঁর ভাগ্যে খুবই কম। অধিকাংশ রাত্রেই অভিনয়ের জন্য তাঁকে পিটারের সঙ্গ ত্যাগ করতে হ'য়েছে। একদিন অভিনয়ের পর মিলনের আকাঙ্খা যখন দুর্ব্বার হ'য়ে উঠল তখন 'সারা' পিটারকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন :

হৃদয়েশ্বর! এ মধু যামিনিতে আজ তুমি কোথায়? কত দূরে? সে কোন্ জগতে—তোমাকে পেয়ে যে স্বর্গে পরিণত হয়েছে? তোমার রাতুল পদপাতে কোথাকার পথঘাট আজ পবিত্র হয়ে উঠেছে, তোমার সুগন্ধ নিশ্বাসে কোথাকার বায়ু আজ সুরভিত হয়ে উঠেছে প্রিয়তম! তোমার নীল পশমী চুলে কোন্ সে ভাগ্যবতীর পরশ? তোমার প্রতিটি অঙ্গ কার পরশে আজ সচেতন হ'য়ে উঠেছে সখা?

ভাবতেও আজ আমার শরীর শিউরে উঠছে? তুমি যে আমার কাছে নেই—এ যেন আমার ধারণারও অতীত। সেদিন যখন তোমার আলিঙ্গন পাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে কর্ত্তব্যের আহ্বানে চলে আসি, সেদিনকার তোমার প্রেম নিবেদন আমি ভুলতে পারিনি দেব! সমস্ত পথ তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছি—প্রতি পাদক্ষেপে তোমার সুন্দর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আজ আর এই গভীর রাত্রে বাহিরের নিস্তব্ধতার পটভূমিতে তা' আরও ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। তোমার ছবিখানি চোখে চোখে রেখেছি। তুমি যে আমার থেকে আজ অনেক দূরে সরে আছ সে কথা ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে আসে, পাগল হ'য়ে যাই।

তোমার ভ্রূভঙ্গি—তোমার চাহনি আমার সবটুকু সত্ত্বা হরণ করে নিয়েছে, তাই এখানে এসেও তোমার প্রভাব আমি অতিক্রম করতে পারিনি। আমার কেশ ও বেশের পারিপাট্য তোমার মনোমত করে আজও আমি সমাধা করি। তুমি যে মাথার কাঁটাচুটি দিয়েছিলে তা আমি এখানেও ব্যবহার করি—তোমার পছন্দ করা রংএর জামা এখানেও আমার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে।

তোমার প্রতিটি আদেশ আমি বর্ণে বর্ণে পালন করি—তুমি আমায় ভুলোনা কিন্তু!

তোমাকে আর কি বলব? বলবার কিছু নেই। শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে হর্ম্ম্যকিরিটিনী, বিলাসের লীলাভূমি প্যারিতে থেকে সুদূর পল্লীর নাট্যশালার নটীকে যেন ভুলে যেও না!

তোমার সারা যে তোমার প্রেমে উন্মাদিনী তাকে ভুলো না, রোজ একখানা করে চিঠি দিও।

সারা

পিটারের জবাব:

প্রাণেশ্বরী,

কেন তোমার এত ভয়? তোমাকে ভুলব? সে কি সম্ভব! তুমি যে পিটারের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়! জগতে কে এমন নিষ্ঠুর পুরুষ আছে—কে এমন বেরসিক যে তোমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করবে? যার অঙ্গুলি হেলনে মুহূর্ত্তে সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যায়—যার কৃপাকটাক্ষের আশায় সমস্ত জগৎ ব্যাকুল উৎসুক নেত্রে চেয়ে, তাকে হৃদয়েশ্বরী করে এমন ভাগ্যবান আর কে?

প্যারী! তুচ্ছ প্যারী! তোমার অবর্ত্তমানে প্যরী ত তুচ্ছ, দেবতার অমরাবতীও ম্লান নিরানন্দ বোধ হয়। আর তুমি যেখানে থাকবে সে ঠাঁই পূতিগন্ধময় নরক হ'লেও আমার কাছে তা স্বর্গ—তা কি তুমি বোঝোনা?

তোমার কথা পড়তে বা শুনতে আমার ভাল লাগে। তাই তোমার লেখার চেয়ে তোমার দেখা পেলে আর কিছু বলতে বা লিখতে পারি না। চিঠি তাই এত সংক্ষেপে—রাগ করো না!

পিটার

উইলিয়ম্ সেক্সপায়র
William Shaekespeare

মহাকবি সেক্সপীয়র—বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার জীবন একটি বিরাট ট্র্যাজিডি। প্রেমিক কবি নিজের প্রেমিক জীবনে যে বিরহানুভূতি লাভ করেছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির অধিকাংশের মধ্যে সে বিরহের কাহিনী রূপ পরিগ্রহ করেছে বলেই মনে হয়। কবিপত্নী-এ্যানে হাথওয়ে কবি অপেক্ষা বয়সে ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। এই বয়সের পার্থক্য কবির প্রেমিক চিত্তকে শান্ত করতে পারে নি—পত্নী প্রেমলাভ তাঁহার ভাগ্যে ছিলনা, তাই বিবাহের অল্প কয়েক বৎসরের পরই তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। কবি পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেছিলেন কিনা বলা যায় না। বিবাহের পর যে কোন কারণেই হোক কবি জন্মভূমি ষ্ট্রাটফোর্ড (Stratford) ত্যাগ করতে বাধ্য হন। দাম্পত্যজীবনে যে মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল তাহা আজীবন তাঁহার জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল মিলনের, প্রবল আকাঙ্খা তবু মিলন হয় না। চির বুভুক্ষু হৃদয় তাই যতবার কাব্যের মধ্য দিয়া আপন প্রেমিকার সহিত মিলনের আশা করেছেন, ততবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন।

তাঁর একখানা চিঠি নীচে দেওয়া হইল।

সুপ্রিয়াসু,

তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই। আশা করি ভালই আছ; কোন অভাগার কথা মনে করে মনকে ব্যাতুর করবার মত দুর্ভাগ্য তোমার হয় নি তো? তোমাকে পাবার অধিকার আমার আছে কিনা জানি না—শুধু এইটুকু মনে করেই আমার তৃপ্তি যে একদিন তোমাকে আমার আপনার ভাবতে পেরেছিলাম। সে দিন হয়ত তুমি আমায় আত্মদানকরেছিলে, অন্তত আমি তা মনে ভেবেছিলাম; তাতেই আমার তৃপ্তি।

আমার অস্থির জীবনে তোমার স্মৃতিই আমার একমাত্র সম্বল। বিচিত্র পরিবেশ—বিচিত্র নরনারী নটনটী নাটক ও অভি নয় নিয়ে

জীবনের এই যে অনুভূতি এ অতি অভিনব ! জানিনা সংসারিক জীবন এর চেয়ে মধুময় কিনা ! ঘর আমি বাঁধতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঘর আমায় বাঁধতে পারলে না ! বেশ আছি—। তবু মাঝে মাঝে মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠে—অভিনয় দেখতে দেখতে সমস্ত জীবনটা অভিনয় বলে মনে হয়। নায়ক নায়িকার প্রেমাভিনয় দেখে সমস্ত জীবন মাধুর্যে ভরা বলে বোধ হয় কিন্তু পরক্ষণে নেপথ্যের নগ্নতা আমার সমস্ত স্বপ্ন চূরমার করে দিয়ে যায়। আমার মনের নেপথ্যে সমস্ত অভিনয় আজ শেষ হয়েছে—তাতে কোন মাধুর্য নেই, মাদকতা নেই।

উইলিয়ম আজ আর নাট্যসম্প্রদায়ের বালক-পরিচালক নয়—সে আজ সম্প্রদায়ের পরিচালক। মনে আশা আছে একদিন সে হবে নাট্যকার, তার নাটক অভিনয় হবে, দেশে দেশে দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে তার যশ। প্রেমের অভিনয় ও প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্র চিত্রণ করেই কাটবে তার জীবন—বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকবে না, এ্যানে হেথওয়ে থাকবে দূরে বহুদূরে।

বাহিরের দৈন্য আমার আজ নেই কিন্তু অন্তরে আমি বড় দীন, অন্তরের সকল ঐশ্বর্য তুমি নিয়েছ কেড়ে, তোমায় অভিশাপ দিতে ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে, পারিনা শুধু একদিন তুমি আমার আপনার হ'তে চেয়েছিলে বলে। যা পেতে চেয়েছিলাম তা পাইনি, কেন পাইনি তা বলতে পারি না। কে যে দায়া তা কি করে বলি, দায়ী নিয়তি—ভাগ্য। আমার 'চাওয়া' তোমার হৃদয় দখল করতে পারেনি আর তোমার 'পাওয়া'ও মনকে অভিভূত করেনি। চাওয়া পাওয়ার এই যে প্রতিকূল আচরণ এরই নাম নিয়তি। ভাবি, দুঃখ করব না—কিন্তু পেরে উঠি না ; দুঃখ আমায় করতেই হয়—এও আবার ভাগ্য ! দুঃখ পাওয়াটাই মানুষের একান্ত নিজস্ব অধিকার, আর তার জন্য ক্ষোভ ও অন্যকে দোষারোপ করাও তার প্রকৃতি।

কি যে লিখছি তা নিজেই বুঝতে পারছিনা, তুমিও বুঝবে কিনা জানিনা তবু লিখি, কারণ মনের তৃপ্তি।

সব ভুলে যেও। কোনো দিন কোনো কিশোর তোমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল একথা যেন মনে ঠাঁই না পায়। ডাক পড়েছে এবার থিয়েটারে যেতে হবে। আজ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হ'ক, আর তোমার কাছে কোনদিন কোন কিছু আশা আমি করব না। কোথায় কি ভাবে থাকব তা বলতে পারিনা —Stratfordএ ফিরব কিনা কে জানে! মিলন আমাদের হয়নি কিন্তু তোমার সঙ্গে যে একদিন আমার বাহ্য মিলনের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল সে কথা লোকে মনে রাখবে। হয়ত মানুষের ইতিহাসে থাকবে তোমার নাম আমার নামের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে —একথা ভাবতে যেন কি রকম বোধ হয়। তবু মনকে সন্ত্বানা দিই—

উইলিয়াম

জন্ কীট্স্ ও ফ্যানি ব্রণ

John Keats (1795—1821)

কবি কীট্স এর মূল কথা ছিল 'সুন্দরই আনন্দময়'। কবি ম্যাথ্ আরনল্ড সেক্সপীয়র ও কীটস্ এর তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন—দুই-জনই সমান সমান। সেক্সপীয়র ও কীটসকে পৃথক করা যায় না। ফ্যানি ব্রণ ছিলেন কীট্সের প্রিয়া, কীট্সকে মনে করলেই ফ্যানিকে স্বতই মনে হয়।

৮ই জুলাই ১৮১৯, কবি কীটস ফ্যানিকে এই চিঠিখানা লিখেছিলেন। কীট্সের উদগ্র কামনা এতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি এ-পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যে সুন্দরের পূজারী তাও আমরা বেশ বুঝতে পারি।

প্রণাধিকে; তোমার চিঠি পেয়ে যে আনন্দ পেলাম এ আনন্দ তোমাকে পাওয়ার আনন্দের মতই অনাবিল। বিরহ যে এত মধুর

তা আজ বুঝলাম। তোমার কথা না ভাবলেও তোমার সৌন্দর্যের জ্যোতি যেন আমায় উদ্ভাসিত করে আছে, মনে হচ্ছে তুমি তোমার মাধুর্য ও কোমলতা নিয়ে আমায় সর্বদা ঘিরে আছ কিন্তু। একটা কথা —তোমার চিন্তা, আমার বেদনাতুর দিন রাত্রির আসা যাওয়ার মধ্যেও সুন্দরের উপাসনাকে ব্যাহত করতে পারেনি, বরং তোমার অনুপস্থিতিতে তা আরো প্রবল হয়ে উঠেছে—যে প্রেমসুধা তুমি আমায় পান করিয়েছ তার আস্বাদ এর আগে আর কখনও পাইনি। প্রেম যে এত মধুর তা আগে আমার ধারণাতেই আসত না—আমার ভয় হত পাছে প্রেমের অনলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাই! তোমার প্রেমে আগুন আছে কি না জানি না, কিন্তু যদি তা থাকে তবে তা আনন্দরসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। তার দাহিকা শক্তি নেই, আছে শুধু আনন্দের জ্যোতি। তুমি আমাদের শত্রুর কথা জিজ্ঞাসা করেছ—জানতে চেয়েছ সত্যই কি তারা তোমার আমার মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে! ভুল! আমি যে তোমারই—একান্ত তোমারই।

তোমার ও দুটি হরিণ-চোখ আনন্দের উৎস, তোমার অধর যে আমার প্রেমের আধার, গতিভঙ্গিমা প্রতি পদে আমার সারা দেহে পুলক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে প্রিয়তমে! আচ্ছা, তুমিই বলত তোমার সৌন্দর্যের পূজা কেনই বা না করব আমি? তুমি জান সুন্দরকে আমি ভালবাসি, তবেই ভেবে দেখ যাকে আমি ভালবাসি সে কত সুন্দর! তোমর ভালবাসা—সে তো সুন্দরের উপাসনারই নামান্তর। ভালবাসার মুলেই যে আছে চিরসুন্দর—তাইতো সে শাশ্বত—অনন্ত! ভালবাসার অন্য কারণ থাকতে পারে বা অন্য কারণেও ভালবাসা হ'তে পারে—সে ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রশংসা করি; কিন্তু তা সুন্দরের সম্পদে মহীয়ান্ নয়—তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হয় না, তার সৌরভে দশদিক মেতে উঠে না। তাই তোমার সৌন্দর্যের জয়গান করি আর সঙ্গে এ বিশ্বাস আমার আছে যে তোমার সৌন্দর্যের পরীক্ষা অন্য কোন পুরুষের দ্বারা করাতে হবে না।

তুমি বলতে চাও যে আমার ভয় হচ্ছে, ও কথা বললে যে থাকতে পারি না, তুমি আমায় ভালবাস না! না না দেবি, ওকথা বলো না, তোমার কাছে যাবার জন্য যে বড় ব্যাকুল হয়ে পড়ি! এখানে তোমার বিরহে কোন রকমে কবিতা লিখে দিন কাটাচ্ছি।

আমি যতই ভাবি যে তুমি শুধু আমার জন্যই আমায় ভালবাস (কারণ আমার ত অন্য কোন গুণ নেই) ততই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা তীব্র হ'য়ে ওঠে। তুমি কি নারী? না কাব্যের কবিতা —মূর্ত্তিমতী মানবী না দেবী!

তোমার লিপির প্রতি-ছত্রে চুমা দিয়ে যাই কেন জানো? তুমি যে সেখানে মধু মাখিয়ে রেখেছ—আমায় আদর দিয়ে তোমার প্রেমের রসে মাতাল করে তুলেছ প্রিয়ে! বলতো কেন এত আদর দিয়েছ—আমি শুনি, দেখি কিন্তু নতুন ব্যাখ্যা করতে পারি না!

তোমারই কীট্‌স্‌

আর একখানা পত্র:

প্রিয়তমাসু

কবিতা লিখছিলাম—হঠাৎ তোমার কথা মনে হ'ল। স্থির হ'তে পারছিনা, তোমাকে দু'চার লাইন না লিখে কাব্যে আমার মন বসছে না, আর কিছু ভাবতে পারছি না, যতই অন্য কথা ভাবি ততই তোমার মুখখানি মনের সামনে ফুটে ওঠে। তোমার প্রেম আমাকে বড় স্বার্থপর করে তুলেছে। তোমার কথা ছাড়া আর আমার কিছুই মনে থাকে না—মনে হয় আমার প্রাণশক্তির উৎস একমাত্র তুমি—তুমি ভিন্ন আর কোন ভাব ধারণা বা অনুভূতি আজ আমার হৃদয়ে স্বাধিকার স্থাপন করতে পারেনি—বা পারছেনা প্রিয়ে! তুমি আমার সমস্ত সত্তাকে হরণ করে নিয়ে বসে আছ। মনে হচ্ছে আমি নিজে যেন ক্রমে গলে জল হ'য়ে তোমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। তোমাকে না দেখলে এই মুহূর্ত্তে আমার সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। তুমি যে আমার কাছে নেই, একথা মনে করতে পারি না—ভয় হয় পাছে সত্যই তুমি আমার কাছে আর না আস।

প্রিয়ে, তোমার মনের কি পরিবর্ত্তন হবে না? তোমার থেকে দূরে থেকে আমি কি সুখী হতে পারি? এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ওগো একি ব্যঙ্গ! দোহাই তোমার, ব্যঙ্গ বা রহস্যছলেও আমায় ভয় দেখিও না! দেখ. আগে মনে করতাম মানুষ ধর্মের জন্য কি করে প্রাণ দিতে পারে—সে কথা ভাবতেও তখন শরীর শিউরে উঠত। কিন্তু এখন দেখছি তা অতি সহজ! আজ আমি ধর্মের খ্যতিরে' জীবন বিসর্জন দিতে পারি—অনায়াসে। ধর্ম আমার প্রেম, প্রেমের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে আজ আমি প্রস্তুত—মুক্তকণ্ঠে বলছি প্রেমের সম্মান রাখতে মরণ বরণ আমার পক্ষে দেবতার আশীর্ব্বাদ। প্রেমই আমার সাধনা, তুমি আমার ইষ্টদেবী। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমায় আকর্ষণ করছ—আমার সাধ্য নেই যে আত্মরক্ষা করি। তোমাকে যেদিন দেখেছি সেদিন থেকেই বিবেকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছি; কিন্তু আর তো পারিনা। তোমা ছাড়া আর এক লহমাও কাটে না আমার—

তোমাব কীটস্

কীটসের এই পত্রের উত্তর ফ্যানি দিয়াছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কীটসের অধিকাংশ পত্র emotional, কোন্ পত্রের উত্তরে ফ্যানি নিম্নের পত্রখানি লিখেছিলেন তা বুঝে উঠা কঠিন—আমরা কেবল ভাবানুবাদ প্রকাশ কর'লাম:

প্রিয়তম জন,

তোমাকে অসুখী করবার ইচ্ছা আমার নেই—সে কথা ত তোমায় কতদিন বলেছি। প্রেমাস্পদকে কি কেউ কখনও ব্যথা দিতে পারে? আমিই যদি তোমার আনন্দের আধার হই তা হ'লে সে অনন্দ তুমি চিরদিনই পাবে। তুমি বল—"সুন্দর চিরদিনই আনন্দের উৎস"; সুতরাং 'আমি যদি সুন্দরী হই তবে আমি তোমার—তোমায় চির-আনন্দের বস্তু—আর সেই ত আমার পরম গৌরব। নারী-জীবনের একমাত্র কাম্যই তাই। প্রণয়িনী চায় প্রেমিকের হৃদয়রাজ্যে চিরদিনের অধিকার। আমি তোমার কাছেই থাকি কিম্বা দূরে চলে

যাই তাতে তোমার আনন্দের হ্রাস কেন হবে প্রিয়তম, চোখের আনন্দ তো আনন্দ নয়—সে ত মোহ, মনের যে অনাবিল আনন্দ—তারই নাম প্রেম—সে ত অনুভূতিসাপেক্ষ। তোমার হৃদয়সিংহাসনে যদি আমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত তবে আমার অদর্শনে সে আসন টলে কেন? তোমার পক্ষে এ বড় অন্যায় কিন্তু!

আমাদের ভালবাসা, আমাদের প্রেম সাধারণ অপর পাঁচজন প্রেমিক-প্রেমিকার মত গতানুগতিক নয়—তাতে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কি—হে সুন্দরের উপাসক!

তোমার প্রেম অক্ষয় হোক—প্রেমিকার জন্য:তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন মুখের কথায় পর্যবসিত না হয়। তোমার পত্রের ছত্রে ছত্রে যে প্রেম ব্যক্ত হ'য়েছে তা' যেন শুধু ক্রিয়াহীন মন্ত্র মাত্র না হয়। আমি জানি তা' হবে না, তবু তোমায় এ কথা বলছি কারণ আমি সময়ে সময়ে তোমার দুর্বলতা লক্ষ্য করেছি; আর সে দুর্বলতার কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ত প্রকৃত প্রণয়াস্পদের কাজ; এতে রাগ ক'রো না।

ওগো মধুময়। তোমার চিঠি প'ড়ে আমার যে কি আনন্দ হয়—তা পত্রে প্রকাশ করা যায় না। তোমার সেই প্রথম প্রেমলিপি যেদিন আমি পাই সেদিনকার সে অনির্বচনীয় আনন্দ-পুলক আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ আনে! আমাকে বল, শপথ করে বল তুমি শুধু আমারই, আর কারো নয়—তুমি চিরদিন আমার থাকবে—তুমি জীবনে মরণে আমার! আমিও তোমায় বলি—বিশ্বপিতার সন্তান আমি মনে প্রাণে তোমার—চিরদিন তোমার চোখে সুন্দর হ'য়ে ফুটে থাকব। আমাদের প্রেম অক্ষয় হোক! সেক্সপীয়রের "জুলিয়েট" যেন আমার চেয়ে গৌরব অর্জন করতে না পারে। শীঘ্রই তোমার বাহুর বাঁধনে ধরা দোব, উপস্থিত একটি—

ফ্যানি

হেন্‌রিক্‌ ইব্‌সেন্‌

HENRIK IBSEN

বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকার ইব্‌সেনের পরিচয় অনাবশ্যক। ভিয়েনাবাসীনী তরুণী 'এমিলি'র সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় সে এক নিদাঘের সায়াহ্নে; প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করে ইবসেন তখন বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করেছেন—বয়স তাঁর ৬২। সোলনেস (Solness) নাটকে Hilde Wang'এর চরিত্রে তরুণী 'এমিলি'ই রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধের হৃদয়ে তরুণীর প্রেমের অঙ্কুরে দগম হয়েছিল সত্য কিন্তু তিনি বুঝলেন বার্দ্ধক্য ও যৌবনে প্রভেদ অনেক। যুবতীর হৃদয় জয় করতে হ'লে চাই যৌবন; যাই হোক তবু তিনি চেষ্টা করলেন তরুণীকে জয় করতে—প্রেম-পত্রের বিনিময় হ'ল—

এমিলির কোন পত্রের উত্তরে ইবসেন লিখলেন:

Munich, 6. 12. 1889

তোমার চিঠি পেয়েছি—কিন্তু আজও তার উত্তর দিতে পারিনি। তুমি হয়ত কতকথাই ভাবছ—আমার সম্বন্ধে হয়ত কত খারাপ ধারণা করেছ! কিন্তু তোমায় বলতে কি—তোমাকে কিছু লেখাব মত নির্জন স্থান পাইনি—যেখানে সেখানে লোকের সামনে ত আর তোমায় লেখা যায় না! আজ সন্ধ্যায় আবার যেতে হবে থিয়েটারে—Enemy of the People অভিনয় হবে।

একথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে তোমার ফটোগ্রাফ আজও পাওয়া যায়নি—কিন্তু কি করব সুন্দরী—ও' ত তাড়াতাড়ির কাজ নয়! তোমার ছবিখানি মনের মত ক'রে তৈরী করিয়ে নিতে না পারলে যে আমার তৃপ্তি হবে না—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। ছবি! সে ত বাহিরের জন্য—তুমি কাছে থাক না তাই চোখের সামনে তোমায় যাতে সব সময়ে পাই সেই জন্যইতো ছবির দরকার,

অন্তরের জন্যতো নয়! আমার অন্তর যে তোমার রূপের আলোকে উজ্জল হয়ে আছে প্রেয়সী! তোমার পাগলকরা মনোমোহিনী মূর্ত্তিই আমার একমাত্র ধ্যান ধারণা—আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা।

মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি মানবী না দেবী—ওগো রহস্যময়ী, কোন্ মায়ালোকের রাজকুমারী তুমি? তুমি কবির কল্পনা—কাব্যের কবিতা—কোন্ স্বপ্ন-লোকের অধিবাসিনী! মর্ত্ত্যের মানব আমি তোমার সঙ্গ—তোমার পরশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার বাতুলতা নয় কি?

আমি জানি তুমি মুক্তা ভালবাস, তাই কল্পনায় দেখি হীরা মণি মুক্তা পরে বসে আছ।

আচ্ছা, বলতে পার এই যে আকর্ষণ—এর প্রকৃত রূপ কি? আমি তাই ভাবি—কিন্তু ভেবে কোন কূল কিনারা পাই না। কখনও মনে হয় পেয়েছি—কিন্তু আবার তা ঘুলিয়ে যায়।

তুমি অনেক প্রশ্নই করেছ—তার কিছু জবাব দেওয়া হল না। পরের বারে চেষ্টা করব যা পারি উত্তর দিতে। তোমার কাছেও আমার জানবার অনেক আছে—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি—অবিরতই তোমার কথা মনকে তোলপাড় করে তোলে। আচ্ছা, আজ তবে আসি—শীঘ্রই আবার জানাচ্ছি—

ইব্‌সেন

গ্যারিবল্‌ডি

C. GARIBALDI

ইতালীর বিখ্যাত স্বদেশভক্ত এবং গ্যারিলাবাহিনীর নেতা প্রথমজীবনে ইতালীর স্বাধীনতার জন্য Mazzini আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে গ্যারিবল্ডিকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় বিদ্রোহ পরিচালনার পর তিনি পুনরায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব করেন এবং স্বাধীন অখণ্ড ইতালীর স্বপ্নে বিভোর হইয়া ১৮৬০ খৃঃ কতকগুলি খণ্ড-যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফল হয় নাই। পত্নী এনিটার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৯ সালে এনিটার মৃত্যু হয়।
তিনি ছিলেন কাজের লোক—কথায় ও কাজে ছিল তাঁর নিকট-সম্বন্ধ। বিপদের সঙ্গে তাঁর যেন বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পত্নীর কাছে লিখেছিলেন :

প্রিয়তমে এনিটা,—আমি ভাল আছি। য়্যানাগ্নির (Anagni) উদ্দেশ্যে সসৈন্যে চলেছি—বোধহয় কালই পৌছে যাব, কিন্তু ক'দিন যে সেখানে থাকব তা বলতে পারি না। য়্যানাগ্নিতে গিয়ে আমার সৈন্যদের জন্য পাব বন্দুক আর অন্যান্য সমরোপকরণ। তোমার নিরাপদে নাইসে (Nice) পৌছানর সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমি সুস্থির হতে পারছি না। তুমি বীররমণী! নারীস্বভাবসম্পন্ন এই ইতালীয় জাতিকে তুমি নিশ্চয় ঘৃণার চক্ষে দেখবে! আমি এদের উন্নত করতে চেষ্টা করছি—জানিনা কৃতকার্য হ'তে পারব কি না। এদের তুলতে হবে, কিন্তু পারব কি ? বিশ্বাসঘাতকতার বিষে এ-জাতি জর্জরিত। তুমি ত জান. সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয় বিভীষণগিরির জন্য, আর সেই কারণেই ইতালী জগতের কাছে এত হেয়, এত অপমানিত হ'য়ে আছে। আমার যখন মনে হয় আমি এই ইতালিতে জন্ম-গ্রহণ করেছি—আমার দেশবাসী এত কাপুরুষ, তখন আমার

আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়—কিন্তু রাণী, তাই বলে আমি দমে যাই না—মনের বল হারাই না, আমার স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দিহান হইনা; বরং আশা করি একদিন না একদিন এজাতি জাগবে। বিশ্বাসঘাতকদের মুখোস্ খুলে গিয়েছে—তাদের চিন্‌তে পেরেছে লোকে। ইতালী মরে নি—তার বুকের স্পন্দন এখনও থেমে যায়নি, আর একেবারে নিরাময় না হ'লেও এদেশ কতকটা সুস্থ হ'য়ে উঠবে নিশ্চয়! বিশ্বাসঘাতকতার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাতেই এ জাতি জাগবে।

আমাকে তোমার সংবাদ দিও। তোমার খবর- মা ও ছেলে-মেয়ের খবর আমার চাই—নইলে যে আমি স্থির থাকতে পারব না প্রিয়ে! আমার জন্য ভেবো না—আমি বেশ ভালই আছি। আমাকে এবং আমার বারশত অনুচরকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মত মনে ক'রো। আজ রোমের রূপ অভিনব—তার চারিদিকে বীরগণ সমবেত হ'য়েছে—এ দৃশ্য অতি সুন্দর। আমাদের সহায় ভগবান—কোন ভয় নেই. বিদায়।

গ্যারিবল্‌ডি

লেডি মেরী ও ওয়ার্ট্‌লে মণ্টেগু

Lady Mary and Wortley Montague (1687—1762)

লেডী মেরী (Lady Mary) ছিলেন ডিউক অব্ কিংসটনের জ্যেষ্ঠাকন্যা আর এডওয়ার্ড ওয়ার্টলে মন্‌টেগু (Edward Wertley Montague) ছিলেন তাঁর স্বামী। স্বামীকে তিনি যে সব পত্র লিখেছিলেন তা হতে তাঁর রসজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭১০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে তিনি তাঁর ভাবী স্বামীকে একখানি পত্র লেখেন। সে পত্রখানিই তাঁর রসজ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নীচে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হ'ল:

প্রিয়বর,

এই মাত্র তোমার দু'খানি পত্র পেলাম। আমি বুঝতে পারছিনা কোথায় তোমায় পত্র পাঠাব—লণ্ডনে না দেশের বাড়িতে! খুব সম্ভব তুমি তা পাবেনা—ভয় হয় পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে। যাই হোক্, তবু লিখছি।

আমার আন্তরিক ইচ্ছা—তুমি যা চিন্তা কর আমিও সেই চিন্তাই করি। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে—তোমার যুক্তি মেনে নেবার। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা অসম্ভব নয়—তোমার এই মত যতই আমি নিজের-ই সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করি, ততই আমার বিবেক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—যুক্তি মানতে চায় না।

তুমি যে আমায় সুন্দরী দেখ—আমায় যে বুদ্ধিমতী মনে কর—তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। আমার যা কিছু দোষ—যত কিছু দুর্বলতা সবই যে তুমি ক্ষমা কর—তাতে যে তুমি আমার উপর রাগ কর না, তারজন্যও তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আমার চরিত্রের একটা দিক খুব ভাল নয়—অন্যদিকটা তুমি যতটা ভাব ততটা মন্দও নয়। তোমায় আমায় যদি একত্রে বসবাস করতাম তাহলে তুমি উভয়তই নিরাশ হ'তে—দেখতে পেতে আমার মধ্যে ভাল ও মন্দের একটা কেমন সুসামঞ্জস্য আছে যা তুমি কোন দিনই আশা করতে পারনি—আবার এমন শত সহস্র দোষও তোমার চোখে পড়ত—যা তোমার ধারণার বাহিরে।

তুমি ভাবছ, যদি তুমি আমায় বিয়ে করতে তা হলে হয়ত আমি তোমার প্রতি দারুণ আসক্ত হ'য়ে পড়তাম (অন্তত কিছুদিনের জন্য, মনে কর এক মাস), আবার হয়ত দিনকতক পরে অন্য কাকেও আমার প্রেম নিবেদন কল্পতাম, না? কিন্তু সত্য বলতে কি, এই দু'রকমের কোনটাই আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আমি তোমায় মনে রাখতে পারি—প্রকৃত বন্ধু হ'তে পারি কিন্তু প্রকৃত ভালবাসতে

পারি কি না তা আমি নিজেই জানি না। যা কিছু সরল ও সারবান তা সবই তুমি আমার মধ্যে আশা করতে পার—কিন্তু কি যে আমার প্রিয় তা তুমি বুঝতে পারবে না। কিসে অমোর আকর্ষণ বেশী —আর আমার অভিমতই বা কি—তুমি যদি মনে কর তুমি সে সকলই বুঝতে পেরেছ, তা হলে আমি বলব তুমি আমার অন্তরকে ঠিক ধরতে পারনি, তোমার বিবেচনা ভুল।

পত্রের শেষাংশে অনেক অবান্তর ও দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা আছে, অপ্রয়োজনীয় বোধে আমরা তাহা বর্জ্জন করিলাম।

স্যামুয়েল জনসন

SAMUEL JOHNSON (1709–1784)

স্যামুয়েল জনসন (Samuel Johnson)—তাঁর ধারণা ছিল যে তাঁর মত খাটি ইংরাজ বুঝি আর নেই—কথায় ও কাজে এত নিকট-সম্পর্ক বুঝি আর কারও নেই। তাঁর মত সৎ ও সুবিবেচক আর কেউ নয়। নারী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উচ্চ; নারীর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় তিনি বাল্যকাল থেকেই পঞ্চমুখ। তাঁর চরিত্রের এ দুর্বলতা তিনি স্বীকার না করলেও লোকে তা অনায়াসেই বুঝতে পারত। পুরুষের চেয়ে নারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তিনি সর্বদাই অগ্রণী। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন সেই সময়ই "অলিভিয়া লয়েড্" নাম্নী এক রূপসীর প্রেমে পড়েছিলেন—শুনা যায় তাকে তিনি কবিতায় পত্র লিখতেন; সে সব পত্রের কোন সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না।

তার স্ত্রী মিস্ পোটার ছিলেন তার চেয়ে বয়সে অনেক বড—প্রায় দ্বিগুণ, স্থূলাঙ্গী কিন্তু জনসন ঠিক তার বিপরীত। লোকে এই নিয়ে ব্যঙ্গ করলে তিনি বলতেন, এ বিবাহ প্রেমজ—আমরা উভয়ে উভয়কে ভালবেসেই বিয়ে করেছি।

মিসেস থে্রল (Mrs. Thrale) ছিলেন জনসনের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। তাঁকে এবং পরিবারকে কেন্দ্র করেই জনসন জীবনে সুখী হয়েছিলেন। যখন তাঁদের উভয়ের পরিচয় হয় তখন Thrale এর বয়স ২৪ কিংবা ২৫—দেখতে বেশ সুন্দরী, মার্জ্জিত রুচি, চতুরা বুদ্ধিমতী পুলকচঞ্চলা। মনের সমস্ত গোপন কথাই তাঁকে তিনি বলতেন আর মিসেস থে্রল ও বেশ মনোযোগ দিয়ে সে সব শুনতেন। থে্রলকে অনেক চিঠিই লিখেছিলেন। আমরা তার দু একখানি প্রকাশ করলাম :

সুপ্রিয়াসু,

ভদ্রে, তুমি সর্ব্বদাই বল লেখার কথা (চিঠি); মনে হয় এই কাজটা বোধহয় তোমারই নিজস্ব, আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়। আমাদের এই সব চিঠি পত্র যদি কোনদিন বের হয় তবে ভবিষ্যতে যারা এসব পড়বেন তাঁরা নিশ্চয় বলতে বাধ্য হবেন যে আমিও একজন ভাল লেখক।

বলবার যখন কিছুই নেই তখন চুপ্ করে বসে থাকা -কিম্বা কি বলছি সে সম্বন্ধে নিজেরই কোন জ্ঞান না থাকা, অথবা বলার পর যা বলেছি তার কিছুই মনে নেই—এই যে ভাব—এই যে ক্ষমতার প্রকাশ এ ত সহজ নয়! অবশ্য আমার যে এ ক্ষমতা আছে তা নিয়ে গর্ব করে আমি নিজেকে কলুষিত করতে চাই না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এ-ক্ষমতা প্রত্যেকের নেই।

বন্ধুবান্ধব কি প্রিয়জনকে চিঠি লিখতে গিয়ে কেউ স্নেহের আতিশয্য দেখান—কেউ বা নিজেকে বিজ্ঞ প্রতিপন্ন করতে জ্ঞানের কথা লেখেন—কেউ বা মিষ্টি মধুর আলাপ ও আনন্দের কথা লেখেন—কেউবা গোপন কথা—কেউ করেন নিছক সংবাদের আদান প্রদান—কারো বা থাকে প্রেমের অভিব্যক্তি; কিন্তু এসব না করে—নানা রকম আতিশয্য অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা না করে সহজ সরল যে লেখা—সে-ই হ'ল প্রকৃত আর্ট—শিল্প—তাতে ক্ষমতার দরকার।

মানুষের চিঠিই ত তার অন্তরের প্রকাশ—উন্মুক্ত হৃদয়ের

পরিচয়। মনের যা প্রকৃত রূপ সে ত তার চিঠির দর্পণে প্রতিফলিত হয় না। মনে যা হয় তার-ই অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ এই পত্র—এতে কিছু কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয় না, কিছু বাধা থাকে না। মনের দুয়ার আপনা-আপনিই খোলা হ'য়ে যায়—উদ্দেশ্য:বুঝতে পারা যায়।

এই যে অজানাকে জানা, এই যে মহাসত্যের প্রকৃত রূপ তুমি কি প্রত্যক্ষ করেছ? আমার অন্তর কি তোমার কাছে উন্মুক্ত হয়নি? তুমি কি আমার পরিচয় পাওনি? প্রিয়জনকে চিঠি লেখার বা প্রিয়জনের চিঠি পাবার এই ত আনন্দ! এতে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের স্থান নেই; মনের যা ভাব তাই ভাষায় প্রকাশ। এই রকম চিঠিতেই মনের মিল, আত্মায় আত্মায় একত্ব বোধ। উভয়ের মনের গতি এতে সহজেই হয় একমুখী—স্বতঃস্ফূর্ত।

আমি তোমার কাছে কিছুই গোপন করিনি—আর তোমার কাছে কেন সব খুলে বললাম তার জন্য আমার মনে কোন সঙ্কোচ, দ্বিধা বা আফ্‌শোষও নেই—। আচ্ছা—

তোমারই জন্‌সন্

এই ভাবে উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান ও বন্ধুত্ব অবাধে চলেছিল অনেকদিন, তারপর হঠাৎ একদিন মিষ্টার থেল (Mr Thrale মিসেস থেলের স্বামী) ইহলোক ত্যাগ করলেন। মিসেস থেল মুষড়ে পড়লেন। এই সময়ের মধ্যে স্যামুয়েল জনসনের সঙ্গে কোন পত্র বিনিময়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অকস্মাৎ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি মিসেস থ্রেল (Mrs. Thrale) লণ্ডনস্থ জন্‌সনকে লিখলেন অনাড়ম্বর ছোট একখানি পত্র:

ভদ্র,

সুপ্রভাত, বহুদিন সংবাদ পাই নি, আশা করি স্বাস্থ্য আপনার ভালই। অতীত বিস্মৃত হ'য়ে পুনরায় বিখ্যাত গায়ক মিঃ গেব্রিয়েল পায়োজীকে বিবাহ করব মনস্থ করেছি, আপনার মতামত জানাবেন। অধিক লেখা বাহুল্য—

চিঠিখানা স্যামুয়েল জনসনের মনে হান্‌লে প্রচণ্ড আঘাত। সে সরল অনাবিল বন্ধুত্বে এল আবিলতা—তবু জনসন সরল ও খোলাখুলি ভাবেই তাকে উত্তর দিলেন।

প্রিয় বান্ধবী,

তুমি যা মনস্থ করেছ—তাতে আমার দুঃখ হয়,—কিন্তু আমি বাধা দোব না. কারণ তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। তোমার জন্য অন্তর কেঁদে ওঠে, ব্যথায় দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—হয়ত তোমার কাছে এ নিঃশ্বাসের কোন মূল্য নেই, কিন্তু এ আমার অন্তরের।

ভগবান্ করুন তুমি সর্ব্বপ্রকারে সুখী হও! নশ্বর জগতের সমস্ত সম্পদ তোমার করায়ত্ত হোক!

. আমার হতভাগ্য জীবনে গত বিশবৎসর তুমিই ছিলে আমার একমাত্র সান্ত্বনা—যে প্রীতি ভালবাসা পেয়েছি তোমার কাছে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমার বর্ত্তমানজীবনের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূলে আমার যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে তা পালন করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছু উপকার হয় তবে তা হাসিমুখেই করব। সত্য বলছি এ শুধু আমার মুখের কথা নয়—তুমি ত জান আমাকে—আমার যে কথা সেই কাজ!

Mr. Piozziকে (মিঃ পাইওজিকে) বল যাতে তিনি ইংলণ্ডে বসবাস করেন। ইটালির চেয়ে তুমি এখানে বেশ সুখে ও মর্য্যাদার সঙ্গেই বাস করতে পারবে; তাতে তোমার আভিজাত্য বাড়বে—তোমার সুখ-সৌভাগ্যকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবে। সবিস্তারে বলবার আর কি-ই বা আছে! ইটালী সম্বন্ধে কতকগুলো ভুল ধারণা তোমার মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, নইলে সত্যই যা কিছু আছে তা এই ইংলণ্ডে, আর আমার তাই অভিমত।

আমার পরামর্শ দেওয়া হয়ত বৃথা—কিন্তু আমি আমার অন্তরের কথাই তোমায় বলছি।

*   *   *   *

তোমার জন্য সত্যই বড় দুঃখ হয়—আর বেশী কিছু বলতে পারছি না—চোখে জল আসছে!

আমি ডার্বিসায়ারে (Derbyshire) চ'লে যাচ্ছি। তোমার শুভেচ্ছাই আমার একমাত্র সম্বল—কারণ আজও তোমায় আমি ভালবাসি!

জন্‌সন্ (স্যামুয়েল)

লর্ড বাইরণ

Lord Byron (1788-1824)

খৃষ্টিয় উনবিংশ শতকে যে সমস্ত কবি ও সাহিত্যিক ইউরোপের সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিলেন লর্ড বাইরণ তাদের একজন। তাঁর জীবনের বহু প্রণয়-কাহিনী প্রচলিত আছে। এ্যনে মিলব্যাঙ্ক ছিলেন তাঁর বিবাহিতা পত্নী—কিন্তু তাঁদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নি—বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কোন 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' Countess Guiccioliর সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয় হয়। স্বামী ছিলেন পিতামহের বয়সী, তাই যুবক কবি বাইরণের কাছে অনায়াসে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। কবি তাঁকে লিখেছিলেন :

প্রাণাধিকে তেরেসা,—তোমারই উপবনে বসে বই পড়ছি। প্রিয়ে—তুমি অনুপস্থিত তাই পড়তে পারছি—নইলে পড়া হত না—তোমার চেয়ে বইত আমার প্রিয় নয়। তুমি এ বই পড়তে ভালবাস। এই যে তোমায় চিঠি লিখছি চিনতে পারছ তো কার

হাতের লেখা? বুঝতে কি পারছ প্রিয়তমে, যে তোমায় সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে একান্ত ভাবে ভালবাসে এ হাতের লেখা তার-ই।

আমি আজ ইহজগতে—এবং আমার মনে হয় এ-জগতের পরেও আমি থাকব—আমার ক্ষয় নেই। কেন, তা তুমিই বল। আমার ভাগ্য আজ তোমার সঙ্গে জড়িত—তোমার হাতেই আমার মরণকাঠি ও জীবনকাঠি প্রিয়তমে! তোমার সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হ'ত তা'হলে কেমন করে বেঁচে থাকতাম! তুমি আমায় ভালবাস আমি কি তা বুঝতে পারি না! তোমার প্রতি কথায় ও কাজে যে তোমার প্রেমের পরিচয় পাই।

আমি পারি না, তোমায় ভাল না বেসে থাকতে পারিনা। তুমি যতদিন আমায় অনুগ্রহ করে তোমার প্রেম দাও ততদিনই আমার জীবন। ভগবান্, এভালবাসা, এ প্রেম যেন অনন্ত অক্ষয় হয় প্রভু! কোনা বাধা—কোনো ব্যবধান যেন আমাদের পৃথক করতে না পারে।

বাইরণ

এলিজাবেথ ব্যারেট ও রবার্ট-ব্রাউনিং

Elizabeth Barret & Robert Browning (1812-89)

কবিদম্পতি ব্রাউনিংএর কোর্টশিপের কথা পাশ্চাত্য সাহিত্যানুরাগী মাত্রই জানেন। এলিজাবেথের Sonnets from the Portuguese এবং ব্রাউনিং-এর প্রত্যুত্তর One Word More প্রেমের অভিব্যক্তিরূপে অপরূপ। বিশ্বের কোনো সাহিত্যেই তার তুলনা দুর্লভ। তাঁদের একখানি চিঠির নমুনা—

প্রেমিকা লিখছেন তাঁর প্রণয়ীকে:

প্রিয়তমে, আমাকে কি বলে সুখী করতে হয় তা তুমি জান। কি করলে যে আমি সুখী হই তা তুমি ভাব না—তুমি ভাব খালি কি

কথা বললে আমি সুখী হই। আমি কিন্তু ওদুটোর একটাও ভাবি না। আমি মাত্র এইটুক্ জানি যে তুমিই আমার সুখ—সুখ-ই তুমি। আবার আমার জন্য কি সুখ সৃষ্টি করবে? তুমি নিজেই যে সুখ—আনন্দ! আমি এ কথা ভেবেছি, কিন্তু বলতে পারিনি—তাই আজ তোমায় লিখে জানাচ্ছি—কারণ লেখাটা সহজ।

সুখের কথা বলছ? বলব? তবে প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি রাগ করবে না! আমি যদি নিজেকে বড় করে দেখতাম—নিজেকে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবতাম তাহলে তো তোমায় সুখী করতে পারতাম না প্রিয়ে! যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, যেহেতু তুমি আমার থেকে মহান্, আমি নিজের সুখকে তো বড় করে দেখতে পারি না! তোমার প্রাণে ব্যথা আমি যে দিতে পারিনা প্রাণাধিক! তোমার সুখেই আমার সুখ, আমি যদি তোমার জীবনে ভারস্বরূপ হই—তাতে তুমি যে ব্যথা পাবে তাতে কি আমি সুখী হ'তে পারি?

তুমি মিষ্টিমধুর কথায় আমায় আনন্দ দাও, আবার রূঢ় কথা বলে আমায় ভয় দেখাও—আমার মুখের হাসিটি কেড়ে নাও, আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি—বেতস-লতার মত আমার দেহখানি থর থর করে কেঁপে ওঠে।

আমি যে কি তা আমি জানি—তাই তুমি যখন আমায় জানতে চাও তখন আমার ভয় হয় পাছে তুমি নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাও! আমি যে অতি ক্ষুদ্র—তোমার যোগ্য তো নই—তাই সর্বদাই আশঙ্কা পাছে তোমার মনোমত না হই। তোমাকে সুখী করতে পারব কিনা—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি—কোন উত্তর পাই না।

আমার কোন ক্ষমতাই নেই—কোনো ধন কোন গুণ নেই যা দিয়ে তোমায় সুখী করতে পারি—কিন্তু আছে শুধু তোমায় ভালবাসবার শক্তি—তোমার প্রতি আমার প্রেমদানের ক্ষমতা। আমি তো আমার প্রেম নিঃশেষ করে তোমায় ঢেলে দিয়েছি—সেই আমার সুখ, সেই আমার গৌরব! যে কোনো নারী তোমায়

ভালবাসতে পারে—কিন্তু আমি অহঙ্কার করে বলতে পারি যে আমার মত কেউ তোমায় ভালবাসতে পারে না—সে ক্ষমতা তাদের নেই। অনেকে হয়ত তোমাকে সকল প্রিয়ের প্রিয় করতে পারে কিন্তু আমার মত একমাত্র প্রিয় করতে পারে না। তাদের অনেক প্রিয়ের মধ্যে তুমি হবে প্রিয়তম—কিন্তু আমার কাছে তুমি সকল প্রিয়ের একমাত্র প্রতিনিধি ; তারা সব প্রিয়কে চাইবে তারই মাঝে তোমায় চাইবে বেশী করে কিন্তু আমি তোমায় এমন ভাবে চাই যাতে তোমায় পেলেই সব পাওয়া হয়। তাদের কাছে তুমি সুখের রাজমুকুট, তুমি শ্রেষ্ঠ মহামূল্য কিন্তু আমার কাছে তুমি সর্বস্ব, অমূল্য। তারা তোমায় দেখবে নক্ষত্র খচিত আকাশে শশিকলার মত—আর আমি দেখব পূর্ণচন্দ্রের মত।

যাক্ সে কথা। তোমার কথা জানতে গিয়ে নিজেই অহঙ্কার প্রকাশ করে ফেললাম।

প্রতি পত্রেই—তুমি কেমন আছ জানাও, কিন্তু এবারতো তা লেখনি। কেন? সেদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলে কিনা জানালে না কেন? আজ বিদায়—

এলিজাবেথ

এডওয়ার্ড ডুয়েস্ ডেকার

Multatuli (Edward Douwes Dekker)
to his Bride Eva. (1820—87)

এডওয়ার্ড ডুয়েস ডেকার ইংরেজ পাঠকবর্গের নিকট 'মাল্টাটুলি' এই ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি জাতিতে ডাচ্—তাঁর যুগান্তকারী বিখ্যাত গ্রন্থ "হেভেলিয়র" (Havelear) ডাচ্ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। জাভায় উপনিবেশগুলির উপর ডাচ্ সরকারের অত্যাচার-কাহিনী জলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করে তিনি তদ্দেশীয় সাহিত্যের বিদ্রোহী লেখকনামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি ছিলেন স্বাধীন মতাবলম্বী—যে কোন বিষয় তিনি স্পষ্ট ভাষায় সাহসের সহিত ব্যক্ত করতেন। বিবাহের পূর্বে পত্নী ইভাকে যে সব প্রেমপত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি প্রকাশ্যে যৌন সম্বন্ধে এবং নারীর ভবিষ্যৎ মাতৃত্ববিষয়ে আলোচনা করতে মোটেই কুণ্ঠিত হননি। ইউরোপীয় সভ্যসমাজের কোন কোন পণ্ডিত কিশোর ও বালকদের যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন—কিন্তু সে শিক্ষার সীমা, বয়স প্রভৃতি নিয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান। আর সে শিক্ষা দেবেই বা কে? পিতা, মাতা, স্কুলের শিক্ষক, না চিকিৎসক? ডেকার কিন্তু নিজেই সে ব্যবস্থা করলেন—তাঁর ভাবী পত্নীর সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে সে বিষয়ে পত্রালাপ করলেন। তাঁর পত্রের অংশবিশেষ বাদ দিয়ে (যদিও ইংরেজীতে তাহা ভারতে প্রচলিত বইয়েও বাদ নাই) আমরা প্রকাশ করলাম—

২৪শে অক্টোবর, ১৮৪৫, শুক্রবার

প্রিয়ে ইভা,

* * * * হাঁ যা বলছিলাম। আমাদের 'ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে আমার যা বলবার তা এখনও বলা হয়নি। ভবিষ্যৎ বলতে আমি কি বলছি বুঝতে পারছ? ভবিষ্যৎ হচ্ছে আমাদের সন্তান—আমাদের বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল, আমাদের যেসব ছেলে-মেয়ে হবে—আমি তাদের কথাই বলছি। তুমি কি মনে কর আমাদের কোন সন্তান হবে না? নিশ্চয়ই হবে! তুমি হবে তাদের মা, এতে লজ্জার কি আছে, আমিতো তা চাই—আশা করি.! লোকে সাধারণত এ কথা এড়িয়ে যায়—এবিষয় নিয়ে কোন কুমারীর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না—তা সে অকারণ লজ্জার জন্যই হোক বা সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই হোক, মোট কথা, তারা দাম্পত্যজীবনের এই প্রধান দিকটা উপেক্ষা করে যায়।

অন্য সব কুমারীর সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাইনে, আমার বক্তব্য তোমাকে নিয়ে। আমি তোমাকে বালিকা কুমারী মনে করি না—তুমি আমার কাছে পূর্ণবয়স্কা নারী, তা ছাড়া দু'দিন পরে

তুমি হবে আমার সঙ্গিনী আমার পত্নী ; সুতরাং তোমার সঙ্গে এ আলোচনায় আমি কোন দোষ দেখি না। আমি চাই আমার যে হবে সে নারী কচি খুকি নয়, তাই তোমাকে অনেক কথা জানিয়ে রাখতে চাই।

আমাদের উদ্দেশ্য এক—স্বার্থ এক—আমাদের জীবন গাঁথা হবে একই সূত্রে—সুতরাং আমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রেখে চলতে হবে, একে অন্যকে আশ্রয় করেই চলতে হবে জীবনপথে, সেই জন্যই তোমাকে বলতে আমার কোন বাধা নেই। আমার মতে এমন কতকগুলো বিষয় আছে যা আমরা সাধারণতই একটু বেশী মাত্রায় ছেলেদের কাছে গোপন করবার চেষ্টা করি। বালকের মন যতদূর সম্ভব পবিত্র নিষ্কলুষ রাখা উচিত—স্বীকার করি, কিন্তু এই নিষ্কলুষতা যেন অজ্ঞতার নামান্তর না হয়। আমার মনে হয় বালকদের কাছে কোন বিষয় গোপন করা মানে তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়া, আর তাদের মনকে আরও জিজ্ঞাসু ও সন্দিগ্ধ করে তোলা হয়! নয় কি? প্রকৃত সত্য কি তা জানবার জন্য তারা আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতার এই গোপন করার প্রবৃত্তি তাদের চিত্তকে যতখানি কলুষিত করে—তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করলে তাদের অপরিণত চিত্তবৃত্তিকে ততখানি মলিন করতে পারে না—কারণ মোহ, বয়স্ক ও বালক উভয়কেই সমান ভাবে আকৃষ্ট করে। ছেলে মেয়েদের এ অজ্ঞানতা প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই কিন্তু তারা কি এই নাজানা অবস্থায় থাকবে? না, তা কখনই সম্ভব নয়! প্রকাশ্যে অজ্ঞান হয়ে থেকে তারা গোপনে গোপনে পিতা-মাতার গোপন বিষয় জানবার চেষ্টা করবেই এবং শেষ পর্যন্ত তা জেনে নেয়। তাদের খেলার সাথী সহপাঠি সমবয়সীর সঙ্গে আলোচনা করবে—লুকিয়ে বই পড়েও কতক জানবে—কতক বা কল্পনা করবে, আলো-আঁধারে থেকে তাদের মনকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলবে। তাদের সে জানার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ না করে ক্রমশই তাদের অন্তরকে অধিকতর

কলুষিত করবে। "খারাপটা" তারা আয়ত্ত করবেই—পাপ কি তারা জানবেই—তবু পিতামতা মনে করবে ছেলে আমাদের কিছু বোঝে না, একেবারে সুশীল সুবোধ—নিষ্পাপ! ভেবে দেখ দেখি কি ভুলই না আমরা করি!

বিবাহের যে সম্বন্ধ, স্বামী-স্ত্রীর যে আদর্শ তা শুধু বাঁধাধরা সামাজিক সাদচার ও প্রথার বশবর্তী নিয়ম কানুন নয়। এর স্থান খুবই উচ্চে—এ সম্বন্ধ বড় গভীর। তাইবলে মনে করো না যে আমি সামাজিক সদাচার ও প্রথাকে মানি না। শুধু যে-গুলো নিছক প্রথা মাত্র, যাদের কোন নৈতিক মূল্য নেই—সে সব বিধিব্যবস্থা আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। আমি অবিনয়ী বা অসমাজিক (অশিক্ষিত) নই—বরং অনেক ব্যপারে আমি খুব বেশী বাহ্য-শিষ্টাচার বা লৌকিক ভদ্রতার বশীভূত। তুমি হয়ত বিশ্বাস না করতে পার, নইলে ধর এই চুম্বনের কথা। কোন লোকের সামনে চুমু খাওয়াটা আমি মোটেই পছন্দ করি না (কারণ ওটা প্রকৃত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ)। তারপর ধর বিবাহিত জীবন! বিয়ের পর যখন আমরা সংসার করব তখনও আমার মতে স্ত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকবে আলাদা একখানা শোবার ঘর, যেখানে ঢুকতে গেলে আমাকেও সাড়া দিয়ে, সম্ভব হ'লে আমার স্ত্রীর অভিমত নিয়ে ঢুকতে হবে। তুমি ভাবছ তা অস্বাভাবিক অচারণ, কিন্তু তা নয়—আমার শিক্ষাই এই রকম। যাক্ তা না হয় না-ই হ'ল; কিন্তু আসল কথা শিষ্টাচারের নিয়ম মেনে চলতে আমি এতই অভ্যস্থ যে যা বললাম দরকার হলে আমি তা করতে প্রস্তুত!

সত্যি বলতো আমার এই সব কথা মনে করে তুমি কি ভাবছ! এতদিন বা এতক্ষণ ধরে যা বললাম তার মূল উদ্দেশ্য সেই এক: আমাদের পরস্পর পরস্পরকে জানতে হবে—চিনতে হবে। তোমার সঙ্গে যে সব বিষয়ে আলোচনা করলাম—ইতঃপূর্বে আর কেউ (অন্তত কোন যুবক) করেনি, সে সম্বন্ধে তোমার মতামত আমায় প্রকাশ করে বল। আমার কাছে লজ্জা করো না। আমার চেয়ে

আপনার আর কে তোমার আছে! তোমার গোপন মনের তথ্য আমার অজ্ঞাত থাকা তো উচিত নয় সুন্দরী! আমার চেয়ে তোমার বা তোমার চেয়ে আমার প্রিয় ও শ্রেয়ঃ তো কেউ নেই। মা বাপ ভাই বোন আত্মীয় স্বজন তোমার আমার কাছে প্রিয় হ'তে পারে কিন্তু প্রিয়তম তো কেউ নয়– যেমন আমি তোমার—তুমি আমার। নাই বা হ'ল প্রকাশ্যে আমাদের বিয়ে, নাই বা হ'ল বাহ্যিক অনুষ্ঠান কিন্তু অন্তরে তো আমরা বহুপূর্বেই এক হয়ে গেছি, সুতরাং তোমার অভিমত ব্যক্ত করবার তো কোন বাধা নেই প্রিয়তমে! আমি স্বীকার করি কুমারী মেয়েদের বেশী প্রগলভা হওয়া উচিত নয় বা এমন অনেক বিষয় আছে যা অনূঢ়া যুবতীরা সহজ ও সরল ভাবে আলোচনা করতে পারে না; তাতে হয়ত তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনে ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে তা প্রযোজ্য নয়। আমার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদের কোন আশঙ্কা নেই। এমন নয় যে দুদিন পরে আমরা পরস্পর পৃথক হয়ে যাব—কে কোথায় চলে যাব —তখন কেই বা কার স্বামী আর কেই বা কার স্ত্রী! সে ভয় তো আমাদের নেই। এ'ত দুদিনের দেখা—ক্ষণিকের মোহ উন্মাদনা নয়। তুমি কি ভয় কর যে আমি দুদিন পরে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে বিশ্বাসঘাতক লম্পটের মত তোমাকে উপেক্ষা ক'রে চলে যাব! ভাবছ বুঝি আজ যে আমি তোমার প্রেমে পাগল; কাল হয়ত তোমার এই প্রেম পদদলিত করে বসন্তের কোকিলের মত উধাও হব? সে ভয় তো তোমার নেই—আমি যে জীবনে মরণে তোমার, তার তো বহু প্রমাণই পেয়েছ! তবে এত সঙ্কোচ কেন? কেন এ দ্বিধা ও লজ্জা?

আমাকে বিশ্বাস কর—আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর—সেই জন্যই তো বলছি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে —খোলাখুলি ভাবে সব বিষয়ে আলাপ করতে হবে—তবেই ত বিশ্বাস আসবে, দুজনা দুজনকে চিনতে পারব— জানতে পারব।

তুমি যে আমায় ভালবাস—তোমার চিঠিগুলিই তার প্রত্যক্ষ

প্রমাণ। আমি কি করি জান ? তোমার অন্তরের গভীরতম প্রেম যে সব জায়গায় ফুটে উঠেছে, সে সব জায়গায় আমি চুমায় চুমায় ভরিয়ে দি'। আচ্ছা প্রিয়ে, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক—যার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না—শুধু তার-ই মুখ থেকে শোনা তার আত্মপরিচয় ছাড়া—তাকে তোমার প্রেম নিবেদন কর কি করে ? বড় দুঃসাহস তোমার ! মানব-চরিত্র সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানই বা কতটুকু ? তোমার ক্ষমতা আছে বলতে হবে ! আর—সেই জন্যই তো তোমায় এত ভালবাসি—আর ভালবাসি বলেই পাঠালাম একটি চুমা—তাকে তোমার কোমল বুকে ঠাঁই দিও—শুধু এইটুকু কামনা। আজ তবে বিদায় হই।

তোমারই এডওয়ার্ড ডেকার

সুইফট ও ভেনেসা

J. Swift (1667 1745)

"গ্যালিভারের" ভ্রমণ বৃত্তান্তের বিখ্যাত লেখক জোনাথন্ সুইফট্কে আমরা তৎকালিন ব্যঙ্গকাব্য রচয়িতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করি।

তাঁর স্বভাব ছিল একটু বায়ুগ্রস্ত—বার্দ্ধক্যে তিনি একেবারে উন্মাদ না হলেও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না—শেষজীবনে কয়েক বৎসর তিনি জীবন্মৃত ছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত খিটখিটে —অতি সহজেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। তাঁর কথায় কেউ সামান্ত প্রতিবাদ ক'রলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন। প্রেম তাঁর ধাতে সহ্য হ'ত না। বিবাহের সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। প্রথম যৌবনে মিস ওয়ারিংএর সঙ্গে একবার তাঁর প্রেম হয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি। বৎসরে মাত্র ৩০০

পাউণ্ড আয় নিয়ে মিস ওয়ারিং সংসার চালাতে পারবেন না জেনে সুইফট্ তাঁর সংস্রব ত্যাগ করেন।

তারপর আসেন এসমার জন্‌সন ওরফে "ষ্টেলা"; তাঁকে তিনি ভালবাসতেন—কেউ কেউ বলেন এই "ষ্টেলার" সঙ্গে সুইফটের গোপনে বিবহ হয়েছিল। "ষ্টেলার" সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কারণ জানা নেই।

তৃতীয়বারে সুইফ্‌টের প্রেমের আকাশে উদয় হলেন এস্‌মার ভেন্নুমারী ওরফে ভেনেসা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সুইফ্‌টের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন—এই বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। ভেনেসা একদিন কথায় কথায় ষ্টেলার কথা সুইফ্‌টকে জিজ্ঞাসা করেন—সুইফট্ তাতে ভয়ানক চটে গেলেন—ঝগড়া করে ভেনেসাকে তাড়িয়ে দিলেন। ভেনেসা সুইফটকে প্রকৃতই ভালবাসতেন, অন্তরে এতবড় আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না—শোকে দুঃখে ও হতাশায় অচিরেই তাঁর জীবনের অবসান হল। উভয়ের সাক্ষাতের পর যে পত্র সুইফট সর্বপ্রথম ভেনেসাকে লিখেছিলেন—তা' একেবারে নীরস—তাকে প্রেম-পত্র বলা যায় না। সে পত্র সুইফটের অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় দেয়।

সেণ্ট জেমস্ ষ্ট্রীট্
লণ্ডন, ১১ই আগষ্ট, ১৭১২

ভেবেছিলাম কর্ণেলের হাতে তোমাকে একখানা চিঠি দোব—কিন্তু না, তার হাতে তোমায় চিঠি দিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল।

আচ্ছা, আমার অনুপস্থিতিতে তোমার সময় কাটে কি ক'রে—আমি ত তা' ভেবে পাই না! নিশ্চয় তুমি খুব বেলা পর্যন্ত ঘুমোও, তারপর উঠে তোমার আর যে সব অনুগ্রহ-ভাজন আছে তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রে খাবার বেলা পর্যন্ত কাটিয়ে দাও—কেমন? তারপর সারা বিকেল কি কর? একদিন তুমি যখন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে হঠাৎ তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব—দেখব তুমি তখন কি কর। তুমি না পার কোন কাজ করতে, না পার পড়তে।

খেলা-ধূলাও যখন তোমার দ্বারা হয় না তখন বাড়িতে বসে না থেকে আমার ভগিনী মেরীর সঙ্গে খানিকটা পার্কে বেড়ালেই পার (অন্তত আমার ত তাই ইচ্ছা)। আমার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে বসে এক কাপ কফি খাই, আমি হয়ত খাবনা আর তুমি বার বার বলবে "খাও…খাবেনা কেন ?"

বেশী কিছু লিখতে পারছি না। তোমার মাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও, আর মল (ভগিনী মেরী) ও কর্ণেলকে দিও আমার শুভেচ্ছা। আজ এখানেই বিদায় নিলাম।

সুইফ্‌ট

ভেনেসা একদিন সুইফ্‌টকে লিখেছিলেন—

ডাবলিন,, ১০ই ডিসেম্বর ১৭১৪

আমার প্রতি তোমার যে কত টান তা আমি বেশ বুঝেছি ! তুমি আমাকে সরল হ'তে বলেছ, তাহলেই তুমি মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়ে যাবে। কেন আমাকে মিথ্যা স্তোক বাক্য দাও, তোমার বলা উচিত যে, যখন তোমার খুসি হবে (আমার আনন্দের জন্য নয়, তোমার মনের অবস্থা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্য) আমার সঙ্গে দেখা করবে, না হয়ত "ভেনেসা" বলে যে কেউ আছে একথা যখন তোমার মনে পড়বে তখন একবার আসবে আমার কাছে, কি বল ?

তুমি যদি আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহারই করতে থাক তবেআর বেশী দিন আমি তোমায় বিরক্ত করব না। ওগো, কি বলব তোমাকে ! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর থেকে কি ভাবে যে আমার দিন কাটছে, কি দুঃসহ বেদনা বুকে নিয়ে আছি তা আর সামান্য পত্রে কি জানাব প্রিয়তম ! এক এক সময় মনে হয়েছে কি হবে বেঁচে থেকে—যদি মরি তবে কার কি আসে যায় ? এ মুখ যেন তোমায় আর দেখাতে না হয় ! কিন্তু ওগো, আমি মরতে পারিনি ! আমার সে সঙ্কল্প নিমেষে টুটে গেছে—তোমার কথা মনে পড়ে গিয়ে সে

দৃঢ়তা কোথায় ভেসে গিয়েছে তাই তোমার সুখের পথে কাঁটা হয়ে আমি আজও বেঁচে আছি। মানুষের প্রকৃতি—আশা নিয়েই সে বেঁচে থাকে। মরতে পারিনি এই আশায় যে হয়ত একদিন তুমি আমার উপর দয়া করবে—একদিন আমায় দুটো মিষ্টি কথা বলবে, কারণ আমার এ বিশ্বাস আছে, আমার অন্তরের ব্যথা তুমি যদি একবার বুঝতে পার তাহলে কখনই তুমি আমায় বিমুখ করতে পারবে না, শুধু আমায় কেন, কোনদিন কারো মনে আর তুমি দাগ দিতে পারবে না।

তোমায় এত কথা লিখছি এই জন্য যে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে, তোমার মুখের দিকে চাইলে আমার সব ঘুলিয়ে যায়, তোমার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির সমনে আমার বাক্‌রোধ হয়ে আসে।

হায়! যদি আমায় একটুও ভালবাসতে তা'হলে নিশ্চয় তুমি আমায় দয়া করতে! হায়রে দুরাশা!

বেশী আর কিছু বলব না। আমায় ক্ষমা কর— যা বলেছি তার জন্য মার্জনা চাইছি। যা বলেছি মনের আবেগে—না বলে থাকতে পারলাম না। মরিনি—আজও বেঁচে আছি।—

ভেনেসা

স্যার রিচার্ড্ ষ্টীল্ ও মেরী স্কারলক্

Sir Richard Steele to Mary Scurlock

1672-1729

সপ্তদশ শতকের সংবাদপত্রসেবী বিখ্যাত 'টেটলার' ও 'স্পেক্টেটার' পত্রের পরিচালক রিচার্ড ষ্টীলের নাম ইংরাজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছে—এ কথা সকলেই জানেন।

তিনি ছিলেন কতকটা দুঃসাহসিক ও অপরিণামদর্শী কিন্তু মোটের উপর সাধু স্বভাব ও সদ্ অন্তঃকরণের লোক। তাঁর প্রণয়িনী মেরী

স্কারলকের উদ্দেশে তিনি অনেক প্রেমপত্র লিখেছিলেন, যার ফলে যে নারী বিয়ের নামেই ক্ষেপে উঠতেন সেই স্কারলক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ষ্টীলকে বিবাহ করেন।

কবি কোলরিজ ষ্টীলের এই সব প্রেমপত্রের খুব সুখ্যাতি করতেন—তাঁর মতে ষ্টীলের পত্রগুলি আদর্শ প্রেমলিপি, প্রত্যেক যুবতীর ষ্টীলের মত প্রেমপত্র লেখা অভ্যাস করা উচিত।

ষ্টীল্ মেরী স্কারলককে প্রথম লিখেছিলেন—

১১ই আগষ্ট, ১৭০৭

সুচরিতাসু,

যতদিন না তোমার মনের কথা জানতে পারি ততদিন আমার মনের ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাস জানিয়ে তোমাকে বিরক্ত করব না! নারী ও পুরুষের মনের ভাব প্রকাশের কেন যে এত তারতম্য তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

সাধারণ প্রেমিক প্রেমিকা যেভাবে হেঁয়ালী ও অস্পষ্টতার আশ্রয় নেয় আমি কিন্তু সে ধার দিয়েই যাব না। সহজ ও সরল ভাষাতেই আমি তোমার সঙ্গে আলাপ করব। কেঁদে কেঁদে বিনিয়ে বিনিয়ে আসল কথা চেপে রেখে "ওগো তোমাকে না পেলে আমি আর বাঁচব না;" কিম্বা "তোমার জন্য মরতেও প্রস্তুত আছি" এই সব কথা না বলে সোজাসুজি এই কথাই বলব যে "তোমার সাহচর্যে আমার জীবন বেশ আনন্দে কেটে যাবে।" তুমি একদিকে যেমন সুন্দরী তেমনি রসিক, আবার অন্যদিকে তুমি যেমন বীর তোমার স্বভাবও তেমনি মধুর। এমন আমি আর কারও দেখিনি। তোমার কাছে সত্য বলছি—নারীর এই সব গুণ আমি খুব পছন্দ করি। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার এই সব সদগুণ-রাজি দিয়ে আমায় চিরসুখী করতে পার, আবার বিপরীত আচরণ করে আমাকে দুঃখও দিতে পার,—সে তোমার মরজি।

পত্রখানি এখানেই শেষ হয়েছে। এর পর স্কারলকের সঙ্গে ষ্টীলের যখন দেখা হল তখন থেকে ষ্টীল স্কারলকের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে

পড়লেন। ঘন ঘন পত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল। অন্তরের গভীর প্রেম প্রেয়সীকে নিবেদন করতে ষ্টীল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—প্রেমের সরল ও অনাড়ম্বর অভিব্যক্তি শেষে চিরন্তন উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়ে উঠল।

ষ্টীল লিখলেন—

প্রেমময়ী,

তোমায় ডাকবার মত ভাষণ খুঁজে পাচ্ছি না। কি বলে ডাকলে আমার অন্তরের সবটুকু ভালবাসা ফুটে উঠবে! আমার অন্তরে তুমি ব্যথা দিয়ে যে আনন্দ পাও সেখানে তোমার জন্য যে প্রেম সঞ্চিত করে রেখেছি, কি বলে তোমায় তা নিবেদন করব দেখি!

তোমায় চোখের আড়াল ক'রে এক মুহূর্ত্ত স্থির শান্ত হতে পারিনা, কিন্তু আবার আমার কাছে থাকলে তুমি আমায় ধরা ছোঁয়া দিতে চাও না—আমায় দূরে দূরে রাখ, আমার আকাঙ্ক্ষাকে আরো বাড়িয়ে তোল। তোমার মোহিনী-শক্তিতে আমার চারিদিকে এমন এক মায়া মরীচিকার সৃষ্টি কর যে শত চেষ্টাতেও তোমার নাগাল পাইনা। তুমি কত বড় আর আমি কত ছোট; বুঝেছি তোমায় পেতে হলে আমার সাধনা দরকার, তাই তোমায় পাবার সৌভাগ্য আমায় ধীরে ধীরে অর্জন করতে হবে, নয় কি?

এখনও তুমি কুমারী—তোমায় 'মিস' বলে ডেকে তৃপ্তি পাই না, কবে তোমায় "ম্যাডাম" বলে ডাকতে পারব, স্ত্রী বলে ডেকে ধন্য হব?

তোমার চিরানুগত দাসানুদাস
রিচার্ড ষ্টীল

ষ্টীল আর এক সময় লিখছেন—

তোমার চিন্তায় বিভোর হ'য়ে আছি। তোমার প্রেমে আত্মহারা, কোন কাজই করতে পারিনা, কিছুতেই মন বসে না।

কিছুই ভাল লাগে না, বাড়িতে মন বসে না—বাইরে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিই, কত দরকারী কাজ নিয়ে কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে যায়। এর ফলে কি হবে জান, লোকে আমায় বাড়ীতে আটকে রাখবার ব্যবস্থা করবে।

লোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তার এমন একটা অবান্তর উত্তর দিয়ে বসি যে লোকে হেসে উঠে। আজকের কথাই বলি—সকালে এক ভদ্রলোক কি একটা জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার উত্তরে হঠাৎ বলে ফেললাম 'সে অসামান্য সুন্দরী'। আর একজনকে অন্যমনস্ক হয়ে বললাম "ওঃ এই মঙ্গলবার হ'লে এক সপ্তাহ হবে তোমার চাঁদ-মুখখানি দেখতে পাইনি"। আচ্ছা—তুমিই বলত এতে মানুষ হাসবে না! পাগল ভেবে নিশ্চয় এখন তারা অমোয় বেধে রাখবে। সত্যই প্রেমে মানুষ পাগল হয়!

তাই বলছি ওগো দয়া কর, দাও একটি চুমা দাও—আর যে ধৈর্য ধরতে পারি না প্রিয়তমে!

হাজার বিপদ চারিদিকে মোরা কেমনে পাইব ত্রাণ
তোমার বিরহে কেমনে বাঁচিব কেমনে রহিবে প্রাণ?

ওগো, এ-প্রেম কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়! তোমায় যে কত ভালবাসি সামান্য পত্রে সে কি লেখা সম্ভব প্রিয়তমে?

তোমার ষ্টিল

লরেন্স্ ষ্টার্ণ্ ও এলিজা ড্রেপার

Laurence Sterne (1713-68)

রসরচনা ও ব্যঙ্গ কাব্য দ্বারা যাঁরা অষ্টাদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন লরেন্স ষ্টার্ণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জীবনে তিনি.তিনজন নারীর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। প্রথম—তাঁর পত্নী লরেন্স এলিজাবেথ, দ্বিতীয়—ক্যাথারিণ আর তৃতীয়জন

হলেন লণ্ডন প্রবাসী কোন বিদেশীর আইন ব্যবসায়ীর পত্নী, নাম এলিজা ড্রেপার। স্বীয় পত্নীকে তিনি এক সময় লিখেছিলেন।—

ওগো আমার ধ্যানের দেবী,

আমার কি ইচ্ছা হয় জান? এক এক বার মনে করি কাজ কি এ-সংসারে থেকে! সব ছেড়ে তোমায় নিয়ে কোথাও চলে যাইনা কেন! দূরে—বহুদূরে কোন পাহাড়ের ধারে কুটীর নির্মাণ করে বাস করি। তুমি আমায় হাত ধরে নিয়ে যাবেতো সুন্দরী?

এই পর্যন্ত লেখার পর হঠাৎ সান্ধ্য প্রার্থনার কথা তাঁর স্মরণ হয়, তিনি লিখলেন—

ওই ঘণ্টা বেজে উঠল, আমি যাই—উপাসনার সময় হ'ল, আমায় ডাকছে—বলছে, এখন ভগবানের আরাধনার সময়, এখন প্রেয়সীর চিন্তা নয়। পত্নী কি ভগবানের চেয়েও বড়? উপরে ঈশ্বর আছেন—তিনি তোমার মঙ্গল করুন। বিদায়!

(তাঁর দ্বিতীয়া বান্ধবী ক্যাথারিণকে লেখা কোন পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। তৃতীয়া প্রেমিকা ড্রেপারকে তিনি লিখেছিলেন)

প্রিয়তমে এলিজা,

আজ সকালে একটা নতুন লেখায় হাত দিয়েছি। তুমি তা দেখতে পাবে—তোমায় দেখাব কিন্তু তুমি ইংলণ্ডের ফিরে আসবার পূর্বেই যদি আমি মরি তাহলে এটা তোমারই সম্পত্তি হবে। শেষের কথাগুলো লিখে তোমার মনে বোধহয় ব্যাথা দিলাম। আচ্ছা, এবার যাতে তোমার আনন্দ হয় এমন কথা লিখব, কি বল? মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা। তুমি এসেছিলে বেশ পরিপাটি করে সেজে! তোমার সমস্ত সৌন্দর্যটুকু মুখে ফুটিয়ে তুলতে তুমি কত চেষ্টাই না করেছিলে! চেষ্টা করেছিলে তুমি তোমার রূপের আলোতে সব কিছু ঝলসে দিতে। তুমি যেন জোর করে তোমার চোখের জ্যোতি বাড়িয়ে তুলতে চেয়েছিলে—মনে পড়ে? আর আমি তখন তোমায় কি বলেছিলাম—মনে নেই? আমার তো বেশ মনে আছে

সেদিনকার তোমার জোর করে ভাল দেখানর ভাব আমার মোটেই ভাল লাগেনি—তাই বলেছিলাম "সাদাসিদে পোষাকে এস, তাতেই তোমায় বেশ মানাবে! সিল্কের পোষাক আর জড়োয়ার চাকচিক্য তোমার রূপের জৌলুস কমাবে বই আর বাড়াবে না"—মনে আছে সে সব কথা। সত্যই বলছি—তোমার বেশভূষা ও অলঙ্কারের আতিশয্য আমার চোখে বড় বিসদৃশ ঠেকেছিল। তখন তোমায় দেখে আমার মনে এসেছিল অনুকম্পা, কারণ সেই পোষাকে তোমায় বিশ্রী দেখাচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তোমায় খারাপ দেখায় না। তুমি সুন্দরী নও কিম্বা তোমার মুখে সৌন্দর্য নেই একথা কেউ বলবে না। এখন তুমি শুধু সুন্দরী নও—তুমি যেন আরও কিছু। সত্য বলছি আমার কথায় কিছু মাত্র আতিশয্য নেই—তোমার মত বুদ্ধিমতী আর আমি দেখিনি; তোমার মত প্রাণের সজীবতা বুঝি আর কারো নেই! তোমার সঙ্গে ঘণ্টাকয়েক বসে আলাপ করলে মুগ্ধ হবেনা এমন লোক বোধহয় কেউ নেই, কেউ থাকতে পারে না। তোমার হ'তে চাইবে না এমন লোক আজ বিরল; তোমার প্রশংসা না করে কেউ থাকতে পারবে না। বিজাতীয় কৃত্রিমতার হাত হতে মুক্ত হয়ে অনাড়ম্বর সাজ পোষাকে তোমার প্রকৃতির দেওয়া সৌন্দর্য মহীয়ান্ হয়ে উঠেছে। তোমার নয়নে, তোমার কণ্ঠে এমন একটা কিছু আছে যা' আর কোন নারীর মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করিনি, মনে হয় এ এক অভিনব মোহ—যে মোহে যে কোন সুরুচিসম্পন্ন পুরুষের চিত্ত মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

তোমার স্বামী আজ ইংলণ্ডে থাকলে তাঁকে বলতাম "আপনি যদি অর্থ চান তো নিন পাঁচশ পাউণ্ড, আর তার বদলে শুধু আপনার স্ত্রীকে আমার সামনে বসিয়ে রাখুন, আমি তাঁকে দেখি আর লিখি আমার সাহিত্য গ্রন্থ—কি বলেন?" তোমায় সামনে বসিয়ে রেখে যে সাহিত্য রচিত হবে তার মূল্য পাঁচশ পাউণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী।

কি, পড়ে কিছু আনন্দ পেলে?

স্টার্ণ

———

গিয়োভ্যানী সিগান্‌টিনি ও তদীয় পত্নী

Giovanni Segantini (1856—1899)

বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রশিল্পী গিয়োভ্যানী সিগান্‌টিনির নাম শিল্পী-মহলে বিশেষ পরিচিত। তিনি ছিলেন প্রকৃতির (nature) উপাসক। বিশ্বপ্রকৃতির নানা সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ফুল ছিল তাঁর অতি প্রিয়। প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে তিনি একসময় একটি গোলাপফুল পাঠায়েছিলেন—তার সঙ্গে দিয়েছিলেন একটি ছোট চিঠি। চিঠিখানি বড করুণ। এই সুন্দরী পৃথিবীর কাছ থেকে একদিন যে তাঁকে বিদায় নিতে হবে তাতে তাঁর দুঃখ নেই —কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য আর তিনি উপভোগ করতে পারবেন না, এই চিন্তাই যেন গিয়োভ্যানীকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, তাই জীবনের প্রিয়জনকে পরম প্রিয় পুষ্পোপহার পাঠিয়ে তাঁকে লিখলেন—

প্রিয়, প্রিয়তমে—তোমায় ভালবাসি তাই পাঠালাম প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের একমাত্র প্রতীক এই সুন্দব ফুলটি। তাকে তুলে নিও। তোমার কোমল হাতের স্পর্শে সে আরও সুন্দর হয়ে উঠবে! আজ এই বসন্তে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে, তোমারই মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধ্যান করতে করতে তুলেছি এই ফুল।

কত বসন্ত আস্‌বে আমাদের জীবনে—তোমায় দোব উপহার এমনি কত ফুল! তারপর একদিন আসবে যেদিন এই পৃথিবী থেকে আমি চলে যাব—সেদিন সে বসন্তে কে তোমায় এই উপহার পাঠাবে প্রিয়ে? সেদিন থেকে, প্রিয়ে, প্রতি বসন্তে তুমি নিজহাতে ফুল তুলে নিয়ে যেও আমার সমাধির পাশে, সেথায় পরম শান্তিতে শুয়ে তোমারই প্রতীক্ষা করব—চেয়ে থাকব তোমার আশা-পথপানে, তুমি গিয়ে আমার কবরের উপর ছড়িয়ে দিও সেই ফুলের রাশি। বুলবুলি সেখানে অবিশ্রান্ত গান গেয়ে যাবে। আমি শুনবো সেই

গান, ধরণীর কোলে শুয়ে অনন্ত সুপ্তির ঘোরে সেই সুরের রেশ —ওগো মর্তের প্রিয়া—তোমারই: কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দেবে। তুমি তখন তারই কথা মনে করো যে তোমায় প্রতি-বসন্তে পুষ্পোপহারে প্রেম নিবেদন করত—যে ভালবাসত শুধু ফুল !!

রবার্ট সাউদি ও ক্যারোলিন্

Robert Southey and Caroline (1774-1843)

সাউদি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দী রাজ-কবি। "লাইফ্ অব নেলসেন" তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এডিথ ফ্রিকারকে গোপনে বিবাহ করেন এবং তার চল্লিশ বৎসর পর দ্বিতীয় বারে ক্যারোলিন বাউলসের পাণিগ্রহণ করেন।

ক্যারোলিনকে বিবাহের প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা পরস্পরের প্রেমে মুগ্ধ হন, পত্রের আদানপ্রদান হ'তে আরম্ভ হয়। সেই সময় ক্যারোলিন একবার রবার্টকে লিখেছিলেন তিনি অনেকের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন—এই পত্র পাঠে তা বেশ বোঝা যায়।

বাক্ল্যাণ্ড্ ২রা জানুয়ারী, ১৮২৪

প্রিয় রবার্ট,

এককথায় বলতে গেলে জগতে একটি মাত্র লোক তুমি যার সঙ্গে হৃদ্যতা বা বন্ধুত্ব করে আমি প্রতারিত হইনি বা যাকে পেয়ে ভুল করেছি বলে অনুতাপ করতে হয়নি। তুমি যে আমায় ত্যাগ করনি তার কারণ তুমি আমার দুঃখ বোঝ—সে জ্ঞান তোমার আছে। অতীতে সুখের দিনে কত লোক আমার প্রতি কত দরদ দেখিয়েছে কিন্তু আজ তারা কেউ নেই। জগতের এই রীতি—আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে।

জীবনের সকল অবস্থাতে—সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে যে বন্ধু

সেই প্রকৃত বন্ধু; আর সেই রকম একটি মাত্র বন্ধু পঞ্চাশ জন্মের হাজার হাজার নির্মম ক্ষণিকের পরিচয়ের গ্লানি মুছিয়ে দেয়। তোমাকে পেয়েছি হয়ত অনেক দেরীতে কিন্তু তাতে কি আসে যায়! দেরীতে পেয়েছি বলেই আমাদের এ বন্ধুত্ব এই ভালবাসা হবে প্রকৃত চিরস্থায়ী। ভগবানের ইচ্ছায় আমরা যেন পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি! তোমার মাথায় তাঁর আশিস ঝরে পড়ুক—তোমার জীবন দীর্ঘ ও মধুময় হয়ে উঠ্ক—এই আমার প্রার্থনা, প্রিয়তম।

ক্যারোলিন্

(১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কেস্উইক থেকে সাউদি ক্যারোলিনকে লিখেছিলেন)

আজ ১লা জানুয়ারী—নববর্ষের শুভ প্রথম দিন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি কুশলে থাক! তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক, দুঃখ ও ক্লেশ তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক্—বেড়ে উঠুক তোমার সুখ সম্পদ! তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক—তুমি চিরায়ু হও প্রিয়ে! তোমার যশঃ সৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হোক, তুমি পরিপূর্ণ ভাবে তোমার সৎকর্মের ফলভোগ কর!

তুমি উপহার পাঠিয়েছ কী চমৎকার একখানি ছবি, আর তার সঙ্গে পাঠিয়েছ তোমার কোমল হাতের ছোঁয়াচ্ লাগা একখানি চিঠি। তোমার চিঠি পেলে যে আমার কী আনন্দ হয়! তোমার পত্রে যাই কেন লেখা থাকুক না তাতেই আমার তৃপ্তি, তাতেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। কিন্তু প্রিয়ে—তোমার অসুখ কি তোমার কোন বিপদ আপদের কথা লেখা থাকলেই আমার সব আনন্দ মুহূর্তে মিলিয়ে যায়! তোমার বাড়ির একদিককার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে শুনে আতঙ্কে আমার গা কাঁপছে। ভগবান রক্ষা করেছেন—নইলে মনে কর দেখি এর পরিণাম কত খারাপ হ'ত যদি না তিনি রক্ষা করতেন! প্রাণেশ্বরী—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

সাউদি

ফিল্ডমার্শাল লুই ভন্ বেনেডেক্ ও জুলিয়া

Louis Von Benedek and his wife Julia

(1804-1881)

লুই ভন্ বেনেডেক ছিলেন অষ্ট্রিয়ায় প্রধান সেনাপতি ও সিপাহ-শালার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সেডোয়াতে পরাজিত হন। ঘটনাচক্রের আবর্তনে বাধ্য হয়েই তিনি অষ্ট্রিয়া বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে পরাজিত হলে সমর পরিষদের কাছে তাঁহাকে কৈফিয়ত দিতে হয়। তাঁহার পরাজয়ের জন্য এমনকি তাঁহার পত্নীও তাঁহাকে বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা-পূর্ণ পত্র লিখেছিলেন। তাতে বেনেডেক অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন, কারণ তাঁর ধারণা (শুধু তাঁর কেন সকলেরই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক) যে অন্যে যাই বলুক না কেন প্রাণাধিকা পত্নীর নিকট তিনি সকল ব্যথার দুঃখের সান্ত্বনা পাবেন। বিপদরূপ কষ্টিপাথরে ভালবাসার পরীক্ষা হয়—সেই কারণেই কিন্তু মার্শাল প্রিয়তমার অনাদর ও নির্মমতায় ব্যথিত হৃদয়ে জুলিয়াকে লিখলেন--

ভিয়েনা, ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৬৬

তোমার ২রা তারিখের ভালমন্দ মেশানো চিঠি এই মাত্র পেলাম। তুমি লিখেছ আমি সর্বদা তোমার প্রতি রূঢ় আচরণ করি, আমি নির্মম—যাক্ সে কথার জবাব আজ আর দোব না। সে সব কথার আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই যে যখন বিশ্ববাসী সমস্বরে ও প্রকাশ্যে যেখানে সেখানে তোমার স্বামীর নিন্দা করছে, তাকে ভর্ৎসনা করছে, হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে তখন সেনাপতি বেনেডেকের পত্নীর উচিত তার স্বামীর সমদুঃখিনী হওয়া। আজ আমার ও আমার দেশের ভাগ্য বিপর্যয়ে তোমার উচিত—আমার পরাজয়কে তোমার পরমতম দুর্ভাগ্য বলে

মেনে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। আমার দুঃখের সময় তোমার কর্তব্য সুমিষ্ট ব্যবহারে মধুর কথাবার্তায় আমার দুঃখকে লাঘব করা। চারিদিকে শত্রু ও কু-লোক বিষোদ্‌গার করছে, এই সময় তোমার কণ্ঠ সংযত হওয়াই বিধেয়, নইলে লোকে ভাল কথারও অপব্যাখ্যা করে আমার নিন্দা গ্লানিকে চতুর্গুণ করে তুলবে। লোকের স্বভাবই তাই—তারা অন্যের দুঃখে হাসে, দুর্ভাগ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করে। স্বামীর শত্রুকে কোন কথা বলবার সুযোগ দেওয়া স্ত্রীর সম্পূর্ণ অন্যায়।

পরাজয়ের আঘাত আমার বুকে ততটা বাজেনি যতটা বেজেছে তোমার অনাদর ও বিদ্রূপ। তোমার ভালভাবেই জানা উচিত এ বেদনা বড় মর্মান্তিক, এ-ক্ষত বড় গভীর, চিরস্থায়ী—আর তা এসেছে প্রধানত তোমার কাছ থেকে। জগতের যা-কিছু ছোট বড় উচ্চ নীচ ভালমন্দ পরিচিত আত্মীয় কিম্বা অপরিচিত বন্ধু শত্রু, যে কেউ হোক না কেন, একমাত্র তুমি ভিন্ন আমাব অন্তরের অন্তস্থলে সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত করতে পারে না, আমাকে প্রকৃত ব্যথাতুর করতে পারে না, বা করবাব ক্ষমতাও নেই। তোমার সে ক্ষমতা আছে বলেই বোধ হয় তুমি আমায় আঘাত করেছ, আর সেইজন্যই সে আঘাত এত প্রচণ্ড!

অন্যে যা-ই করুক তুমি অন্তত আমায় রেহাই দেবে—শুধু এইটুকু দাবী কি আমার নেই? তোমার মনে যা' এলো তা-ই লিখে আমায় ব্যথা না দিলেই কি নয়? তুমি যেন কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত, যেন কি এক রিপু আমার বিপক্ষে তোমাকে উত্তেজিত করছে। দুর্দৈব আজ আমায় যে অবস্থায় নামিয়ে এনেছে সে দুরবস্থার বিষয় আমাকে সম্যক উপলব্ধি না করিয়ে তুমি কি নিরস্ত হবে না? আমি যাতে তা' চিন্তা না করি সে ব্যবস্থা তুমি করছ না কেন? প্রকৃত বীর সৈনিকের মত আমি যে পরাজয়কে সগৌরবে মাথা পেতে নিয়েছি একথা মনে করে তোমার শান্ত থাকা উচিত, তোমারও নিজেকে প্রবোধ দেওয়া উচিত।

আমিতো কিছুই অনুযোগ করিনা, একদিন আসবে যেদিন আমি ন্যায় বিচার পাব, আর যদি তা নাও আসে তাহলেও আমার সান্ত্বনা যে বিবেকের কাছে, ভগবানের চোখে আমি নিষ্কলুষ।

আমার চিরদিনের আশা, তোমায় নিয়ে আমি আমার শেষজীবন সুখে ও শান্তিতে কাটিয়ে দেব—আর সেই আমার পরম সুখ। তোমায় ভালবাসি কিনা, তোমার উপর আমার সম্মান ও শ্রদ্ধা আছে কিনা তার প্রমাণ তো যুদ্ধের সময়ে তোমায় লেখা আমার চিঠিগুলো থেকেই পেয়েছ প্রাণেশ্বরি! তাছাড়া বহু পূর্বেই তো সে কথা তোমার জানা উচিত ছিল। সেগুলো যদি পকৃষ্ট প্রমাণ মনে না কর—যদি আমার অন্তরের ক্ষতকে প্রলেপ না দিয়ে তাকে আরও দুরারোগ্য করে তুলতে চাও. আমার দুর্ভাগ্যকে ভালচোখে দেখতে না পার, তবে তোমার কাছ থেকে সরে থাকাই আমার শ্রেয়ঃ। বেশ তাই হবে, আমার দুর্ভাগ্য আমি একাকীই ভোগ করব, নির্জনবাসই আমার মঙ্গল—তা সে পৃথিবীর যেখানেই হোক্!

আমি যা বলছি তা' বেশ বিবেচনা করে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই বলছি, মনে আমার কোন আবিলতা—কোন ক্ষোভ নেই। আমার নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, আমার শিরা উপশিরা স্নায়ুমণ্ডলী আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে। সকল অবস্থাতেই নিজকে ঠিক রাখতে পারি, শুধু পারিনা যখন তোমার কথা ভাবি- আর তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসে. অন্তরে যেন কি এক অব্যক্ত বেদনা অনুভব করতে থাকি। আজকে কেবল একটু বে-ঠিক হয়ে পড়েছিলাম। সকালবেলা বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বড্ড লেগেছে। যাক, হাত পা ভাঙ্গেনি —দু একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লিখতে বড় কষ্ট হচ্ছে—নেহাৎ তোমার কথা কখনও অগ্রাহ্য করিনি তাই পত্র-পাঠই তার উত্তর দিলাম। আমার এখানে থাকবার দরকার নাই তবু কেন যে থাকতে হচ্ছে তা' কর্তারাই জানেন, যারা আমার বিচার করছেন। আর তা ছাড়া তুমিতো জান কোন

কাজের জন্য আমি কখন কারো খোসামোদ করি না। আমার কি ব্যবস্থা হবে তা দু একদিনের মধ্যেই জানতে পারব।

তোমার হার্টের অসুখ কেমন আছে! শরীরের প্রতি যত্ন রেখো; যাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে—কারণ তুমি সুস্থ থাকলেই আমার আনন্দ—তুমিই আমার সুখের উৎস আবার তুমিই আমার দুঃখের আধার। আমি যে তোমাতেই মিশে আছি। প্রিয়ে প্রিয়তমে—চুমো নিও!

লুই বেনেডেক্

এলিজাবেথকে লেখা ব্রাউনিং-এর পত্র

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪

প্রিয়তমে,

তোমার গত সপ্তাহের পত্রের উত্তরে আমি আজ যৎসামান্য যা কিছু লিখতে সক্ষম তা লেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রথমেই তোমাকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ—আমার এ সময়েই এই অনুরোধ অত্যন্ত জরুরী—আমাকে সাহায্য করো, আর সামান্য ক'টি ছত্রের পশ্চাতে যে অনুভূতি অনুরাগের পটভূমি তা উপলব্ধি করে তুমি আমায় সাহায্য করো। তোমার পত্রটি আমি বারবার পাঠ করেছি। আমি তোমাকে বলি—না, না, তোমাকে নয়, যে স্বীকৃতি আমি এই মুহূর্তে করতে যাচ্ছি তা যে শুনবে সেই কল্পনার বর্ণগন্ধে গঠিত সেই নারীকে আমি বলছি—আমার সেই স্বীকৃতি ও আত্মনিবেদনে বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি নেই অবসাদ নেই; থাকতে পারে না, কারণ পরিচয়ের প্রথম লগ্ন থেকে এই চিঠি লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে, প্রেমে আমি তোমায় জয় করবো, বা তোমার প্রেমে আমি আশ্রয় লাভ করবো। এই শব্দটাই যেন আমি

লিখতে পারছি না, মনে হয় এ এমন অসম্ভব, এমন অসামঞ্জস্যপূর্ণ; আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এমন রূপান্তর এতে সূচিত হয় যে, মনে হয় এমন সৌভাগ্যের অধিকারী কি আমি হবো কখনও, হতে পারবো? তোমার অন্তরে যেসব অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি, তার কোনো একটিকে উচ্ছেদ করে কি আমি তার স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারি?

যদি আমি নিজেকে নব রূপে সৃষ্টি করতে পারতাম,—ধরো, আমি যদি হতাম সোনা, তাহ'লে এখনও যে মুক্তো তুমি নিশ্চয় অঙ্গে ধারণ করো—তার পশ্চাৎপটের বেশী কিছু হতে আমি কখনও চাইতাম না। তোমার এই পত্রে যে সম্মান ও অনুরাগ তুমি আমায় দিয়েছ—তোমার সে চিঠিখানি মাথায় ধরে বা বক্ষে ধরেও আমার সাধ মিটছে না—তাই আমি গ্রহণ করলাম, কম্পিত চিত্তে আর অপরিমেয় কৃতজ্ঞতায়। তোমার প্রেমে চির-ঋণী হওয়ার যে প্রগাঢ় গর্ব আমার হৃদয় ভরে দিয়েছে; সে গর্বে আমি তোমার, চিরকালের তোমার। আমরা উভয়ের প্রতি সুবিচার করবো এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি যতবার তোমার পত্র পাঠ করি, আর যতই আমাকে গ্রহণ করে আমার জীবনের কল্পিত সৌভাগ্যকে নষ্ট করে দেবে বলে তোমার আশঙ্কার কথা মনে উদিত হয়, ততই আমার মন বলে, তোমাতে—তোমার প্রেমেই আমার সৌভাগ্য, আমার পূর্ণতা। কথায় তুমি যেমন আমাকে বাঁধতে পার না, আমিও তোমায় পারি না; কিন্তু, যদি আমি তোমায় ভুল বুঝে না থাকি তো শুধু এইটুকু আশ্বাস কি তুমি আমায় দেবে, যে দুঃখ আমার সহজাত তার বেশি দুঃখ আমায় দেবে না? বলবে না তো কদাচ, যে দান অপ্রেমের কেবল তাই তুমি আমাকে দিয়েছ?

তোমার পত্রের মর্ম আমি ঠিক ঠিক ধরেছি তো? তোমার কোমল, আপন-ভোলা হৃদয় ও তার সরল অনুভূতি মাঝে মাঝে কল্পনায় আমাকে যা জানায় আমি সত্যই তা নই। কিন্তু গত কাল থেকেই নয় বা দশ-বিশ বছর আগে থেকেও নয়—আমি আমার

জীবনের গভীরে অনুসন্ধান করেছি, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি, কিসে তার ক্ষতি বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে আলোচনা করেছি, আমি জেনেছি—যদি কারও পক্ষে কিছু জানা সম্ভব—আমার জীবনকে তোমার জীবনে পরিণত করা, তোমার জীবনের সংযোগে একে পূর্ণতর কর, এতেই আমার অপরিমেয় সুখ। একথা আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি এবং অনুভব করছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমি স্বার্থপরের মত তোমার আশ্রয় পেতে চাইছি। অবশ্য আমাকে তুমি নির্বোধ ভেবো না, আমি উপলব্ধি করতে পারি—অন্য একটি জীবনকে সুখী করতে পারার চেতনা থেকে তোমার চিত্ত প্রসন্ন হবে, সুখী হবে; কিন্তু জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, মহত্তম, যা অন্যান্য সব কিছুর মত তোমা থেকেই প্রবাহিত হবে, তা হবে তোমারই অবদানের একটি প্রতিচ্ছবি।

প্রিয়তমে, আজ এখানেই শেষ করব - যুক্তি তর্ক বা কথার অধিকার যদি আমার থাকতো তবে আমি তা ব্যবহার করতাম না—তোমাতে আমার বিশ্বাস, পরম বিশ্বাস, শুধু তোমাতেই আমার একান্ত প্রগাঢ় বিশ্বাস।

"যে কথা শোনার আমার অধিকার সে কথা আমায় বলো"; আমি তা শুনব, আর আগে যেমন ছিলাম বা এখন যেমন আছি—তেমনি কৃতজ্ঞতায় আমার চিত্ত ভরে যাবে। তোমার বন্ধুতা আমার গর্ব, আমার সুখ। যদি তুমি আমায় বলতে তোমার হৃদয় অন্য এক তারে বাঁধা, বলতে যে সেখানে আমি তোমার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি, তাহ'লে সেখানে তোমার সেবাই হতো আমার গর্ব, আমার সুখ। আমি আমার প্রেমের গতিপথের দিকে তাকিয়ে আছি; সে শুধু সম্মুখের পথে চলতে জানে; কোন রকমের অ-প্রেম অ-সহৃদয়তা —এসব কথা ভাবতেও আমার হাসি পায়—আমাদের হৃদয়াভিসারের পথে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোমাকে আমার হৃদয় সমর্পণ করলাম, যা বলবে তা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত থাকবো; তোমার সামান্যতম ইচ্ছা বলে যা আমি অনুভব

করব তাই আমি পূরণ করবো—তোমার ঈপ্সিত ও ঘোষিত বাসনার কথা ছেড়েই দিলাম। এই আত্মঘোষণা ও স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল; আরও এই কারণে যে সমগ্র বিশ্ব আমাদের এই সম্পর্কের কথা জানে।

আমার জীবনের কাঠামো ও ছক বহুদিন পূর্বেই নির্দ্ধারিত হয়েগিয়েছিল; তাতে তোমার—বা তোমার মত কোনো একজনের স্থান ছিল অচিন্তনীয়। কারণ, সম্ভবতার পথ ধরেই আমরা জীবনের ছক কাটি, দৈবের কথা কে জানে—সুতরাং তোমাকে বা তোমার আশা কোথায়? সেজন্যই আমার আপন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি ছিলাম একান্তই উদাসীন; শুধু রুটি আর আলু খেয়ে যে লোক বছরের পর বছর কাটিয়েছে সে উদাসীন থাকবে না তো কে থাকবে? তাই পদ্মকোরকের মত ফুটে-ওঠা ছাড়া অন্য কোনো দিকেই আমার ব্যস্ত হবার দরকার ছিল না। কিন্তু, এখন তুমি এসেছ আমার জীবনের সান্নিধ্যে; আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই হয়েছে রূপান্তরিত। এক কথায়, যা কিছু করণীয় আছে, যা কিছু করা সম্ভব বলে সবাই বলে, আমি তাই করতে প্রস্তুত; আমার সমস্ত শক্তি সংকল্প শুভ কর্মে নিয়োজিত হউক; যা কিছু প্রয়োজনীয় তা করতে আমি আত্মনিয়োগ করব।

প্রিয়তমে আমার, এসব কথার শুধু মর্মটুকু তুমি গ্রহণ করো—এই আমার অনুরোধ। তোমার যা অভিমত তাই সর্বোত্তম, আর আমি তোমার।

হ্যাঁ, তোমার চিরকালের। তুমি যা কিছু হতে পেরেছ এবং হয়েছ তার জন্য ঈশ্বর তোমার সহায় হউন; আর তিনি যা কিছু আমাদের বিধি-লিপি নির্ধারণ করেছেন, ঘটুক তা, তুমি আমারই হবে।

রবার্ট ব্রাউনিং

———

নিকোলা লেনু

Nicolas Lenu (1802-1850)

হাঙ্গেরীর বিখ্যাত গীতি-কবি নিকোলার প্রকৃত নাম Niembsh Von Strehlenan, তাঁহার সমস্ত কবিতা বিষাদের কৃষ্ণ মেঘছায়ায় আবৃত। পরবর্তীকালে তিনি উন্মাদ রোগগ্রস্থ হন এবং উন্মাদাগারেই তাঁর মৃত্যু হয়। মনে মনে তিনি এক বন্ধু-পত্নীকে ভালবাসতেন—এই গোপন প্রেমই তাঁর উন্মত্ততার কারণ। তাঁর এই মানসী প্রিয়ার সঙ্গে কখনও মিলন হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু তাঁকে তিনি পত্র লিখছেন :

ভিয়েনা, ১০ইজুন ১৮৩৭

প্রিয়ে,

তোমার কি মনে হয় সময়কে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না! আমার ইচ্ছা হয় প্রতিটি মুহূর্ত্তকে আঁকড়ে ধরে থাকি, আমাদের সুখের পরিবেশ হ'তে সে যেন আমাদের বঞ্চিত করে চলে যেতে না পারে। মনে হয় তার কাছে নতি জানিয়ে বলি "ওগো অনন্ত ওগো চঞ্চল—আমাদের সুখের অবসান ঘটিয়ে এত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যেওনা।" কিন্তু হায়! সে বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম হীন, কোন কাকুতি মিনতি আকুল প্রার্থনাই তার কানে প্রবেশ করে না! যদি তার সামান্য মাত্র অনুভূতি থাকত তবে নিশ্চয় সে আমাদের সুখ থেকে বঞ্চিত করে চলে যেত না; আমাদের সুখের মধ্যেই সে তার নিজের অস্তিত্ব মিশিয়ে দিয়ে আমাদের আনন্দের কারণ হ'ত। সময় চলে যায়, তুমিও চলে যাও, জানালা বন্ধ করে শয্যায় আশ্রয় নিতে —মুহূর্ত পূর্বে যে আঁখি আনন্দোজ্জ্বল ছিল—ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকারে সেই আঁখিপল্লবে ঢাকা পড়ে অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

আচ্ছা, সময় কেন এত তাড়াতাড়ি চলে যায়? অসীমের পানে তার এত টান কেন? অসীম নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, তাই বোধ হয় আমরাও এই পৃথিবীর সৌন্দর্য ও সুখ ত্যাগ করে যত শীঘ্র সেই অসীম ও অনন্তের কোলে আশ্রয় নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি!

আমার কিন্তু সেই অসীম ও অনন্ত সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ। আমার মনে হয়, যা আনন্দ দেয় না তাই সসীম, আর যা আনন্দ দেয় তাই স্বর্গ। আমার স্বর্গ তুমি। তোমার নিশ্বাস আমার প্রাণবায়ু, তোমার ওই দুটি সুন্দর আঁখিতারা আমার আলো, আমার স্বর্গের সূর্য ও চন্দ্র। তোমার কণ্ঠস্বর আমার পানীয়,—তোমার চুম্বন আমার আহার, আর দেবি তোমার হৃদয়ের মধ্যেই আমার বাস। তোমার হাত ধরে তোমার প্রেমে বিভোর হয়ে প্রেমময় ভগবানের সান্নিধ্যে চলে যাব—হায়, আমার সে আশা কি পূর্ণ হবে না?

রোজই তোমায় চিঠি লিখব—চিঠিতে চিঠিতে চলবে আমাদের মধুর আলাপ। হায় যদি তোমার কাছে থাকবার আমার অধিকার থাকত!

ভোর না হতেই জানালার কাছে এসে বসে থাকি তোমার দেখা পাবার আশায়—এই পথেই তো তুমি যাও উপাসনায়! সুপ্রভাত, রাত কেমন কাটল? ঘুম হয়েছিল তো? সময়টা কত কে জানে! পাশের বাড়িতে প্রাতরাশের উদ্যোগ চলছে, ওদের ক্ষিদে বড় বেশি—তাই এত সকাল সকাল জেগে উঠেছে ওদের ক্ষুধা, বোধহয় রাত্রেও ওদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ছিল না। তাই ভাবছি, তোমার ভক্তি আগে জাগে না ওদের ক্ষুধা আগে জাগে? ফেরবার পথে আবার এস—এক সঙ্গে প্রাতরাশের সৌভাগ্য যেন আমার হয়।

নীট্‌শে

Fredrich Nietzsche (1844—1900)

'মহামানব' নীট্‌শে কদাচ নারীজাতির প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিলেন না; কারণ, তিনি ছিলেন অত্যধিক আত্মবিভোর, আপন বিপন্ন অস্তিত্বের চিন্তাই তাঁকে পরিণামে উন্মাদাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনে তিনি জেনিভায় জনৈকা ওলন্দাজ রূপসীর সহিত পরিচিত হন, এবং তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। অবশ্য, সেই মহিলাটি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তাতে নীটশে বিশেষ বিচলিত হন নি, কারণ, তিনি ছিলেন মূলত বিবাহের বিরোধী।

সেই ওলন্দাজ যুবতীর নিকট নীটশের পত্র—

জেনিভা, ১১ই এপ্রিল, ১৮৭৬

সুচরিতাসু,

আজ সন্ধ্যায় তুমি আমাকে কিছু নিশ্চয়ই লিখছ; আমিও তোমার জন্য দুচার ছত্র অবশ্যই লিখব। আমি এই মুহূর্তে তোমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি তা শুনে বিচলিত না-হওয়ার জন্য তোমার সমস্ত শক্তি ও সাহসের আশ্রয় গ্রহণ করো। "তুমি কি আমার স্ত্রী হতে সম্মত আছ?" আমি তোমাকে ভালবাসি; আমার মন বলে, তুমি ইতিমধ্যেই আমার—একান্তই আমার—হয়ে গেছ। আমার প্রস্তাবের আকস্মিকতা সম্পর্কে একটি কথাও বলো না। এতে অন্তত অসৌজন্যমূলক কিছু নেই; এতে লজ্জিত হওয়ার, বা ক্ষমা প্রার্থনার মতোও কিছু নেই। কিন্তু যে কথা জানতে আমার খুব বাসনা, আমার মন যে আশায় পুলকিত হয়ে উঠেছে তোমার মনও কি তাই? আমার মন বলে আমরা পরস্পরের নিকট কোনদিনই অপরিচিত ছিলাম না, একটি মুহূর্তের জন্যও না! তুমিও কি বিশ্বাস কর না যে, এককঁ অস্তিত্বের চেয়ে

মিলনের পথেই আমরা পরস্পর অধিকতর মুক্ত এবং আনন্দিত, সুতরাং মহত্তর জীবনযাপন করতে পারি! আমার সঙ্গে একত্রে যাওয়ার যে একাগ্র চিত্তে মুক্তির কামনায় ও ঊর্ধ্বায়নের আকাঙ্ক্ষায় আলোড়িত, তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ঝুঁকি তুমি কি নেবে না? এবং জীবনের সমগ্র পথে, চিন্তায় ও সংগ্রামে?। এবার নিঃসঙ্কচিত্তে তোমার হৃদয় উন্মোচিত কর, কোন কিছুই গোপন করো না। আমার এই প্রস্তাব ও পত্র সম্পর্কে আমার ও তোমার পারস্পরিক বন্ধু হের ভি, এস, ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। আমি আগামী কাল সকাল এগারটায় এক্সপ্রেসে বাসেল যাচ্ছি। আমাকে যেতেই হচ্ছে; আমার বাসেলের ঠিকানা এই সঙ্গে দিলাম। যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলো 'হাঁ', তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি তোমার মার নিকট পত্র লিখব, তাঁর ঠিকানা তোমার নিকট আমি জানতে চাইব। আর যদি 'হাঁ' বা 'না' বলার মত একটা অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে তুমি এখনই উপনীত হতে না পার তো তোমার লিখিত উত্তর আগামী কাল সকাল দশটা পর্যন্ত হোটেস গারনি ডু লা পোস্ত্-এ থাকব।

তোমার জন্য রইলো আমার সর্বকালের যা কিছু সর্বোত্তম ও পবিত্রতর শুভেচ্ছা—

নীট্শে

লুই নেপোলিয়ন (তৃতীয় নেপোলিয়ন)

Louis Napoleon (Napoleon III) (1808—73)

তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতা লুই নেপোলিয়ন ও যোসেফাইনের প্রথম স্বামীর কন্যার সন্তান। তিনি ছিলেন ফ্রান্সে নেপোলিয়নবাদীদের একমাত্র ভরসা। ফ্রান্সের

সিংহাসন লাভের জন্য তাঁর প্রথম দুটি প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; এবং হ্যামবুর্গে তাঁকে বন্দীজীবন যাপন করতে হয়। সেখান থেকে পলায়নের কিঞ্চিৎ পূর্বে, ১৮৪৫ সালে, জনৈকা ফরাসী মাহিলার নিকট এই প্রেমপত্রগুলো লেখেন। সেই মহিলাটি ইতালিতে বসবাস করতেন।

লণ্ডন, ২৪শে মার্চ, ১৮৪৫

মহাশয়া, কখনও মনে স্থান দেবেন না যে আমি কখনও আপনার গুণগ্রাহিতায় ব্যর্থ হয়েছি। ঐরূপ চিন্তায় আমি আহত হব কারণ, তার অর্থ হবে যে আপনার ধারণা আমি যেমন ভালবাসতেও জানি না তেমনি যা সুন্দর, মহৎ ও একাগ্রতার গুণগ্রহণও করতে পারি না। না তা নয়, আপনার সুমার্জিত গুণে আমি বিমোহিত, সেই গুণাস্বাদনে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি। কিন্তু শেষ যেবার আমি আপনাকে পত্র লিখি তখন নৈরাশ্যের বশবর্তী হয়ে আমি এক সিদ্ধান্ত করেবসেছিলাম, তা যদি কার্যকরী করা হতো তাহলে আজ আমার হতাশার অবধি থাকত না।

হ্যাম, ২রা নভেম্বর, ১৮৪৫

মহাশয়া, আজ আট দিন অতিক্রান্ত হলো যখন আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আপনার ছায়ামুর্তি আমার নিকট সুখস্বপ্নের মত, কিন্তু তা শুধু স্বপ্ন। কারণ, আপনার উপস্থিতি আমার হৃদয়ে যে প্রেমানুভব সঞ্চার করেছিল তার আত্যন্তিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার পর্যাপ্ত সময়ই আমি আপনার উপস্থিতিতে পাইনি। আর, যখন আমি আমার চিত্তের প্রশান্তি ফিরে পেলাম তাকে আনন্দে উপভোগ করার মত, তার আগেই আপনি চলে গেলেন।

নেপোলিয়ন লুই বি,

লাসাল

Ferdinand Lassalle (1825—64)

লাসাল ছিলেন একজন বিত্তশালী ইহুদী বণিকের সন্তান, এবং জার্মানীর তদানীন্তন সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সর্বাধিক দক্ষ ও বুদ্ধিমান নেতা। জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে তিনি ছিলেন কার্ল মার্কস্-এর অন্যতম সহকর্মী ও অগ্রণী নেতা, তিনি শুধু রাজনৈতিক প্রচারক ছিলেন না, ছিলেন পণ্ডিত, কেতাদুরস্ত ও দুঃসাহসিক বীর। ১৮৬৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডে তিনি জনৈক কূটনীতিবিদের কন্যা হেলেন ফন্ দেমেনেজিস্-এর প্রেমে পড়েন; কিন্তু পিতামাতার চাপে হেলেন পরবর্তীকালে লাসালকে প্রতারণা করতে বাধ্য হন, এবং হেলেনগতপ্রাণ লাসাল ওঁর পাণিপ্রার্থীর সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নিহত হন।

হেলেনকে লেখা লাসালের পত্র, বোধহয় শেষ পত্র—

মিউনিক, ২০শে আগষ্ট

হেলেন! তোমাকে লিখছি, হৃদয়ে আমি মৃত। রোষ্টভের টেলিগ্রাম আমাকে মারাত্মক একটা আঘাত দিয়েছে। তুমি, তুমি আমাকে প্রতারণা করলে!—এ যে কল্পনাতীত, অসম্ভব। তথাপি, তথাপি আমি যে এমন জ্বলজ্যান্ত জোচ্চুরি, এমন ঘৃণ্য প্রতারণার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। তাঁরা হয়ত এই মুহূর্তের জন্য তোমার আপন ইচ্ছাকে ভেঙ্গে দিতে পেরেছেন, ওঁরা তোমার আপন সত্তা থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, কিন্তু এই তোমার সত্য, চিরন্তন ইচ্ছা একথা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে না। তুমি এমন চূড়ান্তভাবে তোমার নিজের মন থেকে সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত সত্য বিসর্জন দিতে পার না! তাহলে যে তুমি নিজের উপর নিয়ে আসবে অপার কলঙ্ক, আর পৃথিবীর যা

কিছু মানবিক তার উপর মাখানো অপমানের কালিমা—প্রতিটি মহৎ অনুভবই যে তাহলে মিথ্যা হয়ে যায়! যদি তুমি এতকাল মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থেকে থাক, যদি তুমি এমন অধঃপতনের উপযুক্ত হয়ে থেকে থাক, এত পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গায় এবং পৃথিবীর সত্যতম হৃদয় বিনষ্ট করায় যদি তুমি সমর্থ হয়ে থেকে থাক,—তাহ'লে, তাহ'লে এই চন্দ্রসূর্যের আকাশের নিচে এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই যাতে মানুষ আর কোন দিন কোনো বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে!

তুমি আমাকে—তোমাকে পাওয়ার দৃঢ়সঙ্কল্প সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছ। তোমাকে নিয়ে ওয়াবার্ন থেকে পালিয়ে যাওয়ার বদলে সমস্ত সনাতন পদ্ধতিগুলো একে একে প্রয়োগ করার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছ; তুমি মৌখিক ও লিখিতভাবে আমার নিকট পবিত্রতম সঙ্কল্প উচ্চারণ করেছ, তুমি ঘোষণা করেছ, এমন কি তোমার সর্বশেষ পত্রে পর্যন্ত বলেছ যে তুমি আমার প্রিয়ভাষী স্ত্রী ছাড়া আর কিছুই নয়; বলেছ, এই সংকল্প বাস্তবে রূপায়িত করতে তোমাকে বাধা দেয় এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই; এবং এভাবে যখন তুমি অপ্রতিরোধ্যভাবে আমার হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ করেছ, যে হৃদয় একবার আত্মসমর্পণ করলে জন্মের মতোই আত্মসমর্পণ করতে জানে,—তখন, সংগ্রামের শুরুতেই, মাত্র একপক্ষ কালের মধ্যে বিদ্রূপের হাসি হেসে তুমি আমাকে নিক্ষেপ করছ এক এতল গভীরে; তুমি আমাকে প্রতারিত ও বিনষ্ট করতে চলেছ? হ্যাঁ, যে কঠিনতম জীবনের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করেছে, তাকে তুমি সার্থকভাবে বিনাশ করতে চলেছ।

হেলেন! তোমার হাতেই আমার ভাগ্য, আমার জীবনমৃত্যু। কিন্তু যদি তুমি আমাকে এই সব সয়তানীর পথে বিনাশ করতে চাও—যা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনা—তাহলে আমার অদৃষ্ট যেন তোমাকে প্রত্যাঘাত করে, আমার অভিশাপ যেন তোমাকে কবর পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যায়! এই অভিশাপ সর্বাপেক্ষা সত্য ও বিশ্বাসী হৃদয়ের অভিশাপ, যে হৃদয়কে তুমি বিশ্বাসঘাতকতায়

ভেঙে দিয়েছ, যাকে নিয়ে তুমি অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে ছেলেখেলা করেছ। আরও একবার আমি তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবং একাকী কথা বলতে চাই—আমাকে বলতেই হবে। তোমার মুখ থেকে আমি আমার মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে চাই, করতেই হবে। শুধু তাহলেই আমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারব যা অন্যথায় সর্বৈব অবিশ্বাস্য বলে আমি মনে করি। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি; এবং তারপর আমি জেনিভাতে আসছি!

হেলেন! তোমার মাথায় আমার অভিশাপ—

এফ. লাসাল

আলেকজাণ্ডার পোপ

Alexander Pope (1688—1744)

পোপের কাব্য ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে "ক্লাসিক্যাল" কাব্য-রীতির নিখুঁত নিদর্শন। তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও নিটোল প্রকাশভঙ্গির জন্য তিনি ইংলণ্ডের অতুলনীয় পদ্যলেখকরূপে স্বীকৃত। জনৈক ধর্মযাজকের কন্যাদ্বয়—টেরেসা ও মার্থা ব্লাউন্টের সঙ্গে পোপের সখ্য ছিল, তাঁরা কালক্রমে পোপের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে পরিচিত হন। সম্ভবত প্রথমদিকে পোপ টেরেসার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, পরে মার্থা ওঁর আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়। ওঁদের উভয়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল।

টেরেসাকে তিনি লিখেছেন—

৭ই আগষ্ট, ১৭১৬

মহাশয়া,

আপনার প্রতি আমার এতটা শ্রদ্ধা, এবং ঐ বস্তুটাও এত

পরিমাণে আছে যে, আমি যদি সুন্দর স্ত্রীপুরুষ হ'তাম তাহ'লে আপনার অনেক কিছু ভাল হয়ত আমি করতে পারতাম; কিন্তু জানেনই তো, আমার গুণের মধ্যে আমি একটি সুন্দর বক্তৃতা রচনা করতে পারি। সত্য বলতে কি, আমি এত বেশি করে এবং এমন খোলাখুলি ভাবে আপনার নিকট আমার হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করেছি যে, এই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনি এখনও চিঠিপত্র লেখালেখি বন্ধ করে দেননি, অথবা আমার মুখের উপর বলেননি, 'আমায় আর কখনও মুখ দেখিও না।' কাজেই আমার অহংকার আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে যে, মার্জিতরুচি নারীর নীরবতার অর্থ সম্মতি; আর তাই আমি পত্র লিখে চলেছি—

কিন্তু, আমার পত্রটিকে যতটা সরল করা সম্ভব আমি তাই করছি, অর্থাৎ আমি আপনাকে সংবাদ জানাচ্ছি। আপনি আমার কাছ থেকে এত বেশী করে সংবাদ জানতে চেয়েছেন যে আমার মনে হয়েছে, আপনি আমার মুখ থেকে কিছুই শুনতে চান না। আর, যখন দুজন প্রেমিক এতটা উদ্ধত হয়ে পরস্পরের নিকট বিশ্বের যাবতীয় সংবাদ জানতে চায়, তখন তারা যে প্রেমিক এবং পরস্পরের সাযুজ্যে অবস্থিত তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে পড়ে। আমার সার কথা, হয়ত আপনি না-হয় আমি অপরের সহিত প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ নই। এই দুজনের মধ্যে কে এমন নির্বোধ ও অনুভূতিহীন যে অপরের মাধুর্য ও গুণরাশি উপলব্ধি করতে অক্ষম সে বিচারের ভার আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম।

পোপ

সমাপ্ত